(ভক্তিমূলক পঞ্চাঙ্ক নাটক)

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত।

চাঁপাতলা অবৈতনিক প্রভাবতী নাট্য-সমাজ
কর্ত্তৃক অভিনীত

প্রথম অভিনয়—
বুধবার, ২০শে ফাল্গুন, ১৩৩৭ সাল।

মূল্য এক টাকা।

প্রকাশক :—
শ্রীজুড়নচন্দ্র বিশ্বাস
২৩।২, রমানাথ কবিরাজ লেন,
কলিকাতা।

আনন্দময়ী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
২৫, নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
শ্রীচুনিলাল শীল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

মা!

প্রথম জগন্নাথ দর্শন করি তোমার কোলে চেপে। তার পর যে ক'বার জগবন্ধু দর্শনে গেছি—একবারও তুমি সঙ্গে নেই।

আজ জগন্নাথকে নীলাচলের গুপ্ত কন্দর থেকে এনে আমি সারস্বত কুঞ্জে বসিয়েছি; কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার যে, এ "জগন্নাথ" তোমাকে দেখাতে পারছি না।

শুনেছি, স্বর্গে মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ বর্ত্তমান। তাই ভরসা হয়, স্বর্গবাসিনী তুমি তোমার স্নেহের সন্তানের এই সামান্য নৈবেদ্য স্বর্গ হ'তেও নেবে।

জ্যোতিস

নিবেদন

জগন্নাথ সম্বন্ধে বিবিধ পুরাণে ভিন্নরূপ মত দৃষ্ট হয়। যে সকল প্রাচীন কাব্যে জগন্নাথের বিষয় বর্ণিত আছে, তাহাদেরও মতের মিল নাই। এতদ্ব্যতীত প্রচলিত নানা কিংবদন্তী নানা বিরুদ্ধ মতের পোষকতা করে। এরূপ অবস্থায় নাটক লিখিতে হইলে কল্পনার আশ্রয় লওয়াই সুবিধাজনক। কিন্তু আমার ন্যায় অরসিকের কল্পনা সরস ত' হইবেই না, উপরন্তু এক কিম্ভূত কিমাকার বস্তুর সৃষ্টি করিবে, এই আশঙ্কায় মালী-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া পুরাণ কাব্য ও কিংবদন্তী হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া এই হার রচনা করিয়াছি। এখন ইহা দেব-সেবায় লাগিলে নিজেকে ভাগ্যবান্ বোধ করিব।

চাঁপাতলা অবৈতনিক প্রভাবতী নাট্যসমাজে যাত্রা অভিনয়ের জন্য, উক্ত নাট্যসমাজের সভ্যগণের উৎসাহে ও আগ্রহে এই নাটক রচিত হয়। অনেকের ধারণা সৌখীন যাত্রায় জুড়ীর গান একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ। আমি বহু দিন সৌখীন যাত্রার সংশ্রবে থাকিয়া বুঝিয়াছি যে, জুড়ির গান উহার অঙ্গ নয়—ভূষণ মাত্র। কিন্তু বর্ত্তমান শ্রোতৃগণের নিকট সে ভূষণ আনন্দ বর্দ্ধক নয়—পীড়াদায়ক। তাই আমি সে ভূষণ পরিহার করিয়াছি। সে জন্য এই নাটক অভিনয় দর্শনান্তে কোন কোন সহৃদয় শ্রোতা আমার নিকট জুড়ির গানের অভাবের অনুযোগ করিয়াছেন—কেহ বা "থিয়েটারিক্যাল্ যাত্রা" বলিয়া মত দিয়াছেন। আবার কাহারও মতে রঙ্গমঞ্চের ব্যয় বাঁচাইয়া দিনে রাত্রে অভিনয় করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া আমরা যাত্রা নাম দিয়া এই নাটক অভিনয় করিতেছি—কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা থিয়েটার।

যাত্রার দলের সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তি ইহা স্বীকার করিবেন যে, আজকাল জুড়ীর গান ত' আরম্ভ হইবা মাত্রেই শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে চাঞ্চল্য লক্ষিত হয়। গান যত ভাল, যত মধুর, যত কেন কালওয়াতী ভরা হউক না কেন, গায়কগণকে প্রকাশ্যে গালি পাড়েন এমন শ্রোতাও বিরল নন। তা ছাড়া, সময় সংক্ষেপের জন্যও এখন যাত্রা অভিনয়ে জুড়ির গান বর্জ্জন করার প্রয়োজন দাঁড়াইয়াছে বড় অল্প নয়।

যাঁহারা জুড়ি-হীন যাত্রাকে মঞ্চ-হীন থিয়েটার বলিয়া অভিহিত করেন, তাঁহাদের নিকট আমার নিবেদন, যাত্রা মাত্রেই জুড়ি-হীন। যাত্রার প্রচলনের সময় হইতে কিঞ্চিদূর্দ্ধ অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সকল যাত্রাই জুড়ি-শূন্য ছিল। অভিনেতাগণ নিজ নিজ ভূমিকা সুর যোগে আবৃত্তি করিত এবং সময় সময় বিশেষ অংশগুলি গান গাহিয়া শুনাইত। অল্প দিন পূর্ব্বের অভিনীত "কৃষ্ণযাত্রা" "বিদ্যাসুন্দর যাত্রা" প্রভৃতির উল্লেখ, উদাহরণ স্বরূপ করা যাইতে পারে।

যাত্রায় প্রথম জুড়ির প্রবর্ত্তন করেন সুগায়ক স্বনামধন্য অধিকারী "মদন মাষ্টার"। তিনি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া জুড়ির সৃষ্টি করেন নাই। পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁহার প্রতিভাকে এই পথে চালনা করিয়াছিল।

পূর্ব্বে একস্থানে যাত্রা গান হইলে প্রায় ৫।৭ সহস্র শ্রোতা সমবেত হইতেন। তাঁহারা সকলে অভিনয় দেখিতে ও গান শুনিতে সমান উৎসুক থাকিতেন। কিন্তু একটী বালক-নট—যে শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরাধার অংশ গ্রহণ করিয়াছে—তাহার কণ্ঠোচ্চারিত গীত সমবেত সমস্ত লোকের কর্ণগোচর হওয়া কঠিন, অথচ শ্রোতৃগণ সেই গান শুনিতে ব্যগ্র—না শুনিতে পাইলে ক্ষুণ্ণ হন। তাই প্রতিভাবান সুকণ্ঠ মদন মাষ্টার স্ব দলস্থ বালক অভিনেতার গানের সঙ্গে নিজ কণ্ঠস্বর জুড়িয়া

দিতেন। ইহাতে শ্রোতৃগণ সন্তুষ্টও হইতেন, এবং তাঁহার প্রশংসাও করিতেন।

তারপর সব ব্যবসায়ী অধিকারীগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া নিজ নিজ দলের গায়কগণের সঙ্গে এক, দুই, পাঁচ, সাত, দশজন বালক, যুবক, বৃদ্ধ নানারূপ কণ্ঠ যোজনা করিয়া মূল অভিনেতাকে পশ্চাতে ফেলিয়া জুড়ির প্রাধান্য স্থাপন করেন। ক্রমে জুড়ির গান যাত্রার অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু ঐ সকল গায়কের সমবেত কণ্ঠস্বর সঙ্গীতের মাধুর্য্যবর্ষণে লোকের মনোরঞ্জন করিতে যত পারুক্ আর না পারুক্—কালোয়াতী তান—উদ্ভট উচ্চারণ—বিকট চীৎকার—বিকৃত অঙ্গভঙ্গির দ্বারা সকলকে "পরিত্রাহি" ডাক ডাকাইতেছিল যথেষ্ট। ক্রমে কি পেশাদার, কি সৌখীন সকল যাত্রার দলে জুড়ির গানের অনাদর হওয়ায়, উহার অনাবশ্যকতা অধিকারীগণ উপলব্ধি করিতে থাকেন। কিন্তু কি ভাবে জুড়ির গান পালা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আসর জমাট্ রাখা যায়, সে মীমাংসাও তাঁহারা করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

যখন এই চিন্তা সকল সম্প্রদায়ের মুখ্যগণের অন্তরে প্রবল, সেই সময় কলিকাতার প্রসিদ্ধ মথুরানাথ সাহার যাত্রার দলে "পদ্মিনী" নামে একটী ঐতিহাসিক নাটক অভিনয়ের আয়োজন চলিতেছিল। যাত্রায় ঐতিহাসিক নাটকের প্রচলন ইহাই প্রথম এবং এই কার্য্যে অগ্রণী হইয়া স্বর্গীয় মথুরানাথ সাহা মহাশয় যাত্রারদলে এক যুগান্তর আনিয়াছিলেন। সেই "পদ্মিনী" নাটকের প্রথমাংশে দুই চারিটী জুড়ির গান যোজিত হয় ও সেগুলির মহলা চলিতে থাকে। হঠাৎ কোন মুসলমান চরিত্রের উক্তিরূপে "আল্লা আল্লা" ইত্যাকার বাণী সমন্বিত একটী জুড়ির গান আবির্ভূত হয়। এই গান মহলা দিবার সময় মথুরবাবু বলেন—

একেই ত' লোকে জুড়ির গান পছন্দ করে না, তার উপর এইরূপ বাণী শুনিলে তাহারা গায়কগণকে প্রহার করিবেন নিশ্চয়। তখন সমস্যা দাঁড়াইল যে—সে দৃশ্যে একটী জুড়ির গানও আবশ্যক অথচ এরূপ জুড়ির গান চলিবে না। এই উভয় সঙ্কটের মীমাংসা করিতে সম্প্রদায়ের সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীভূতনাথ দাস মহাশয় কোন চরিত্র বিশেষের মুখে সমবেত সঙ্গীতের যোজনা করিতে বলেন। তদনুসারে যাহারা জুড়ির পোষাক পরিয়া গান গাহিত তাহাদিগকে দরবেশ সাজাইয়া সেইরূপ "আল্লা আল্লা" বাণী যুক্ত একটী গান গাহিতে দেওয়া হয়। মথুরবাবু দেখিলেন ইহা ত' বেশ হইয়াছে। তখন তিনি সেই পালার সমস্ত জুড়ির গান উঠাইয়া দিয়া তৎস্থলে চরিত্র সৃষ্টি করিতে নাট্যকারকে অনুরোধ করেন। নাট্যকার স্বর্গীয় হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেই অনুরোধে বিবিধ চরিত্রের অবতারণা করতঃ "পদ্মিনী" নাটক হইতে জুড়ির গান তুলিয়া দেন। সেই পালা অভিনয় করিয়া মথুরানাথ সাহার দল যে সুখ্যাতি ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল—যাত্রার ইতিহাসে তাহা এক স্মরণীয় বিষয়; এবং এইভাবে জুড়ির গান ছাড়িয়া যাত্রা আবার তাহার পূর্ব্ব অবস্থায় আইসে।

পেশাদার দলে জুড়ির গান উঠিলেও সৌখীন সম্প্রদায় হইতে ইহার তিরোধান আজও সম্ভবপর হয় নাই। ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হেতু তাঁহাদের রক্ষণশীল প্রবৃত্তি। অন্যান্য কারণের মধ্যে দক্ষ সুর-যোজকের অভাব প্রধান। নূতন গানে সুর সংযোগ করা বড় সহজ কাজ নয়। যাঁহারা সে কাজ করিতে পারেন, তাঁহাদের সাহায্য ও সহযোগ সকল সৌখীন সম্প্রদায়ের পক্ষে সুলভ নয়। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা সেই চির-প্রচলিত গানের বাণী পরিবর্ত্তন করিয়া জুড়ির গান বজায় রাখিতে কতকটা বাধ্য।

সৌখীন সম্প্রদায় হইতে জুড়ীর গান প্রথম উঠাইয়া দেয় শ্রীরাম-পুরের "প্রিমরোজ এসোসিয়েসন"। কারণ তাহাদের ভাগ্যে সুরসাগর ভূতনাথ দাস মহাশয়ের সাহায্য লাভ ঘটিয়াছিল সহজে। তিনি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া উক্ত সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষগণকে জুড়ির গান তুলিয়া দিতে বলেন এবং নিজে তাঁহাদের সমস্ত গানের সুর করিয়া দিতে স্বীকৃত হন।

চাঁপাতলা অবৈতনিক প্রভাবতী নাট্যসমাজ সেই প্রতিভাবান সুর-শিল্পী ভূতনাথ বাবুর সাহায্য বহু কাল ধরিয়া লাভ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছে। তিনি বিংশ বৎসরের অধিক কাল নিঃস্বার্থ ভাবে এই সমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া, ইহার সকল সভ্যকে নিজ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহার সহিত এই সম্প্রদায়ের সকল সভ্যের একটা পারিবারিক কোমল মধুর সম্বন্ধ বর্ত্তমান। বিশেষতঃ আমাকে তিনি সদাই যে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন, সেরূপ স্নেহ আমি আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব ভিন্ন অন্যের নিকট পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। তাঁহারই উৎসাহে, আগ্রহে ও ভরসায় আমি এই নাটকে জুড়ির গান বর্জ্জন করিতে সাহসী হইয়াছি; এবং ইহাই কলিকাতার সৌখীন সম্প্রদায়ে অভিনীত প্রথম জুড়ি-হীন যাত্রার পালা। শ্রদ্ধেয় ভূতনাথ বাবু যে শ্রম, যে ক্লেশ স্বীকার করিয়া, যে যত্ন সহকারে ইহার গান গুলিতে সুর যোজনা করিয়াছেন, তাহার প্রতিদান দেওয়া আমার ক্ষুদ্র শক্তির অতীত। তবে স্নেহের পাত্রের নিকট কেহই কোন প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখেন না, সেখানে দাতার দান ঈশ্বরের করুণার:মত অযাচিত, অপরিমেয়—ইহাই আমার সান্ত্বনা।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে চাঁপাতলা অবৈতনিক প্রভাবতী নাট্য-

সমাজের সভ্যগণ এই নাটক প্রণয়ন কালে আমায় যেরূপ উৎসাহিত করিয়াছিলেন, ইহার ত্রুটী বিচ্যুতির দিকে লক্ষ্য না করিয়া তাঁহারা যে সেইরূপ উৎসাহের সহিত এই নাটকখানি অভিনয় করিয়া নিজেদের মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন এবং প্রসিদ্ধ নর্ত্তক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিঃস্বার্থ ভাবে নৃত্য শিক্ষা দিয়া ইহার অভিনয়কে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন ; সে জন্য আমি তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট কৃতজ্ঞ।

"গণু" ভায়া (শ্রীনরেশ চন্দ্র দাস) ইহার প্রচ্ছদ-পট আঁকিয়াছেন। আমি সেই চিরকুমার, চিরকোমল, চিত্রকলার একনিষ্ঠ সাধকের নিকট যে পরিমাণ সৌহার্দ্দ্যের ঋণে ঋণী—সামান্য "কৃতজ্ঞ" কথায় তাহার পরিচয় হইবে বলিয়া আমি সে কথার উল্লেখ করিতে বিরত রহিলাম। প্রার্থনা করি, জগন্নাথ তাঁহার শিল্প-সাধনাকে পূর্ণ হইতে পূর্ণতর করুন।

সর্ব্বশেষ হইলে ও সর্ব্বান্তকরণে আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি, স্ত্রী-চরিত্র-অভিনয়-কুশল, সুকণ্ঠ, সুদর্শন, সুহৃদ্বর শ্রীপূর্ণচন্দ্র কুণ্ডুর নিকট। তাঁহার সহযোগ ও অক্লান্ত শ্রম ব্যতীত মুদ্রাযন্ত্রের গর্ভ হইতে এই নাটকের আবির্ভাব কিছুতেই সম্ভবপর হইত না, ইহা আমার ধ্রুব বিশ্বাস। ইতি—

মাঘী পূর্ণিমা, ১৩৩৮। **নাট্যকার**

নাট্যোল্লিখিত চরিত্র পরিচয়

নীলমাধব	...	জগন্নাথের গুপ্ত মূর্ত্তি।
লীলাধর	...	ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ।
নীলাম্বর	...	" বলরাম।
বলভদ্রা	...	" সুভদ্রা।
বৃদ্ধ বর্দ্ধকী	...	" বিশ্বকর্ম্মা।
যম	...	ধর্ম্মরাজ।
সমুদ্র	...	জলাধিপতি।
জগাপাগলা	...	মহাপুরুষ।
ইন্দ্রদ্যুম্ন	...	অবন্তীর রাজা।
গুণ্ডিচা	...	" রাণী।
বিদ্যাপতি	...	ব্রাহ্মণ যুবক।
বিশ্বাবসু	...	শবররাজ।
ললিতা	...	বিশ্বাবসুর কন্যা।
উৎসবচন্দ্র	...	জনৈক নাগরিক।
বিম্বাধরা	...	উৎসবচন্দ্রের স্ত্রী।

নগর-রক্ষক, মন্ত্রী, প্রহরী, পথিক, নাগরিকগণ, নাগরিকাগণ, বন্দিগণ,
সভাসদগণ, গ্রাম্য নরনারীগণ, দিব্য মূর্ত্তিচয়, ললিতার সখিগণ,
যমদূতগণ, ঋত্বিকগণ, সুর-সপ্তক, তরঙ্গমালা,
দেবদাসীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অবন্তীপুর রাজপথ।

নাগরিক ও নাগরিকাগণ ফাগুয়া উৎসবে মাতিয়াছে
সকলে আনন্দ, উল্লাস ও নৃত্যগীতে মগ্ন।
সকলের হৃদয়ে প্রীতি ও বদনে
হাস্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

একদল নরনারীর গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

গীত

কাফি সিন্ধু—খেম্‌টা।

পুরুষগণ—হা-রা-রা-রা-রা-রা-হো !
লুকিয়ে কোথা পালিয়ে যাবে
পালাবার কি আছে জো।

স্ত্রীগণ—ছাড়্' ছাড়্' পথ ছাড়্'
মিছে কেন জালিয়ে মার,'
দিও না ফাগের গুঁড়ো—
কথা রাখ,' কথা রাখ' গো।

পুরুষগণ—এসেছে আজ বসন্ত অলির মত গুঞ্জরী,
রাগে রাঙা কৃষ্ণকলি ঐ উঠেছে মুঞ্জরি,
রাঙিয়ে দোব আজকে তোমায় সুন্দরি
মানা কেন শুনব লো।

স্ত্রীগণ—কোকিল ডাকছে কুহু—মুহুর্মুহুঃ
দখিণ বায়ে শিউরে উঠি—উহুঃ-উহুঃ
আর জ্বালায় জ্বালা বাড়িও নাকো ॥

[সকলের প্রস্থান।

কথা কহিতে কহিতে একদল লোক প্রবেশ করিল।

কানু। বাঃ বাঃ বাঃ! এবার দোল-মঞ্চে গোবিন্দজীকে চমৎকার সাজান হয়েছে! দেখে চক্ষু জুড়িয়ে গেল!

মধু। তা হবে না কেন ভাই? রাজা রাজড়ার কাণ্ড! তা ছাড়া, আমাদের মহারাজ ত' আর লোক দেখান বড়াই করতে এত ক'রে ঠাকুরের "বার" দেওয়ান না! তিনি যথার্থ ভক্ত। গোবিন্‌জীর উপর তাঁর ভক্তি অগাধ। তার উপর রাণী-মা ত' সাক্ষাৎ ভক্তি-ঠাকুরণ্। ঠাকুর দেবতার উপর তাঁর যেমন টান, এমনটী আর কিছুর উপর নয়। কাজেই আজকের দোলযাত্রায় ঠাকুরের সাজ খুব চমৎকার হবে, এতে আর আশ্চর্য্য কি?

স্বরূপ। তা যা হোক্ মিতে, এবারে কিন্তু পর্ব্বটা জমেছে খুব জোর। কত দেশ বিদেশের লোকই না এসে জুটেছে! আর ক'দিন তো কাণ পাতবার জো নেই;—দিন রাত বিশ্রাম নেই, কোথাও গান—কোথাও নাচ—কোথাও সানাই বাজ্‌ছে—

কোথাও সংকীর্ত্তন হচ্ছে; আর সবার উপর অনবরত "হা-রা-রা-রা-হো" ! "হোলি হায়" ! শব্দে সহর একেবারে তোলপাড় !

কানু। ঐ দেখ্—ঐ দেখ্—জগা পাগলা আসছে—জগা পাগলা আসছে।

মধু। চুপ্ চুপ্! খবর্দ্দার বারদিগর আর অমন ক'রে বলিস্‌নি। পাগলা কি রে? উনি কোন মহাপুরুষ; ছদ্মবেশে ঐ রকম হ'য়ে আছেন। তুই জানিস্‌নি, নিজে মহারাজ ওঁকে কত ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন? ওঁর সব জায়গায় যাওয়া আসা করবার হুকুম আছে—তা সে অন্তঃপুরই বা কি, আর রাজসভায়ই বা কি! ওঁকে কি অমন ক'রে বলে!

কানু। আমি জানিনি দাদা! ঘাট মানৃছি,—অপরাধ হয়েছে! দোহাই ঠাকুর, অপরাধ নিও না!

জগা পাগলার প্রবেশ।

জগা। হ্যাঁ হে, তুমি এত চালাকি শিখলে কোথায়?—

মধু। দোহাই ঠাকুর—

জগা। কেন বল দেখি এমনটা করলে? কালো রূপ চমৎকার রূপ! কালোয় জগৎ আলো! সে-টা লুকিয়ে ফাগ মেখেছ কেন? ফাঁকি দেবে—আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাবে? তাও কি হয়—ফাঁকি কি দিতে পার? তুমি ত' আর শুধু আমার চোখেই ভাস না—মন মাঝে, হৃদয়ের স্তরে স্তরে তুমি যে সদাই বিরাজ করছ!

জগা পাগলা। গীত

কাফি মিশ্র—একতালা।

অঙ্গ আবরি' আবীর রাগে—
ভেবেছ কি দেবে ফাঁকি ?
এত রঙ্গ কেন ত্রিভঙ্গ,
কেন এ চালাকি ?
মাখ্‌লে মুখে ফাগের গুঁড়ো,
লুকোয় কি হে শিখি চুড়ো ?
ঠোঁটের হাসি চাপ্‌লে কি হয়,
লুকোয় নি তো চপল আঁখি !
রাঙা ক'রে পীত বসন,
এড়িয়ে যাবে আমার নয়ন ?
আমার চোখেই শুধু ভাস' কি শ্যাম,—
হৃদে আছ জান' না কি ?

[প্রস্থান।

স্বরূপ। চমৎকার ! খাসা গান !

মধু। গাইলেও বেশ !

(নেপথ্যে কোলাহল)

কানু। আরে কি গোলমাল উঠলো ! লোক সব ছুটেছে ভিড়্ ভিড়্ ক'রে।

মধু। ব্যাপার কি ? ব্যাপার কি ?

স্বরূপ। চল, দেখি গে চল।

[সকলের প্রস্থান।

আর্ত্তনাদ করিতে করিতে কতিপয় নর-নারীর প্রবেশ।

১ম পুঃ। পালা—পালা—পালা! বাপ্ রে, কি মূর্ত্তি! যেন সাক্ষাৎ যম।

২য় পুঃ। ক্ষেপেছে—ক্ষেপেছে। নইলে এমন মারমুখী কখনও মানুষ হয়? বাপ্, যাকে দেখছে তাকেই মার! ক্ষেপেছে।

৩য় পুঃ। আমি তার বাল্যবন্ধু। লোকে বলে আমাদের এক গলায় দিলে, আর গলায় যায়! আমার কথা শুন্‌লে না। আমি নিষেধ করতে গেলুম, তা আমাকেই মারতে উদ্যত!

১ম পুঃ। পুরুষ মানুষের উপর তেমন ত' পীড়ন নেই! মেয়েগুলোকে দেখছে, আর ঠেঙাচ্ছে! ছেলে বুড়ো বিচার নেই, যাকে পাচ্ছে তাকেই চুলের ঝুঁটি ধরে—

১ম স্ত্রী। ওমা, কি হবে গো! আমি এত ক'রে চুল বেঁধে এসেছি—

২য় পুঃ। থাম মাগী! চুল বেঁধেছে! এদিকে যে যমে বাঁধবার উপক্রম হয়েছে। একে জোয়ান ছোকৃরা, হাতীর মত শক্তিমান —তায় বামুন, সাতখুন মাপ্—তার উপর ক্ষেপেছে, ক্ষেপার কাছে এগোয় কে! একেবারে তেরস্পর্শ যোগ! আজকার আমোদ আহ্লাদ একেবারে সব মাটী! যে যার প্রাণ নিয়ে "পালাই—পালাই" ডাক ছাড়ছে!

৩য় পুঃ। পালিয়ে কতক্ষণ তিষ্ঠবে? তার চেয়ে বরং এস, সকলে মিলে ওকে বাধা দি। একবার পাঁজা-কোলা ক'রে ধরতে পারলে আর যাবে কোথা। হাতে পায়ে বেঁধে ফেলে রেখে দোব।

১ম পুঃ। আশ্চর্য্য! পথে একজনও চৌকিদার নেই! লোকের এই বিপদ—একটু সাহায্য করবে—না—

২য় স্ত্রী। থাকবে না কেন? ঐ যে সব পানের গুলো গালে দিয়ে, লোকের কাছে হোলীর খাজনা আদায় করছে।

১ম পুঃ। হোলীর খাজনা?

২য় স্ত্রী। ঐ পার্ব্বনী।

৩য় স্ত্রী। (ক্রোড়স্থ কন্যাকে প্রহার করিয়া) হতভাগা মেয়ে! পার্ব্বনীর নামে অম্‌নি হাত বাড়িয়েছে।

কন্যা। (ক্রন্দন) এঁ্যা! এঁ্যা!

৪র্থ পুঃ। ভাল আপদ! একে গোদ, তায় বিষফোড়া। নিজেকে সামাল দেওয়া ভার, আবার মেয়েটাকে দিলে কাঁদিয়ে!

৩য় স্ত্রী। ধর না তবে তুমি! ঝাড়া হাত পায়ে আমি আপনার পালাতে পারব।

৪র্থ পুঃ। পালালেই হ'ল আর কি? ওটা যে মেয়েছেলে—ধরবে আর শানে আছড়ে মারবে। শুন্‌ছো না আণ্ডা বাচ্ছা বিচার করছে না; মেয়ে নামে চটা।

৩য় স্ত্রী। (সরোদনে) ও—মা—গো!

২য় পুঃ। থামো বাছা! আর মাকে ডাকে না। নিজে, মেয়ে আবার মা! একটা মেয়ে নিয়ে সামলান দায়—একেবারে তিন পুরুষ!

৩য় পুঃ। দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। চল, যা হোক্ একটা উপায় করা যাক্ গে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রেক্ষামঞ্চ সম্মুখস্থ—রাজপথ।

ইন্দ্রদ্যুম্ন, গুণ্ডিচা, পার্শ্বচর ও পার্শ্বচারিণীগণ।

(নেপথ্যে কোলাহল)

ইন্দ্র। একি হ'ল সহসা নগরে!
আনন্দ হিল্লোল, উৎসব কল্লোল,
রোদনের রোলে কেন হ'ল রূপান্তর!
ব্যথিত অন্তর—
শুনি ভীতের চীৎকার।
ফুল্লচিত, উল্লসিত নাগরিক দল
এবে পলায়িত সবে লয়ে নিজ নিজ প্রাণ।
আকস্মিক এ পরিবর্ত্তন—
ইন্দ্রজাল সম মনে গণি।

গুণ্ডিচা। কি আশ্চর্য্য মহারাজ,
ক্ষণ পূর্ব্বে উৎসবেতে যারা
ছিল আত্মহারা,
প্রাণ ভয়ে পলায়ন করে তারা—
ত্যজি আত্মজন।
রোদন—রোদন—
চারিদিকে উঠে শুধু কাতর রোদন!
হে রাজন—
রমণীর সকরুণ কণ্ঠ স্বর—
মর্ম্মাহত করিছে আমারে।

ইন্দ্র। নিদ্রিত কি নাগরক
প্রতিষ্ক, প্রহরী যত ?
রাজ্যময় উঠে হাহাকার,
প্রতিকার করিবার নাহি একজন।
নারী, বৃদ্ধ, শিশু অগণন—
ওই আলোড়িত, বিক্ষুভিত
নর-সিন্ধু মাঝে পড়ি,
নানা মত সহে নির্য্যাতন।
ধিক্ ধিক্—শত ধিক্
কর্ম্মচারীগণে মোর,
বিপন্ন প্রজায় যারা না করে সাহায্য কিছু !

নগর রক্ষকের প্রবেশ।

নগর রঃ। অবধান মহারাজ !
অতি দুর্লক্ষণ আজ নগরে প্রকট।
ইন্দ্র। বিকট চীৎকার যত আর্ত্ত আতুরের
বহু পূর্ব্বে সে সংবাদ দিয়াছে আমায়।
কেন এ দুর্দ্দিন,
কি কারণে কাঁদে যত ভাগ্যহীন,
পেরেছ কি তথ্য তার করিবারে আবিষ্কার ?
নগর রঃ। রাজার নফর
সমস্ত নগর তন্ন তন্ন করি অন্বেষণ,
এখনি করিবে স্থির বিপ্লব কারণ।
সুসতর্ক, প্রভুভক্ত রাজপুরুষ নিচয়—

সেই কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছে
নিজ দেহ মন।

ইন্দ্র। তোমার কি হেতু তবে হেথা আগমন?
নাহি করি বিপ্লবের মূল উৎপাটন,
রাজ পাশে কি লাগিয়া
আছ স্থির পুত্তলি মতন?

নগর রঃ। প্রভু!
মা জননী রাজরাণী বিরাজেন রাজপথে;
ভৃত্যের কর্ত্তব্য এবে
বিধি মতে নিরাপদ রাখিতে তাঁহায়।
আচম্বিতে ঘটেছে বিভ্রাট—
হে সম্রাট,
অসম্ভব নহে কোন বহিঃ শত্রু আক্রমণ।
তাই রাজ দেহ করিতে রক্ষণ,
রাজ পাশে উপস্থিত
চির অস্ত্রধারী এই চির আজ্ঞাধীন।

গুণ্ডিচা। মহীপাল, তিলকে করিয়া তাল
ঘটাতে জঞ্জাল
দক্ষ বটে নগর-রক্ষক।
কার্য্য হ'তে বাক্য এর প্রশস্ত অধিক।

ইন্দ্র। বাক্যবীর,
নাহি চান মহারাণী
শুনিবারে বাক্যের পটুতা তব।

যাও নিজে ত্বরা,
বিপ্লবের হেতু আবিষ্কার তরে।

নগর রঃ। যথা আজ্ঞা মহারাজ!
কেশে ধরে এখনি আনিব
দুষ্ট বিদ্রোহী পামরে রাজ সন্নিধানে।

[নগর রক্ষকের প্রস্থান।

গুণ্ডিচা। আশ্চর্য্য এ জীব!
উপভোগ্য অবসর কালে!

একদল বিপন্ন প্রজার প্রবেশ ও গীত।

জয়জয়ন্তী মিশ্র—একতালা।

স্ত্রীগণ—মান রাখ' গো, প্রাণ রাখ' গো,
ত্রাণ কর এ বিপদে!

পুরুষগণ—দয়াল রাজা, কাতর প্রজা
শরণ মাগে শ্রীপদে॥

স্ত্রীগণ—হায় হায় কি আক্ষেপ!
হয় নারী দেহে হস্তক্ষেপ!

পুরুষগণ—দীনের ব্যথা বুঝে রাজা,
রক্ষা কর' এ আপদে॥
নারীর জাতি—মাতৃজাতি,
তাদের রক্তে মানব জাতি,

স্ত্রীগণ—ক'রলে মোদের এ দুর্গতি
বাজে বিশ্বপতির হৃদে॥

সকলে। রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, দোহাই মহারাজ রক্ষা করুন!
রাজরাণী মা জননী রক্ষা করুন!

গুণ্ডিচা। ক্ষান্ত হ'রে ওরে বৎসগণ,
শান্ত কর অশ্রু বরিষণ!
প্রপীড়িতা মর্ম্মাহতা কুললক্ষ্মী সব,
ক্ষান্ত হও—স্থির হও—
হও মা নীরব।
নারী আমি,
অন্তরের অন্তর হইতে
বুঝি মাগো ব্যথা তোমাদের।
নিগ্রহ, লাঞ্ছনা, আর অপমানে
তোমা সবাকার
অপমান হইয়াছে আমারও জননী!
রমণীর নির্য্যাতনে নির্য্যাতিতা
হন দেবী শঙ্করী আপনি।
মাগো, নিবারিতে আকস্মিক এই অঘটন
নিয়োজিত হইয়াছে দক্ষ রক্ষীগণ।
এখনি নিভিবে এই অশান্তি অনল,
ঘুচে যাবে অবসাদ, মুছে যাবে বিপদের রেখা,
অশ্রুভরা মুখে সবাকার
হাসি দিবে দেখা,
তোমাদের ব্যথাতুর বুকে
সম্রাটের মহিমার সিংহাসন
পাতা হবে চির তরে।

জনৈক হৃষ্টপুষ্ট লোককে ধরিয়া নগর রক্ষকের প্রবেশ।

নগর রঃ। জয় হোক্ মহারাজ! এই সেই বিদ্রোহী দুর্জ্জন! দিন প্রভু, একে স্বহস্তে দণ্ড! আর দিন মহারাণী, আমায় মুক্ত হস্তে পুরস্কার।

ইন্দ্র। এই সেই বিদ্রোহী দুর্জ্জন! দণ্ড এরে দিব সমুচিত। নগর রক্ষক, আমি তোমার কার্য্যতৎপরতায় প্রীত। মহারাণীও তোমার উপর পরম সন্তুষ্ট হয়েছেন। (লোকের প্রতি) রে হতভাগ্য নির্ব্বোধ! তোর আচরণে, তোর ব্যবহারে আজ এই আনন্দ উচ্ছাস মুখরিত নগরী ব্যথিতের আর্ত্তনাদে পূর্ণ হয়েছে। তোর জন্য মৃত্যু সাগ্রহে অপেক্ষা করছে—তোর ইহ লীলা সাঙ্গ হবার—

জনতা। মহারাজ, মহারাজ! ক্ষান্ত হোন্। কার উপর দণ্ডাজ্ঞা দিচ্ছেন? এ কে? এ ব্যক্তি অত্যাচারী নয়। নিরীহ হতভাগ্যের উপর অন্যায় আচরণ করবেন না প্রভু।

নগর রঃ। (স্বগতঃ) কি সর্ব্বনাশ! সব বুঝি পণ্ড হয়।

ইন্দ্র। কি! এ ব্যক্তি অত্যাচারী নয়! নিরীহ নাগরিক মাত্র! একে অকারণ এ স্থানে আনা হয়েছে? নগর-রক্ষক!—

নগর রঃ। প্রভু! সব মিথ্যা—সব মিথ্যা। দেখছেন না মহারাজ, কি ভীষণ আকৃতি। ঐ আকৃতিতেই ওর প্রকৃতি জানা যাচ্ছে। এই ব্যক্তিই যত অনর্থের মূল!

জনতা। দোহাই মহারাজ—দোহাই মা জননী রাজরাণী—অকারণ নির্দ্দোষীকে শাস্তি দিয়ে রাজ্যে অমঙ্গলকে ডেকে আনবেন না।

গুণ্ডিচা। মহারাজ, আমার বিশ্বাস এ ব্যক্তি নিরপরাধ। ত্রাসে, শঙ্কায় হতভাগ্য জ্ঞানশূন্য—বাক্‌শূন্য হয়ে গেছে। চতুর নগর-

রক্ষক আমাদের প্রতারিত ক'রে নিজের কার্য্যকুশলতা দেখাতে একে ধরে এনেছে।

ইন্দ্র। তা কি সম্ভব ?

গুণ্ডিচা। অসম্ভব বা কেমন ক'রে হবে মহারাজ ? যারা উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত, প্রহৃত তারাই—সেই সব প্রজারাই যখন বলছে এ ব্যক্তি নির্দ্দোষ, তখন আমার ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক নয়—এ কথা সত্য।

ইন্দ্র। নগর রক্ষক, এই ভাবে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তুমি আমায় প্রতারিত ও নিরীহ প্রজার সর্ব্বনাশ করতে চাও !

নগর রঃ। না মহারাজ, মিথ্যা নয়—

নেপথ্যে কোলাহল ও বিদ্যাপতির প্রবেশ।

জনতা চঞ্চল হইল।

বিদ্যা। সম্পূর্ণ মিথ্যা ! মহারাজ, এই অকর্ম্মণ্য,—অবিশ্বাসী,—অপদার্থের দণ্ড বিধান করুন।

ইন্দ্র। কে তুমি ? তোমার কথার প্রত্যয় কি যে এই রাজপুরুষকে দণ্ড দেব ?

বিদ্যা। ভাল, যদি ওকে দণ্ড দিতে না চান—নাই দেবেন। কিন্তু এই নিরীহ, নির্ব্বিরোধী, ভয়ার্ত্ত নাগরিককে মুক্তি দিন। আর আপনার রাজ্যে যেখানে যত রমণী আছে—বালিকা বৃদ্ধা বিবেচনা না ক'রে—ভিখারিণী রাজরাণী বিচার না ক'রে, সকলকে এই মূহুর্ত্তে রাজ্য হতে নির্ব্বাসিত—না—না—নির্ব্বাসনে ফল হবে না। রমণী নাম ধরণী হতে মুছে যাওয়া চাই। সকলকে—সকলকে বধ করুন।

ইন্দ্র। উন্মাদ ব্রাহ্মণ, তুমি একি প্রলাপ বকছ ? অকারণে রাজ্য শুদ্ধ সমস্ত নারীর মৃত্যু আজ্ঞা দিব আমি ?

বিদ্যা। অকারণে নয় মহারাজ—অকারণে নয়। অতি উচ্চ কারণে আপনি সত্বর এ রাজ্য রমণীশূন্য করুন। নতুবা সর্ব্বনাশ হবে—সর্ব্বনাশ হবে।

গুণ্ডিচা। (স্বগত) তেজঃপুঞ্জ কলেবর
কেবা এই দ্বিজবর।
নয়নে বয়ানে
সারল্যের দিব্য জ্যোতিঃ হয় বিকীরণ ;
সুদৃঢ় বচন উচ্চারিত সরল বিশ্বাসে।
হেরি এরে
বাতুল বলিয়া ভুল নাহি করে মন।
কেবা এই জন ?
কেন হয় অন্তর চঞ্চল মম
নেহারি ইহারে।

ইন্দ্র। ব্রাহ্মণ, তোমার কথায় মহারাণী চঞ্চল হ'য়ে উঠেছেন। যদি তোমার অন্য কিছু বক্তব্য না থাকে, তা হ'লে তুমি এস্থান হ'তে অন্যত্র যেতে পার।

জনতা। মহারাজ এই সেই অত্যাচারী দুর্দ্ধর্ষ ব্রাহ্মণ। এই ব্যক্তিই আজকার উৎসব পণ্ড করেছে। এরই পীড়নে সকলেই মর্ম্মাহত। একে দণ্ড দিন—মহারাজ দণ্ড দিন !

ইন্দ্র। এঁ্যা ! এই সেই পাপাচারী
অধম দুর্জ্জন ?
এরই লাগি জলে রাজ্যে অশান্তি অনল !

বটে—বটে—
দণ্ড তবে দিব সমুচিত—
এই কৃতঘ্ন পামরে।
শান্তি নাশি দ্বিজবেশী
আরে দুরাত্মন্,
আত্ম পক্ষ সমর্থন করিবার
যদি থাকে কিছু
কহ ত্বরা।
অন্যথায় লহ দণ্ড
করাল ভীষণ।

বিদ্যা। যদি অভিলাষ
মম ইতিহাস করিতে শ্রবণ,
হে রাজন,
অপূর্ব্ব কথন তবে শুন দিয়া মন।
সাত্বিক ব্রাহ্মণ আমি—
বন্ধন বিহীন।
নাহি মাতা—নাহি পিতা—
নাহিক বনিতা—পুত্র বা দুহিতা।
একা আমি ভ্রমি এই
বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে।
অন্তরেতে সাধ সদা—
দেখিতে এ ব্রহ্মাণ্ডের পতি।
হে সুমতি,
হয় ত' বা উচ্চ অতি

আকাঙ্ক্ষা আমার।
হয় ত' বলিবে কেহ—
বাতুলের অলীক কল্পনা শুধু
দেখিতে সে সর্ব্ব কামপ্রদ ভগবানে
এই কলিকালে, এই কঠিন ধরায়।
যাহা হোক্ মহাভাগ,
আমি ছিনু
মত্ত মোর ইষ্ট আরাধনে।
কায়মন প্রাণে নীতি নীতি
রত ছিনু ধরিবারে সেই ধরণী ঈশ্বরে
মোর ক্ষুদ্র ভুজে—ক্ষুদ্র বক্ষে।
আমার ক্ষুদ্রতা মাঝে
ক্ষুদ্র হ'য়ে ধরা দিতে মোরে
এসেছিল গত নিশি ভোরে
মোর বাঞ্ছা-কল্পতরু।
হে রাজন,
ঊষা আসি তখন চুমে নি ধীরে
ধরণীর শির,
তখনও বিহগ কুল
গায় নাই আগমনী তার ;
শুধু সে প্রভাত-কল্পা নিশি
বুকে লয়ে পাণ্ডুবর্ণ শশী,
বিদায়ের কথা গুলি
বলিতেছিল হে তার শ্রবণ কুহরে।

হেন রজনীর চতুর্থ প্রহরে,—
স্মরণেও পরাণ শিহরে—
দেখিলাম,
নিদ্রা, জাগরণ, স্বপ্ন,
সকল অবস্থা হ'তে ভিন্ন এক ভাবে,
দেখিলাম আমি,
এসেছে ঈপ্সিত মোর বিশ্বের ঈশ্বর।
মরি মরি কি সে শোভা
প্রাণ মন লোভা !
অধরে মুরলী সাজে,
চরণে নূপুর বাজে,
শির শোভে শিখি-তাজে,
ক্ষুদ্র বপু হ'য়ে রাজে ক্ষুদ্র হৃদে মোর।
ভুলে গেনু সব চিন্তা,
সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ,
বিস্মৃতি ও অনুভূতি সব হ'ল লোপ
সেই অপরূপ রূপ নিরখিয়া।
হয় না স্মরণ
কতক্ষণ হেন ভাবে ছিনু নিমগন।
বুঝি বা সে এক পল ;
বুঝি বা সে যুগ যুগান্তর !
সহসা অন্তর মোর হইল বিকল,
হেরিয়া **বিকলাঙ্গ** সে প্রাণের মূরতি।
নাহি তার হস্ত পদ,

নাহিক শ্রবণ যুগ,
দর দর ধারে ছুটিছে শোণিত ক্ষত মুখে।
মহাদুঃখে আর্ত্তনাদ করিনু বিষম।
আমারে সান্ত্বনা দিল সন্তাপ-নাশন
কত মধুমাখা বোলে।
হ'য়ে স্থির কিছু পরে,
জিজ্ঞাসিনু সকাতরে—
কে তোমার হেন দশা করিয়াছে প্রভু!
কার তরে অঙ্গহীন শ্রীঅঙ্গ তোমার?
নয়ন নির্দ্দেশে দেখাইয়া
কহে ভগবান—
ঐ নারী ঘটায়েছে হেন দশা মোর।
তখনই চাহিনু সেই নারী মূর্ত্তি পানে।
কিন্তু মহারাজ,
অদৃষ্ট-পূর্ব্বা সে নারী
চকিতে লুকাল শূন্য মাঝে—
নারিনু চিনিতে কেবা সেই পাপিয়সী।
ফিরে চেয়ে দেখি—
গেছে শূন্যে মিলাইয়ে মোর পরাণের ধন।
ছুটে গেল নিদ্রা ঘোর,
টুটে গেল হৃদি মোর—
প্রভাতে জাগিনু
লয়ে ভারাক্রান্ত এ অন্তর।
পথে দেখি—

চলে নারী সারি সারি ফাগুয়া উৎসবে ;
অমনি ছুটিনু সবে বধিতে তখনই।
নৃপমণি,
হয় ত বা সে রমণী,
ইহাদেরই মাঝে একজন।

ইন্দ্র। অলীক স্বপনে মাতি,
ভ্রান্তমতি তুমি হে ব্রাহ্মণ,
যেই ক্ষতি করেছ সাধন—
তুলনা নাহিক তার ত্রিজগত মাঝে।
পণ্ড হইয়াছে শুভ ফাগুয়া উৎসব—
নিরীহের রক্তপাতে,
অবলার জীবন বিনাশে।
যোগ্য দণ্ড তাই তোমা
দিব সুনিশ্চয় ;
দেখাব সবারে—
মম রাজ্য নয়,
অত্যাচারী দুর্বৃত্তের
লীলার আলয়,—
কিংবা সেথা না পায় প্রশ্রয়—
কোন অন্যায় আচার।

বিদ্যা। আজি হোলী উৎসব মহান্—
রক্তরাগে রাঙা সর্ব্বস্থান।
শুধু নিত্য যেথা ছুটে—
সত্য রক্তের তুফান,

সেই সে শ্মশান
রঞ্জিত নহেক আজ কোনরূপ রঙে।
হে ভূপাল,
শোণিতে আমার করি রাঙা বধ্যভূমি,
পূর্ণ হোক্ ফাগুয়া উৎসব।
ব্রাহ্মণের উত্তপ্ত শোণিত—
মিশিয়া ফাগের রাগে,
হোলীর উৎসব কথা
চৌদিকেতে করুক্ প্রচার।
সিদ্ধ যদি নাহি হয়
সঙ্কল্প আমার—
ধরণীতে থাকে যদি অস্তিত্ব নারীর,—
নাহি কাজ জীবন ধারণে।
সন্দিগ্ধ কি হেতু মহীপাল?
কর আজ্ঞা অমোঘ ভীষণ।
মৃত্যু দণ্ড—মৃত্যু দণ্ড দেহ দণ্ডধর।

গুণ্ডিচা। (স্বগতঃ) কি কঠোর অটল বিশ্বাস
সত্য কি অলীক স্বপ্ন করি দরশন,
উন্মত্ত এ জন?
সত্য কি
এ শুধু এর খেয়ালের খেলা?
না—না—
তেজ-দৃপ্ত স্বর
মন্ত্রবৎ মোহিত করিছে মোরে।

কে জানে এ দ্বিজ কেবা,—
প্রতি বাক্য যার
প্রত্যক্ষ বলিয়া মোর হয় অনুমান !

বিদ্যা। মহারাজ,
বিমর্ষ, বিবর্ণ, ম্লান, চিন্তিত কি হেতু ?
মৃত্যু-আজ্ঞা দেহ মোর ত্বরা—
নতুবা মাতিব পুনঃ নারী-মেধ যাগে।
প্রাণে সদা জাগে দুর্দ্দশা প্রভুর,
পশে কাণে রোদনের সুর,
হৃদি ভরপুর তীব্র প্রতিবিধিৎসায়।
নররায়,
মুক্তি কিংবা মৃত্যু—
মোরে দাও—দাও হে ত্বরায়।

ইন্দ্র। ল'য়ে যাও এরে ত্বরা এই স্থান হ'তে ;
বিচার হইবে পরে।

জনতা। জয় হোক্ ! জয় হোক্ মহারাজ !

বিদ্যা। জয় হোক ! জয় হোক্ তোমার নরেশ।
সুপ্রসন্ন পরমেশ হ'ন্ মোর 'পরে।
জুড়াতে আমার জ্বালা,
তব মুখ হ'তে,
দিবেন নিশ্চয় তিনি দণ্ড শান্তিময় !
কোথা বধ্যভূমি—কোথায় জহ্লাদ—
লও মোরে ত্বরা।
ধরে না আহ্লাদ প্রাণে,

মিত্ররূপে আসে মৃত্যু
ঐ—ঐ মোর পাশে। [বেগে প্রস্থান।

নগর রঃ। আরে পালাল যে! ধর ধর—

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বিশ্বাবসুর পুরোদ্যান।

ললিতা

ললিতা। আহা, কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে! নীল আকাশে যেন একখানি রজতের থালা পাতা। চাঁদের জ্যোৎস্নায় সকল স্থান আলোকিত। কোথাও কিছু লুকান নেই, সব চোখের উপর ভাস্‌ছে, সব যেন হাস্‌ছে! আচ্ছা, এই উজল চাঁদের বিমল জ্যোৎস্নায় কি শুধু বাইরের জিনিষ-ই দেখা যায়,—না মানুষের মনের ভিতরটাও দেখতে পাওয়া যায়? আমার বোধ হয় এমন মধুর চন্দ্রালোকে কি ভিতরের কি বাইরের কিছুই লুকান থাকে না। তাইতো কুঁড়ির ভিতর লুকান দল গুলি, আজ আর নিজেদের গোপন রাখতে না পেরে, এই সব একে একে বেরিয়ে পড়ছে! এই যে তাদের বুকের মাঝে লুকান গন্ধ বাতাসে ভর ক'রে চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে! আজ আর কিছু লুকান নেই—কিছুই গোপন থাক্‌বার জো নেই। তবে—তবে আমার মনের কথাও কি আজ গোপন থাকবে না? বড় বিষম সমস্যা—কঠিন পরীক্ষা! কোকিলের কুহু,—মলয়ের হুহু,—যুঁথির মদির

গন্ধ,—নদীর নাচের ছন্দ—সব যেন আমার অন্তরের কথা টেনে এনে মুখ দিয়ে বলাতে চায়—

গীত

বেহাগ—একতালা।

এমন চাঁদিনী যামিনী !
কেমনে যাপিব একাকিনী।
আবেগ ভরা একটী হিয়া
আমার নয়নে নয়ন দিয়া,
অচপল দিঠি বেড়ি মোর কটি
কই কহিছে সোহাগ-বাণী।
আমি পুলকে ভূলোক ভুলিয়া
কই রচিনু স্বর্গ তাহারে বক্ষে তুলিয়া .
কই হাসিতে তাহার বহিছে সুধার
স্নিগ্ধ মন্দাকিনী।

কিন্তু কি অদৃষ্ট ! এমন একজনও নেই, যে আমার এই কথাটা কাণ দিয়ে শোনে ! সংসারে মা নেই ; কাজেই মেয়ের মুখের দিকে চাইবে কে ? বাবা জানে মেয়ে আমার কচি খুকি—আজও সেই ফুলের কুঁড়িই আছি। এদিকে যে পাপ্‌ড়ী ঝরে, বোঁটা সার হবার যোগাড় হ'তে চল্লো।

নেপথ্যে লীলাধর। রাধে ! রাধে !

ললিতা। কে রে ?

নেপথ্যে লীলা। আমি ভিখিরী গো।

লীলাধরের প্রবেশ।

ললিতা। ভিখিরী? রাত্রের বেলা ভিক্ষে? তাও আবার বাগানের ভিতর?

লীলা। আমি রাত-ভিখিরী, তাই রাত্রে এসেছি। আর বাগানে এলুম বা, হেতায় ত' আর কিছুর অভাব নেই—যা হোক্ দু'টো ফল পাকড় দিলেই পার'।

ললিতা। আঃ দশা! এমন ধারা গতর,—খাটাতে পার না? দেহ খাটালে ত' এই উঞ্ছ বৃত্তি করতে হয় না। এমন ডব্‌কা ছোক্‌রা—ভিক্ষে করতে লজ্জা হয় না?

লীলা। বলি, খুব ত' লম্বা লম্বা কথা কইছ, কিন্তু আমার একটু কাজের পরিচয় নাও—তার পর যত কথা আছে ব'লো। দেখ, আমি মজুরী করতে গতর খাটাই না বটে,—কিন্তু আমি গান গাইতে পারি। আর আমার গান শুনে, লোকে না কি খুসিও হয়। আমি একটা গান গাইছি—যদি তোমার ভাল লাগে, তা হ'লে কিছু না হয় দিও।

গীত

খাম্বাজ—একতালা।

আমার প্রেম-পাগলিনী কই।
শয়নে স্বপনে ঘুমে জাগরণে
যে জানে না আমা বই॥
আমার তরে যে নানান্ ছলে
বারে বারে ঘরের বাইরে চলে,

আমার বাঁশীটি　　　শুনিতে ব্যাকুল
রহে যে সততই ॥
আমা লাগি যত লোক গঞ্জনা
কিছুই মানে না হৃদি রঞ্জনা,
সে বিনা আমার　　　ভুবন আঁধার
আমি তো আমি নই ॥

ললিতা। বাঃ সুন্দর গান! এ গান তুমি কোথা থেকে শিখলে ভাই?

লীলা। ভাই? এ্যাঁ! একেবারে ভাই ব'লে সম্পর্ক পাতিয়ে ফেল্লে! আমি ভিখিরী—ভিখিরীর বোন্ হয়ে লাভ কি দিদি?

ললিতা। বাঃ! মিষ্টি—আরো মিষ্টি! কত মিষ্টি! তোমার কথা মিষ্টি—গান মিষ্টি—ডাক মিষ্টি! তোমার নামটী কি ভাই?

লীলা। লীলাধর। লোকে "নীলু" "নীলু" ব'লে ডাকে। শুধু মা আদর ক'রে "নীলমণি" ব'লে ডাক্‌তো। তা, সে মা-ও নেই —সে মধুর স্নেহও নেই—আর সে মধুমাখা ডাকও শুন্‌তে পাই না।

ললিতা। তোমার "নীলমণি" নামই সব চেয়ে ভাল লাগে?

লীলা। ভাল আমার সবই লাগে। আদর ক'রে যে যা ব'লে ডাকে, সেই নামই আমার ভাল লাগে। তুমি জান না— একজন আমায় ডাক্‌তো "নরসিংহ" ব'লে। আমি বললুম, আচ্ছা তাতেই রাজি।

ললিতা। তোমার কে আছে?

লীলা। কে আর থাক্‌বে? আমি সবার দরজায় দরজায় ঘুরে আত্মীয়তা পাতাতে যাই; তার মধ্যে যে যা ব'লে আত্মীয়তা করে সেইটাই থেকে যায়। তুমি যেমন এই ভাই পাতালে

—এমনি অনেক জায়গায় আমার অনেক রকম পাতানো লোক আছে।

ললিতা। তোমার আপনার কেউ নেই ?

লীলা। সবাই আমার আপনার—আমিও সবার আপনার। ভিখিরী —সব জায়গায় যাওয়া আসা করি—কাজেই সব দুনিয়াটাই আমার। জান না, কথায় বলে—"যাঁহা রাম তাঁহা অযোধ্যা" !

ললিতা। তোমার কথায় কেমন যেন একটা মাদকতা আছে। আমায় যেন মাতিয়ে দিচ্ছে ! তুমি কে—সত্যি ক'রে বলো দেখি।

লীলা। ও হরি ! হ'য়েছে ! আর তুমি বেশীক্ষণ বাইরে থেক' না দিদি ! চাঁদের আলোয় লোকের মাথা খারাপ হ'য়ে যায় ; —বিশেষতঃ পূর্ণিমার চাঁদ !—তায় পূর্ণিমার সেরা পূর্ণিমা দোল-পূর্ণিমা ! তুমি বাড়ীর ভিতর যাও। ভিক্ষে যদি আমায় আজ না দিতে পার ক্ষতি নেই। আর একদিন এসে নিয়ে যাব'খন।

ললিতা। তুমি আবার কবে আসবে ?

লীলা। তার ঠিক নেই ! তবে তোমার ত' শীগ্‌গীর বিয়ে হবে ? সেই দিন আসব নিশ্চয়।

ললিতা। আমার শীগ্‌গীর বিয়ে হবে, এ কথা তোমায় কে বল্লে ?

লীলা। আমি খবর পাই। আরও বিয়ে হবে না গা ! বয়স হ'তে কি বাকী আছে ? শুধু বরের এতদিন ঘুম ভাঙেনি ব'লেই না বিয়ে বন্ধ আছে। তা সে কথা থাক—আজ আমি যাই দিদি ! আবার আসব।

[প্রস্থান।

ললিতা। যা—চলে গেল ! লীলাধর—লীলাধর, ভাই—ভাই, নীলমণি !

কোথায় লুকিয়ে গেল—আর ত' দেখতে পাচ্ছি না! আমার ডাকও কি সে শুনতে পেলে না? গলা যে চেপে আসছে। ভাই! চাঁদের আলোও ম্লান হ'য়ে এলো!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ও রাণী গুণ্ডিচা সিংহাসনে উপবিষ্ট।
মন্ত্রী, সভাসদ্‌গণ, বন্দিগণ যথাস্থানে দণ্ডায়মান।

বন্দিগণ বন্দনা গাহিল।

গীত।

মূলতান—ঝাঁপতাল।

মর্ত্ত্যে ইন্দ্র সম তেজা, জয় রাজন ইন্দ্রদ্যুম্ন।
শিষ্ট জন পালনকারী, দুষ্ট দলন, জয় শত্রুঘ্ন॥
করুণাময়ী জননী সমা
রাণী গুণ্ডিচা অতি মনোরমা,
রাজা ও রাণীর মিলন যেন কাঞ্চন সাথে রত্ন॥
নির্ভীক রাজা ন্যায়নিষ্ঠ,
রাণী মা চিন্তে' প্রজার ইষ্ট,
সমদর্শী চক্ষে তাঁদের কেহ নয় উচ্চ নিম্ন;
প্রজার হৃদয়ে আসন যাঁদের সে রাজ-দম্পতী হউক ধন্য

সকলে। মহারাজ ও মহারাণীর জয় হোক্ !

মন্ত্রী। উৎসবের আনন্দ প্রবাহে বাধা পড়ায়, গতকল্য রাজ্যে যে বিপ্লব উপস্থিত হয়—তা যেমন আকস্মিক, তেমনি বিস্ময় উৎপাদক। হে সমবেত সভ্যবৃন্দ, মহারাজ ও মহারাণী সেই অত্যাচারী আততায়ীর বিচিত্র বর্ণনার কথা চিন্তা ক'রে অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় রাত্রি যাপন করেছেন। ওঁদের চিন্তাভারাক্রান্ত বদন ও আরক্ত-নয়ন আমার কথার সত্যতার সাক্ষী। সুতরাং আজ অন্য সমস্ত রাজ-কার্য্য স্থগিত রেখে, মহারাজ শুধু সেই ব্রাহ্মণের বিচার ক'রে বিশ্রাম ক'রবেন, এই তাঁর ইচ্ছা।

১ম সভ্যঃ। মন্ত্রী মহাশয়, মহারাজ যদি সত্যই অসুস্থ বোধ ক'রে থাকেন, তবে তাঁর আজ কোনরূপ কার্য্য না করাই যুক্তিযুক্ত। বিশেষতঃ এই অদ্ভুত অলৌকিক ব্যাপারের সুবিচার, সু-মীমাংসার জন্য মস্তিষ্কের স্থিরতা ও চিত্তের প্রফুল্লতা একান্ত প্রয়োজন।

ইন্দ্র। সভ্য-মহোদয়! আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বল্‌ছি, যে প্রকৃত পক্ষে আমি এ বিষয়ের জন্য কিছুমাত্র অস্থির বা বিমর্ষ নই। তবে মহারাণী সেই ব্রাহ্মণের অলৌকিক বর্ণনায় বিশেষরূপ চঞ্চলা হ'য়েছেন। উনি সমস্ত রাত্রি কেবল সেই কথাই ক'য়েছেন এবং সময়ে সময়ে বিশেষ আতঙ্কে জ্ঞানহারা হ'য়ে উঠেছেন। তাই আমার ইচ্ছা, সে বিষয়ের আজই মীমাংসা হ'য়ে যাক্। মহারাণীর চিত্তের স্থিরতার জন্য, সে ব্রাহ্মণ, "যাদুকর" কি না—অগ্রে তার প্রমাণ গ্রহণ প্রয়োজন!

১ম সভ্যঃ। উত্তম! তবে ব্রাহ্মণকে সভায় আনা হোক্।

বিদ্যাপতির প্রহরী বেষ্টিত হইয়া প্রবেশ।

গুণ্ডিচা। একি দিব্য জ্যোতি! কি তেজঃপুঞ্জ মূরতি! কি শান্ত স্নিগ্ধ, ধীর গম্ভীর বদন! কি তীক্ষ্ণ সতেজ দীপ্ত চক্ষু! আমায় যেন আকর্ষণ ক'রে কোথায় নিয়ে যেতে চায়। ওঃ, কি ভীষণ আকর্ষণ! (আসন ছাড়িয়া অগ্রসর)

ইন্দ্র। ইন্দ্রজাল! ইন্দ্রজাল! নিশ্চয় এ ইন্দ্রজাল! ব্রাহ্মণ যাদুমন্ত্রে রাজ্ঞীকে মুগ্ধ করেছে। মন্ত্রী, সভাসদ্‌গণ, দেখ সহসা রাণীর কি পরিবর্ত্তন হলো। গলিতকেশা, স্খলিতবেশা মহিষী আসন ত্যাগ ক'রে ব্রাহ্মণনন্দনের নিকট গমনে উদ্যতা। এ দুর্জ্জন তাঁকে এতই উন্মত্তা করেছে। ওঃ! হত্যা—হত্যা। যাদুকরকে হত্যা কর। বিচারের প্রয়োজন নাই; বিচারে আমার আকিঞ্চন নাই। দুষ্টজনকে শাসন করতে রাজার কঠোর হস্ত প্রয়োজন।

মন্ত্রী। মহারাজ! অধীনের নিবেদন—আপনি কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ করুন। মহারাণী বিমনা—চঞ্চলা হয়েছেন সত্য; কিন্তু আপনাকেও বেশ ধীর ও স্থিরমনা ব'লে বোধ হয় না। বিচার কর্ত্তে ব'সে এত উতলা, এত উন্মনা হ'য়ে হঠাৎ কিছু একটা ক'রে ফেল্লে—হয়ত বিচার-আসনের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হ'তে পারে। তাই—মহারাজের স্থৈর্য্য ও নিরপেক্ষতা যতক্ষণ না ফিরে আসে, ততক্ষণ এ বিপ্রের বিচার স্থগিত থাকাই শ্রেয়ঃ।

ইন্দ্র। আমার নিরপেক্ষতায় সন্দেহ করবার কি কারণ আছে মন্ত্রী মহাশয়? এ ব্রাহ্মণ হত্যাকারী। প্রকাশ্য রাজপথে, দিবালোকে, সহস্র লোক-লোচনের সম্মুখে এ ব্যক্তি বহু নিরীহ নারীর প্রাণ সংহার ক'রেছে। সুতরাং এর বিরুদ্ধে প্রাণদণ্ড কিছুতেই অবিচার বা পক্ষপাতিত্ব-দোষ-দুষ্ট আজ্ঞা বলা যায় না।

মন্ত্রী। আরও অদ্ভুত কথা মহারাজ! এই ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যতদূর আমাদের জানা আছে, তাতে একে কোন দিন দুষ্ট, দুর্জ্জন বা নীচ হত্যাকারী ব'লে বিশ্বাস হয় না। "প্রকাশ্য রাজপথে, দিবালোকে, সহস্র লোক-লোচনের সম্মুখে" এ যদি একাধিক অবলা রমণীকে বধ ক'রে থাকে,—তা হ'লে বুঝা উচিৎ যে হয় এর মস্তিষ্ক সুস্থ নয়—অথবা এ ব্যক্তি এমন কোন আকস্মিক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হয়েছিল, যার জন্য এ হতভাগ্য নারী-হত্যা কর্ত্তে বাধ্য হয়েছিল। এখন মহারাজ, এই দুই অবস্থার যে কোনটীকে সত্য ব'লে মেনে নিলে আমরা এই ব্রাহ্মণকে হত্যাকারী ব'লে নির্দ্দেশ করতে পারি না। কেন না, রাজার বিধানে উন্মাদনা বা আকস্মিক উত্তেজনার বশে হত্যা করা, মহাপরাধ ব'লে গণ্য হয় না। সুতরাং এ ব্যক্তি নারীঘাতী হ'লেও হত্যাকারীর দণ্ডে দণ্ডিত হ'তে পারে না।

২য় সভাঃ। মন্ত্রী মহাশয় যথার্থই বলেছেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কখনই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হ'তে পারে না মহারাজ!

মন্ত্রী। মহীপাল, এরূপ অবস্থায় যদি এই ব্যক্তির উপর কোন দণ্ড দিতেই হয়, তবে একে নির্ব্বাসনের অধিক কিছু দেওয়া যায় না। যদি মহারাজ বিচারের নামে, অবিচারের প্রশ্রয় দিতে না চান, তা হ'লে আমার মতে, এ ব্যক্তি এ রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত হোক্। আর এ হতভাগ্য ব্রাহ্মণের রক্তপাতে বধ্যভূমি রঞ্জিত হ'য়ে কাজ নাই।

সভাঃ গণ। উত্তম ব্যবস্থা! মন্ত্রী মহাশয় যথার্থ ব্যবস্থাই করেছেন। সাধু মন্ত্রীবর।

ইন্দ্র। ভাল। যদি নির্ব্বাসনই এই হতভাগ্য ব্রাহ্মণের যোগ্য দণ্ড

ব'লে বিবেচিত হয়, তা হ'লে আমি একে সেই দণ্ডেই দণ্ডিত করলুম। হতভাগ্য যুবক, তুমি সত্বর এ রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত হও। আমার শান্তিময় রাজ্যে আবার শান্তি ফিরে আসুক।

বিদ্যা। মহারাজ, দীন প্রজার প্রতি আপনার যে কোন বিধান সসম্ভ্রমে পালিত হ'তে বাধ্য। সুতরাং আমি আপনার প্রদত্ত নির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ করলুম। কিন্তু মহারাজ, দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কুমারের এই প্রার্থনা—আমার এই জন্মভূমি হ'তে—আমার পিতৃ-পিতামহের পূতঃ পদরজস্পৃষ্ট এই রাজ্য হ'তে আমায় বহিষ্কৃত ক'রে না দিয়ে, যদি এইখানেই আমার মৃত্যুর ব্যবস্থা করতেন, তা হ'লে আমি হাসি মুখে সে দণ্ড গ্রহণ করতে পারতাম। তাই আমার বিষয় যদি পুনর্ব্বিচারের কষ্ট স্বীকার করেন—

ইন্দ্র। যুবক, এ রাজসভা; হেথায় বিচার হয় সূক্ষ্মভাবে—সনাতন নীতি অনুসারে। এখানে অনুনয় বা অনুরোধ রক্ষা পায় না।

গুণ্ডিচা। না, মহারাজ না। এ কথা সত্য নয়। বিচার কি শুধু কঠোর কুঠার উত্তোলনের নামান্তর? যে বিচারে দয়া নাই, স্নেহ নাই, ভাবের অভিব্যক্তি নাই—সে বিচার নয় মহারাজ, অবিচার। যে বিচারের লক্ষ্য কেবল অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া,—সে বিচার ধ্বংস হ'য়ে যাবে! সেই বিচারই জগতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হবে, যার উদ্দেশ্য পাপীকে সংশোধন করা, ভ্রান্তকে সুপথ দেখান, অত্যাচারীকে নয়—অত্যাচারকে সংসার হ'তে বিদূরিত করা। তাই আমার নিবেদন, আপনি এই দ্বিজের আবেদনে কিছু কর্ণপাত করুন। এ ব্রাহ্মণনন্দনের অন্য কিছু না থাক, হৃদয় আছে মহারাজ।

ইন্দ্র। চিন্তার কথা মহিষী। মন্ত্রী মহাশয়ের কি মত ?

মন্ত্রী। মহারাণীর কথা সারবান্ মহারাজ ! ব্রাহ্মণকুমারের নির্ব্বাসনের কথা, আর একবার বিবেচনা করলে মন্দ হয় না।

ইন্দ্র। ভাল। মন্ত্রী মহাশয়, সভাস্থ সকলে, এক বিচিত্র ব্যাপার—অলৌকিক ঘটনার কথা শুনুন। কাল অপ্রত্যাশিত ভাবে ভগবানের দোল-যাত্রার উৎসব পণ্ড হ'লে পর, সকলেই চিন্তিত ও চঞ্চল হ'য়ে পড়েন। তারপর এই ব্রাহ্মণকুমারের অকস্মাৎ আমাদের সম্মুখে আবির্ভাব ও এক অলৌকিক বৃত্তান্ত বর্ণনা শ্রবণে মহারাণী গুণ্ডিচা বিশেষ ভাবেই উন্মনা হন। আপনারা সকলেই লক্ষ্য করেছেন উনি আজও কি ভয়ঙ্কর চঞ্চলা। কিন্তু কাল নিশা উনি এত উদ্বেগ—এত চিত্তবিক্ষেপে কাটিয়েছেন, যে আমি তাই দেখে অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়েছিলাম। মধ্যরাত্রে উনি কি এক দুঃস্বপ্ন দেখে অচৈতন্যা হ'য়ে ভূপতিতা হন। তখন পার্শ্বচারিণীগণ, সেবিকাগণ সকলেই সুসুপ্তির অঙ্কে শায়িতা। আমি মহারাণীর সেই অবস্থা দেখে সভীত অন্তরে সর্ব্ব মঙ্গলময় নারায়ণের স্মরণ কর্ত্তে থাকি। তাঁর ধ্যানে, তাঁর চিন্তায়, তাঁর আরাধনায় কিছুকাল অতীত হ'লে পর, আমি যেন দেখ্‌লাম—দেবর্ষি নারদ আমার সম্মুখে আবির্ভূত হ'য়ে বল্‌ছেন—"নীলাচলে ভগবান্ নীলমাধবরূপে গুপ্তভাবে আছেন ! রাজন ! তুমি তাঁকে লাভ ক'রে জগতে তাঁর মহিমা প্রকাশিত কর—তোমার সর্ব্ব সন্তাপ, সর্ব্ব গ্লানি দূর হবে—জগতে শান্তি স্থাপিত হবে।" এই ব'লে দেবর্ষি অন্তর্হিত হলেন। আমার দেহ পুলকে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌লো। আমি চমক ভেঙ্গে দেখি মহারাণী তখনও মূর্চ্ছিতা হয়েই আছেন।

সকলে। আশ্চর্য্য ব্যাপার! অদ্ভুত ঘটনা।

ইন্দ্র। ব্রাহ্মণকুমার, আমি তোমার দণ্ড সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা ক'রে বলছি—যদি তুমি নীলাচল হ'তে সেই নীলমাধব মূর্ত্তি আবিষ্কার ক'রে আনতে পার, তা হ'লে আবার এই রাজ্যে—এই তোমার জন্মভূমিতে—তোমার পিতৃ পিতামহের দেশে তোমার স্থান হবে। না—না—দ্বিজনন্দন, তোমার স্থান হবে তা হ'লে আমার সিংহাসনের উপরে—আমার হৃদয়ের পরতে পরতে।

সহসা জগা পাগলার প্রবেশ ও গীত।

লুম্ ঝিঁঝিট—একতালা।

ঐ তার ডাক শোনা যায়—"আয় আয়!"
সকল জ্বালা সকল মলা ধুয়ে নিতে তার করুণায়॥
কত আদরে সে ডাকে রে তোরে
ওরে তাপিত, ব্যথিত, পতিত রে
কেন বধির হ'য়ে আছিস্ প'ড়ে, নিয়ে নিজের ক্ষুদ্রতায়॥
সে যে জগৎ জুড়ে পেতেছে মেলা,
সবাই যে রে অধিকারী খেলতে সেথা খেলা,
তুই খেলবি যদি জন্ম বধির, আয় ছুটে আয় এই বেলা,
(দেখ) তার খেলার মেলায় যোগ দিতে জীব জড় সবে ধায়॥

ইন্দ্র। এস, এস যজ্ঞেশ্বর। আমার মহাযজ্ঞের সঙ্কল্প মাত্রে তোমার উদয়, আমার আশা পূর্ণের সূচনা করছে। আনন্দিত অন্তর আজ তোমায় বুকে নিতে ব্যগ্র বন্ধু!

জগা। ওরে বাবা! জগা হ'লো যজ্ঞেশ্বর। দেমো হ'লো দামোদর। হলা হ'লো হলধর। কালে কালে হচ্ছে কত—দেখে লাগে

থতমত। পালা—পালা জগা, পালা। ধরবে—ধরবে এখুনি ধরবে—পালা।

গীত

সিন্ধুড়া মিশ্র—একতালা।

পালা—পালা—ওরে ক্ষেপা, থাকিস্ নি আর হেথা !
এরা মুচ্‌ড়ে দিয়ে লেজটা রে তোর ঘিগ্‌ড়ে দেবে মাথা ॥
এদের বিদ্যে আছে, বুদ্ধি আছে,
এগোয় কেবা এদের কাছে,
এরা কইতে জানে অনেক রকম মিষ্টি মিষ্টি কথা ॥
কেন সে সব কথায় অহঙ্কারে,
ফেটে মরবি একেবারে ;
তার চেয়ে চল সেইখানেতে সে জন আছে যেথা ॥

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। আনন্দময় পুরুষ ! সদা মুক্ত, সদানন্দ ! দর্শনে পাপ ক্ষয় হয়। এখন ব্রাহ্মণকুমার, তুমি বোধ হয়, আমার পরিবর্ত্তিত আদেশ পালন কর্ত্তে অসম্মত নও।

বিদ্যা। না মহারাজ, নয়। আপনার আদেশ এখন আর আমার নিকট দণ্ড ব'লে বোধ হচ্ছে না। এ যেন বহু মানে সম্মানিত ক'রে, আপনি আমায় পাঠাচ্ছেন সেই বস্তুর আবিষ্কারে, যা সকল রোগের মহৌষধ—সকল শোকের সান্ত্বনা—সকল দুঃখের অবসান। যাঁর নাম ক'রে তৃপ্তি—চিন্তা ক'রে আনন্দ—দর্শন ক'রে মোক্ষ। যাই মহারাজ ! আর বিলম্ব ক'রে অযথা সময় ক্ষেপের আবশ্যক নাই। মহারাজ ! রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত হ'লেও, এই সূত্রে গুচ্ছের বলে বলীয়ান্ এই অপরাধী আপনাকে

আশীর্ব্বাদ ক'রে নিজের মঙ্গল কামনা করছে,—আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হোক্—আপনার বাসনা পূর্ণ হোক্—আপনার কামনা ফলবতী হোক্। আমি মহারাজ! রাজরাণী জননী—জগদম্বার অংশরূপিণী তুমি। আশীর্ব্বাদ কর মা, যেন আমি জয় যুক্ত হই। যেন আমার জীবনান্তের পূর্ব্বে তোমার কোলে আশ্রয় পাই।

গুণ্ডিচা। বৎস, তুমি জয়ী হও। আমার মাতৃ-হৃদয় বিশ্বের সকল জননীর কণ্ঠের প্রতিধ্বনি ক'রে বলছে—তুমি জয়ী হবে—তুমি জয়ী হবে।

বিদ্যা। তবে আসি মা।

গুণ্ডিচা। যাবার আগে বৎস, তোমার নামটী জানবার অধিকার কি তোমার জননী পাবে?

বিদ্যা। আমার নাম মা, বিদ্যাপতি।

গুণ্ডিচা। যাও পুত্র বিদ্যাপতি! ভূপতির তুমি মুখ রক্ষা কর। শ্রীপতি তোমার সহায় হোন।

সকলে। শ্রীহরি! শ্রীহরি!

বন্দিগণের গীত।

নট্ মিশ্র—ঝাঁপতাল।

এস শ্রীধর ভূধর-ধর অধরে মুরলীধারী।
গোপীকেশ গোলোকেশ হৃষিকেশ হৃদ্-বিহারী॥
এস দর্পী-দর্প-মর্দ্দন		যদুপতি জনার্দ্দন
জগদানন্দ-বর্দ্ধন বৃন্দাবিপিনচারী॥
এস লীলাময় রসিক প্রবর		স্মর-মোহন শ্যাম নটবর
নব জলধর জিনি' কলেবর ভূ-ভার-হরণকারী॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সমুদ্রতীর।

লীলাধর ও বলভদ্রা।

বল। এই জায়গা তোমার শেষে এত ভাল লাগলো? সমুদ্রের নোনা হাওয়া কি দ্বারকায় বইত না? তার জন্য এত কষ্ট স্বীকার ক'রে এখানে আসার দরকার কি ছিল?

লীলা। আমি কি নিজের দরকারে কিছু করি বোন! পরের জন্যই যে আমার সব। দ্বারকা ছেড়ে এখানে এসেছি ঠিক সেই প্রয়োজনে, যে জন্য বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় গেছলুম—আবার মথুরা ছেড়ে গেছলুম দ্বারকায়।

বল। ওঃ—ভক্তের জন্য? ভক্তাধীন ভগবান, তোমার ও ভণ্ডামীটুকু রাখ ত'? ভক্ত! কে যে তোমার ভক্ত, আর কে যে নয়, সেইটা একবার আমায় বুঝিয়ে দিতে পার? প্রহ্লাদ বল্লে "হরি হরি" সে হলো ভক্ত। হিরণ্যকশিপু বল্লে—"মিথ্যা কথা, হরি নেই"। সে পেলে তোমার কোলে স্থান। পাণ্ডবদের নাকি খুব ভক্তির জোর ছিল—তাই তুমি "পাণ্ডব-সখা" ব'লে পরিচয় দিতে গর্ব্ব বোধ করতে। কিন্তু সেই পাণ্ডবদিগে—সেই তোমার সখা ধনঞ্জয়কে—তোমার এই পদাশ্রিতা বোন্‌কে—কেন অভিমন্যুর দারুণ শোকে জর্জ্জরিত করলে দয়াময়? ভক্ত! ও সব ছেঁদো কথা রেখে দাও দাদা!

লীলা। ছেঁদো কথাই বটে। ভক্ত আর অভক্ত—আত্ম আর পর—এ সব আমি বলি না। আমি বলি "লীলা"! আমার লীলার জন্য যে ভাবে যার থাকার প্রয়োজন, সে সেই ভাবে থাকে। আমি শুধু তাদের নিয়ে একটু খেলা করি। খেলা সাঙ্গ হ'লে—আমার সামগ্রী আমি কোলে ডেকে নিই। এখানে যে এসেছি, এ-ও সেই লীলার—সেই খেলার তরে। বলে—"ভক্ত"! ধেৎ, ভক্তই কি, অভক্তই কি—সবই ত আমি—

গীত।

সিন্ধু খাম্বাজ—একতালা।

আমি নিজের হাতে বাধন বেঁধে নিজের হাতে ছিঁড়ে ফেলি।
আমি আঁধার র'চে চক্ষু মুদি, আলোক জ্বেলে চোখ মেলি।
আমি নিজে গ'ড়ে পারাবার,
আপন মনে দিই সাঁতার ;
আমি যুদ্ধ বাধাই শঙ্খ নাদে, বংশী রবে করি কেলি॥
যেথায় যত আছে প্রকাশ,
আমার নানা ভাবের বিকাশ ;
আমি সৃষ্টি ক'রে খেলার মেলা, আপন ভাবে খেলা খেলি॥

বল। এবার এখানে কি খেলা খেলবে? প্রেমের ফাঁদ, না রণ নাদ? কোন্‌টী সাধ কালাচাঁদ?

লীলা। খেলার কি কিছু ঠিক থাকে দিদি? জল যে দিকে যায়, সেই দিকেই গড়াতে হয়। লীলার স্রোত কোন দিকে বইবে, তা ত' আগে থেকে জানা থাকে না। যেমন পড়্‌তা পড়ে,

তেমনি খেলতে হয়। (সহসা) ঐরে টনক্ নড়েছে—ডাক পড়েছে। তুমি এখানে একটু দাঁড়াও বোন। আমি একবার চট্ ক'রে আস্‌ছি।

বল। কি হ'লো আবার ?

লীলা। বলছি না টনক্ নড়েছে—ডাক পড়েছে, যাই, একজন ডাকছে—তাকে একবার দেখা দিয়ে আসি। তার সঙ্গের খেলাই এখানের বড় খেলা। [প্রস্থান।

বল। বলিহারি! তোমার রঙ্গ তুমিই জান দাদা! এত চঞ্চল—এত চপল, অথচ এত স্থির, ধীর তুমি যে কেমন ক'রে হও, সেইটে বুঝি না ব'লেই যত ধোঁকা লাগে। তুমি আমার মান বাড়িয়েছ "বোন" ব'লে। সেই বোন হওয়ার আনন্দে আমার প্রাণে সময় সময় গর্ব্ব যে জাগে না, তা নয়। বরং বোধ হয় নিজেকে তোমার ভগ্নী ভেবে সময় সময় অহঙ্কার ক'রে বসি দর্পহারি! আজ তুমি তাই কি আমার সে দর্প ভেঙ্গে দিতে এই প্রসঙ্গের অবতারণা ক'রে গেলে! তাই কি আমায় বুঝিয়ে গেলে—কেউ নেই, কিছু নেই—সব মিথ্যা, সব ফাঁকা! আছ শুধু লীলাধর, তুমি একা—একেশ্বর! তোমার লীলার অংশী গ'ড়ে তুমি নিজেকেই নানা মূর্ত্তিতে বিকাশ ক'রে চিরদিন খেলে বেড়াচ্ছ। ধন্য—ধন্য তুমি দয়াময়। মনের অহঙ্কার, মাৎসর্য্য—মধ্যে মধ্যে তুমি না ভেঙ্গে দিলে, আর যে আমি তোমার কাজে লাগব না। তোমার খেলায় যোগ দিতে চাইব না!

সমুদ্রের প্রবেশ।

সমুদ্র। বাঃ, কি সুন্দর ঠাম! কি সুন্দর মূর্ত্তি।

বল। কে আপনি? এ ভয়াল, ভয়ঙ্কর রূপ, এ ভীষণ আকৃতি আমি ত' কখন দেখি নি! কে আপনি?

সমুদ্র। আমি সমুদ্র। আমি ভয়াল, ভীষণ সত্য; কিন্তু এটা আমার বাহ্য আকৃতি। আমার অন্তর স্নিগ্ধ, শান্ত, শীতল! আমি চির কোমল—চির তরল। ভদ্রে, তুমি কে, জান্‌তে চাইলে আমি কি শুধু ধৃষ্টতার পরিচয় দেব?

বল। আমি বলভদ্রা!

সমুদ্র। সুন্দর নাম—মধুর নাম! তোমার অন্য পরিচয় জানবার সৌভাগ্য কি আমার হবে? শুধু নামে—শুধু নামের মাধূর্য্যে ত' নামীর সকল বিষয় জানা যায় না!

বল। (স্বগতঃ) তাই ত' কি বলি? কি পরিচয় দিই? দাদা কাছে নেই। আমার বড় ভয় হচ্ছে।

সমুদ্র। নীরব কেন সুন্দরী? তোমার কি পরিচয় দেবার বাধা আছে? তুমি কি আত্মগোপন করতে এখানে এসেছ? বল —বল যদি আত্মগোপনই তোমার ইচ্ছা হয়, আমি তোমায় এমন স্থানে লুকিয়ে রাখতে পারি, যেখানের সন্ধান করা কারো সাধ্য নয়।

বল। আমি আমার ভ্রাতার সঙ্গে সাগর তীরে বেড়াতে এসেছি। আমরা বিদেশী—অল্প দিন মাত্র এখানে এসেছি। আমার ভ্রাতা এখুনি ফিরে এলে, আমি তাঁর সঙ্গে আবাসে চ'লে যাব। আপনাকে সে জন্য ব্যস্ত হ'তে হবে না। আপনি এ স্থান হ'তে চ'লে গেলেই আমি সুখী হব!

সমুদ্র। আমি চ'লে যাব কি? আমি সমুদ্র—এই উত্তাল ফেনিল জলরাশির অধিপতি। এ সমস্ত প্রদেশই আমার অধিকারভুক্ত।

আমার ত' অন্যত্র যাবার উপায় নেই। বরাঙ্গনি, তুমি আমার সঙ্গিনী হও, আমি তোমায় বুকে নিয়ে, ঐ জল তলে, আমার প্রবাল-গঠিত, বহু লক্ষ-শত মণি-রত্ন-খচিত আবাসে লয়ে যাই।

বল। সে কি! আপনি কি বলছেন? আমি আপনার সঙ্গিনী হব কি? আপনি জানেন আমি কে?

সমুদ্র। কেমন ক'রে জানবো। তুমি ত' তোমার পরিচয় আমায় দাও নি।

বল। আমার পরিচয় জানবার—জিজ্ঞাসা করবার আপনার অধিকার কি? আপনি যদি এক অবলা, অসহায়া, কুল-ললনার প্রতি এরূপ রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করেন—তা হ'লে আমার এ স্থান ত্যাগ করাই বিধেয়। (প্রস্থান উদ্যতা)

সমুদ্র। তাও কি হয়। তুমি স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে না গেলে, আমি বলপূর্ব্বক নিতে সঙ্কোচ করব না। তুমি রমণী—দুর্ব্বলা রমণী! আর আমি বহু বলশালী সমুদ্র। আমার শক্তির নিকট তুমি কত ক্ষুদ্র তা তোমার ধারণা নেই, তাই এ কথা কইছ। সুন্দরি, আমি তোমায় দেখে মোহিত, মুগ্ধ হয়েছি। তুমি আমার প্রাণ শীতল কর,—আমার প্রস্তাবে সম্মতি দাও,—তোমার কিছুর অভাব হবে না। ধন ঐশ্বর্য্য সম্পদ, মান মর্য্যাদা সম্ভ্রম, সুখ সম্ভোগ তৃপ্তি কিছুরই অভাব থাক্‌বে না।

বল। আমার ভ্রাতার অনুগ্রহে আমার ও সকল কিছুরই অপ্রতুল নাই। আমি ধনের ভিখারী নই। আপনি আমার আশা ত্যাগ করুন—ত্যাগ করুন।

সমুদ্র। এ জীবনে নয়—এ জনমে নয়। তোমার নিমিষের দর্শনে

আমি কত চঞ্চল হ'য়েছি জান, রঙ্গিনি! আমি সমুদ্র; কত শত সুন্দরী নিত্য আমার বক্ষে অবগাহন ছলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের বিহসিত রূপ-রাশি, বিকশিত যৌবন-ভার সব আমার অঙ্গে লুটিয়ে দেয়। আমি তা দেখেও তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপ করি না। আর তুমি মাত্র আমার তটে এসেছ—সান্নিধ্যে দাঁড়িয়েছ—তাতেই আমি উন্মাদ হ'য়েছি। তোমাকে আমি এত সহজে কি ছাড়তে পারি? না তোমার আশা এক কথায় ত্যাগ করব?

বল। হায় লুব্ধ হতভাগ্য! আপনি যে কি সর্ব্বনাশকে নিমন্ত্রণ দিচ্ছেন, তা বুঝতে পারছেন না। আপনি আমায় একা দেখে—অবলা রমণী ভেবে যে কথা বলছেন—আমার ভ্রাতার কর্ণে সে সব কথা পৌছলে, তিনি আপনার দুর্গতির অবধি রাখবেন না;—এই ভেবে আপনি নিরস্ত হন। স্বেচ্ছায় নিজের অমঙ্গলকে বরণ করবেন না। আমার ভ্রাতা অলৌকিক শক্তিশালী।

সমুদ্র। সুন্দরি! আমি পুরুষ। আমি মুগ্ধ, মোহিত, উন্মত্ত হ'তে পারি,—কিন্তু আমি পুরুষ। নারীর নিকট নিজের শক্তি সামর্থ্যকে হীন প্রতিপন্ন হ'তে দিতে, আমি কিছুতেই পারব না। আমি তোমায় জানিয়ে দিতে চাই যে আমি কতদূর শক্তিমান;—আর তোমার ভ্রাতা আমার তুলনায় কি নগণ্য; ভাল, আগে আমাদের শক্তির পরীক্ষা হোক্, তারপর তুমি আমার অঙ্ক জুড়ে বসো। তোমার ভ্রাতা বোধ হয় এখনি তোমার নিকট ফিরে আসবে? তুমি ত' তার সঙ্গেই এখানে বেড়াতে এসেছ?

বল। হ্যাঁ। কিন্তু আমার ভাই বড় খেয়ালী মানুষ। হয় ত' তিনি শীঘ্র হেথায় না-ও ফিরতে পারেন।

সমুদ্র। বড় আশ্চর্য্য ত'! তোমায় এখানে একলা ফেলে রেখে, তোমার খেয়ালী ভাই কোথায় আছে—কখন ফিরবে তার কিছু ঠিক নেই; আর তুমি বার বার তার কথা ক'য়েই আস্ফালন করছ!

বল। আমার ভ্রাতার মহা গুণ যে তিনি বিপন্নের আহ্বান শুনে স্থির থাক্‌তে পারেন না। বিপদে প'ড়ে যদি কেউ তাঁকে ডাকে, তিনি যত দূরেই থাকুন না—ছুটে এসে বিপদে উদ্ধার করেন।

সমুদ্র। বটে? তবে তুমি যদি নিজেকে সত্য বিপন্ন মনে ক'রে থাকো—তা হ'লে একবার তাকে ডাকো। আমি তোমার সেই বিপন্ন-তারণ শক্তিমান ভাইকে দেখি। কেন আর অযথা কাল হরণ ক'রে, এই তপ্ত বালুর উপর কষ্ট পাও।

নীলাম্বরের প্রবেশ।

নীলা। ডাকা কি শুধু চীৎকার করলেই হয় মূর্খ? অন্তরের ডাক নীরব ভাষায় উচ্চারিত হ'লেও তার কাণে গিয়ে পঁহুছায়।

বল। দাদা! দাদা!

নীলা। ভয় কি বোন। ভয় কি তোমার! তোমার অন্তরের আহ্বান যে আমার কাণে—আমার প্রাণে প্রবেশ করেছে। তাই ত' আর স্থির থাকতে না পেরে ছুটে এসেছি বোন।

সমুদ্র। এই লাঙ্গল কাঁধে চাষা—এই তোমার ভাই? এর এত শক্তি—এত বল? তুমি এই ভায়ের সংসারে সুখ, ঐশ্বর্য্য, মান সব ধনে ধনী হ'য়ে আছ? হাসির বিষয় সন্দেহ নাই।

নীলা। হাসি? হলধারী বীর উপেক্ষার বস্তু? কৃষিজীবি জন হাসির সামগ্রী? মূঢ়, এই হলের প্রভাবেই ধরিত্রী রত্নপ্রসূ। এই কৃষকের করেই জগৎবাসীর সঞ্জীবনী-সুধা সঞ্চিত। যে ইচ্ছা করলে, সমস্ত জগৎটাকে শুকিয়ে গুঁড়িয়ে মারতে পারে, যার হাতে সমস্ত নরনারীর জীবন ধারণের উপায় নিহিত, যার কল্যাণে সমস্ত ধরণী বুভুক্ষার হাত হ'তে নিষ্কৃতি পায়, সে উপেক্ষার বস্তু নয়। বরং সে তোমার মত পর-পীড়ক, মদগর্ব্বী, দাম্ভিকের নমস্য।

সমুদ্র। বৃথা বাক্ বিতণ্ডায় কালাতিপাত করবার আমার অবসর ও অভিলাষ দুই-ই নাই। এখন হে হলায়ুধ, তুমি কি আমার শক্তির পরিচয় নিতে চাও, না বিনা বাধায় তোমার ভগ্নীকে আমার করে অর্পণ ক'রে জীবন রক্ষা করতে চাও?

নীলা। বিনা বাধায়, বিনা যুদ্ধে আমার ভগ্নীর একটী কেশ স্পর্শ করা তোমার সাধ্যের অতীত জেনো, দর্পান্ধ পাপী। আগে আমাদের উভয়ের শক্তির পরীক্ষা হোক্, তারপর তার ফলাফলের উপর তোমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে।

সমুদ্র। উত্তম আমি প্রস্তুত।　　(উভয়ের যুদ্ধ)

কি আশ্চর্য্য! কেবা এই যুবা?
মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড প্রভা বদন মণ্ডলে,
করে রণ সুনিপুণ করে।
ভীষণ ভয়াল আমি অম্বুনিধি
দম্ভ মোর চূর্ণ বুঝি হয়
আজ ইহার প্রহারে।
কি অদ্ভুত প্রয়োগ কৌশল,

তত্তোধিক বিস্ময়কর সংহার পটুতা !
ব্যর্থ হই আমি নিজে প্রতি ঘাতে ঘাতে।
(হস্ত হইতে অস্ত্র খসিয়া পড়িল)

নীলা। কি বীর? এইবার তোমার দম্ভ কোথায় থাকে? তুমি আরো আমার শক্তির পরিচয় চাও, না এইখানেই নিরস্ত হবে?

সমুদ্র। জলে মরি, অপমানে!
বালকের সন্নিধানে পরাভূত আমি!
প্রাণ ভিক্ষা ল'তে হবে মাগি
এই শিশুর নিকট।
ধিক্—ধিক্,
শতধিক্ জীবনে আমার।

নীলা। বীরপুরুষ, তুমি নিরস্ত্র ও নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়েছ; এ অবস্থায় তোমার প্রাণ সংহার করতে আমায় একটা পিপীলিকা বধের জন্য যে শ্রম স্বীকার করতে হয়, সেইটুকু করলেই যথেষ্ট হবে। কিন্তু মাৎসর্য্যের অবতার, আমি তোমার মৃত্যুর ব্যবস্থা না ক'রে, অনুতাপের ব্যবস্থা করলাম। যাও তুমি দুর্ব্বৃত্ত, নিজ কর্ম্মের অনুশোচনায় চিরদিন দগ্ধ হ'য়ে তিলে তিলে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করগে। এস বোন।

[নীলাম্বর ও বলভদ্রার প্রস্থান।

সমুদ্র। চমৎকার—আরো চমৎকার!
বধ নাহি করি এই দর্পান্ধ পামরে,
অনুতাপে দগ্ধ হ'তে দিল অবসর।
কেবা এই নারী?
কেবা এর ভ্রাতা—

ক্ষমতার নাহিক সমতা যার ?
সন্ধান করিতে হবে—
কেবা এরা সাগরের দর্পহারী,
এলো এত দিনে সাগরের তীরে ?
ধীরে, মন ধীরে।
হ'তেছে সংশয়—
হয় ত বা এই সেই জন,
যার হাতে পড়েছি বন্ধন
সেই ত্রেতা যুগে।
সন্ধান করিতে হবে—
সন্ধান করিতে হবে— [ধীরে ধীরে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজ-অন্তঃপুর।

ইন্দ্রদ্যুম্ন ও গুণ্ডিচা।

ইন্দ্র। একি অপূর্ব্ব বিধান! শত অশ্বমেধ যজ্ঞ! একটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে রাজা যুধিষ্ঠিরের মত নৃপতিকে, অধিক কি স্বয়ং শ্রীভগবান রামচন্দ্রকে পর্য্যন্ত কি দারুণ ক্লেশ স্বীকার, কত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করতে হয়েছিল—তার ইয়ত্তা নাই। আর আমার জন্য সেই মত শত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে বিধান দিলেন পণ্ডিতেরা। আমি ত' এ যজ্ঞের সমাপ্তি কল্পনায়ও আন্‌তে পারছি না; সুতরাং ফললাভের আশাও আমার সুদূর পরাহত।

গুণ্ডিচা। মহারাজ কার্য্য ভার অত্যন্ত গুরু তাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে ভার বহন তো তোমায় করতে হবে না। যাঁর কার্য্য তিনি তা সম্পন্ন করবেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠানে তুমি কেবল নিমিত্ত মাত্র। স্বয়ং শ্রীহরি এই শত অশ্বমেধ যজ্ঞের সাধন ও সমাপ্তির ভার গ্রহণ করবেন, এ বিশ্বাস আমার অন্তরে বদ্ধমূল আছে। নইলে তুমি যে আশঙ্কা করছ, আমি কি এত বালিকা, যে সে আশঙ্কা আমার মনে স্থান পায় নি?

সহসা জগা পাগলার প্রবেশ।

জগা। হ্যাঁ হে, তুমি নাকি যজ্ঞ করবে? শত অশ্বমেধ যজ্ঞ? বেশ বেশ! যজ্ঞ কর, যজ্ঞেশ্বর আপনি এসে উপস্থিত হবেন। বামুনের ছেলেটা কি ঘোরাই না ঘুরছে তাঁকে ধরবার জন্ম। এইবার, এতদিনে তোমার মন্ত্রণাদাতা জুটেছে ভাল। এখন তোমার যা লেগে পড়বার বিলম্ব, কেমন?

ইন্দ্র। ভাই জানত' আমার শক্তি কতটুকু, আমি কি ক'রে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করব! শুনেছি একটা অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে ভগবান রামচন্দ্রকে পর্য্যন্ত কি বেগই পেতে হয়েছিল।

জগা। ওরে বাপরে! সে বেগ ব'লে বেগ; একেবারে আবেগের বেটা বেগ। তা দেখ, ভগবানের চেয়ে ভক্তের শক্তি অনেক বেশী। ভগবান স্বয়ং যা করতে পারেন না—তিনি ভক্তকে দিয়ে তাই করিয়ে তাঁর মান বাড়ান। জান না—রামচন্দ্র সীতাদেবীর খোঁজ ক'রে, সারা পৃথিবী ঘুরে, শুধু কেঁদে কেঁদেই ফিরলেন; আর তাঁর সন্ধান আনলে কে? না ভক্তবীর হনুমান; জরাসন্ধের ভয়ে গিরিধারী ঠাকুরটী সমুদ্রে গিয়ে

লুকোলেন—আর সেই জরাসন্ধকে বধ করলে ভীমসেন। লীলাময়ের এই লীলাতেই জগৎ ভ'রে আছে। শুধু ভক্ত আর ভগবান।—আর কিছু নয়। ভক্তকে বাড়াবার জন্যই ভগবানের সব।

ইন্দ্র। তা হ'লে কি আমি এই বিরাট যজ্ঞের আরম্ভ করব?

জগা। আরে হ্যাঁ। যজ্ঞ করা কি জান? যোগ্য হওয়া। তাঁকে পাবার উপযুক্ত হওয়া। তা, তুমি যোগ্য না হ'লে, অযোগ্যের কাছে তিনি আসবেন কেন?

গুণ্ডিচা। এ যাগের যে বিচিত্র বিধান, তা ত' তুমি শুনেছ? কত ব্রাহ্মণ—কত ঋত্বিক—কত হবি—কত উপচার! যেন একটা উপকথার উপাখ্যান।

জগা। ঘটা চাই বই কি মা! রাজবাড়ীর যাগ—ঘটা থাক্‌বে না? যার যেমন কাঁধ সে তেমন বইবে। ম'যে আর মশাতে কি সমান ভার বইতে পারে? রাজ-রাজড়ার কাঁধ—একটু বেশী বইতেই হবে। হ্যাঁ দেখ, একটা গাভী দানের ব্যবস্থা ঐ সঙ্গে রেখো ত'! বেশ দুগ্ধবতী, সুলক্ষণা, হৃষ্টপুষ্ট গাভী—রোজ—যতদিন না তোমার যজ্ঞ সমাপ্ত হয়, ততদিন অবিরত দান ক'রো। সংখ্যার কোন নির্দ্দেশ নেই,—যত পার। তবে প্রত্যহ যেন সহস্র গাভীর কম না হয়।

ইন্দ্র। কেন?

জগা। আরে যজ্ঞ করবে ঋত্বিকরা। তুমি যে যাগ করছ, তার প্রমাণ কি? যাগ করা কি জান—জেগে থাকা, ঘুমের ঘোরে এলিয়ে না পড়া—চক্ষু বুজে অন্ধকার না দেখা। জেগে থেকো—জাগিয়ে রেখো সবাইকে।

ইন্দ্র। আমি কি তা পারব বন্ধু?

জগা। নিশ্চয় পারবে। পারতে হবে। দেখ, এমন সন্দিগ্ধ হয়ো না —নিজেকে হীন ভেবো না। নেই—নেই করলে সাপের বিষ থাকে না। ছোট ভেবে ভেবে সিংহীও শেয়াল হ'য়ে যায়। অমন ক'রো না! ভাব, আমি তাঁর দাস—তাঁর সেবক—তাঁর চাপরাস আমার বুকে, আমায় কে রোখে।

গীত।

স্বরাট মিশ্র—একতালা।

নহ ক্ষুদ্র, নহ তুচ্ছ, নও কো তুমি দীন।
তাঁর তখ্‌মা বুকে তোমার, যাঁর ইচ্ছায় রাত্রি দিন॥
বায়ুর মত মুক্ত তুমি, সূর্য্য সম দীপ্ত,
ভূধর সম অচল অটল, ঝঞ্ঝা সম দৃপ্ত,
সাগর সম গভীর তুমি, আকাশ সম সীমা হীন॥
তোমার কিসের মোহ, কি সন্দেহ, কেন ক্ষুণ্ণ মন;
চক্ষে তোমার পদ্ম-আঁখি, শীর্ষে নারায়ণ,
ভুজে রাজে চক্রপাণি, বক্ষে তোমার ভক্তাধীন;
কর্ম্মের স্রোতে যাও না ভেসে, কর্ম্মের মাঝে হ'য়ে লীন॥

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। চ'লে গেল! চকিতের মধ্যে আসে—পলকের মধ্যে চ'লে যায়। ধরা দেয় না—ধরা থাকে না। নিজের আনন্দেই নিজে মত্ত! চমৎকার! হায় মহারাণি, আমি যদি ঐ রকম মুক্ত বিহঙ্গ হ'য়ে উন্মুক্ত বাতাসে ধেয়ে যেতে পারতাম!

গুণ্ডিচা। মহারাজ, এ অবসাদ, এ বিষাদ ত্যাগ কর। আমি লক্ষ্য

ক'রেছি—তুমি মাঝে মাঝে কেমন যেন উদাস, উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে পড়'। এ তোমার যোগ্য নয় স্বামিন্! রাজ্যেশ্বর তুমি, তোমার হাতে লক্ষ লক্ষ নরনারীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, জীবন-মরণ নির্ভর ক'রছে। এমন নির্ব্বিকার উদাস ভাব তোমার শোভা পায় না।

ইন্দ্র: এই রাজ্য নিয়ে ত' পড়েছি আমি বিষম ফাঁপরে। এ যে আমার বড় কঠিন নিগড় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। নইলে মহারাণি, সেই ব্রাহ্মণ—সেই বিদ্যাপতি—সেই বাধা-বন্ধ-হীন, নির্লিপ্ত মুক্ত পুরুষ—মহানন্দে হাসি মুখে ছুটে চল্‌লো—শ্রীভগবানের সন্ধান ক'রতে,—শুধু আমার মুখের কথা শুনে। আর আমি স্বকর্ণে তাঁর আদেশ শুনেও এক পা এগোতে পারলুম না তাঁর খোঁজ ক'রতে—কেন? কিসের জন্য? এই রাজ্য—এই সম্পদ—এই বৈভবের জন্য নয় কি?

গুণ্ডিচা। তা সত্য মহারাজ। তবে শ্রীহরি আমাদের এই কাজ দিয়েছেন, কাজে কাজেই আমরা এ কত্তে বাধ্য। কিন্তু প্রভু, কি আশ্চর্য্য সে যুবক! নির্ভীক—নিঃশঙ্ক—অকুতোভয়! তোমার আদেশ শুনে মুখ খানা তার দীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লো! চোখ দু'টো জ্বলে উঠ্‌লো যেন যুগল নক্ষত্র! বুক খানা ফুলে উঠ্‌লো গর্ব্বে—হর্ষে—আনন্দে।

ইন্দ্র। আমি নিত্য তার সেই তেজ-দীপ্ত মূর্ত্তি—সে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ মুখশ্রী আমার মানস নেত্রে দেখতে পাই রাজ্ঞি!

গুণ্ডিচা। আর আমি যে প্রত্যহ তার মধু-মাখা মাতৃ সম্বোধন আমার শ্রবণযুগে শুনে বিহ্বল হই মহারাজ! আমি যেন দেখি,—সে ছুটেছে; বন, পাহাড়, নদী, সাগর সব অতিক্রম ক'রে ছুটেছে,

তোমার নির্দ্দেশ মত নীলমাধবের সন্ধান ক'রতে। আর মধ্যে মধ্যে যখন অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়ছে, তখন শুধু এক একবার আমার দিকে উদাস নয়নে চেয়ে ব'লছে—"মাগো, কত—আর কত দূর!" আমি মানস চক্ষে তাকে দেখে, আকুল হ'য়ে তার ছায়াময়ী মূর্ত্তিকে বুকে তুলে নিতে সস্নেহে হাত বাড়াই—আর অমনি পলকের মধ্যে সে কোথায় লীন হ'য়ে যায়। মহারাজ, এ আমার নিত্যকার ঘটনা। কিন্তু আজ কেন আবার তার সেই বজ্র-কঠোর বাণী—এই আমার কাণে বেজে উঠ্‌লো? "রমণী হ'তে শ্রীভগবানের দুর্দ্দশা সংঘটিত হ'য়েছে, তাঁর শ্রীঅঙ্গ বিকল হ'য়েছে।" এই বহুদিন-বিস্মৃত, নিদারুণ বাণী—আজ সহসা কেন আমার শ্রবণ পথে শত ঢক্কা নাদে ধ্বনিত হচ্ছে! ওঃ—ওঃ কি যন্ত্রণা—কি যন্ত্রণা! মহারাজ—মহারাজ, রক্ষা কর—রক্ষা কর।

ইন্দ্র। কি—কি? সহসা এমন তুমি চঞ্চল হ'য়ে উঠলে কেন প্রিয়তমে? চল, চল, বিশ্রাম ক'রবে চল।

গুণ্ডিচা। না—না মহারাজ! আমায় গোবিন্দজীর মন্দিরে নিয়ে চল। আমি সেথায়, তাঁর চরণে আমার প্রাণের বোঝা নামাব'।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সমুদ্রতীরের একাংশ।

গ্রাম্যরমণীগণের প্রবেশ ও গীত।

মিশ্র ভূপালি—তাল ফের্‌তা।

ভৌড়ি লো, চঞ্চড় চড় নৌটি।
কেত্তে বিড়ম্ব আউ করিবু এইঠী ॥
হড়দী নগাই গা-ধিয়া সারিচি,
ফুঙ্গা-পটা সব পালটী নেইচি,
আউ কঁড় এঠি বসিবা আইচি ?
ঘরর নাগিনী ননদী উছুনি ধরিব মুণ্ডর জট-টী ॥
সাগর কুলেরে বুলি বুলি
কেত্তে সামুকা নেলি তুলি,
খরা বড়ি হলা তভলা বালি—
কেমতে চলিবি ক' লো এত্তে বাট হাঁটি ॥

[প্রস্থান।

বিদ্যাপতির প্রবেশ।

বিদ্যা। কোথা নীলাচল ? কোথা নীলমাধব ?
এ যে শুধু নীল সিন্ধু করে কলরব !
বালুময় দীর্ঘ বেলা-ভূমি
রোধে পথ প্রতি পদক্ষেপে।
কোথা তুমি দয়াময়,
রয়েছ কোথায় ?

কোন গহন কাননে—কোন পর্ব্বত গুহায় !
রাখ' পায়—হও হে সদয় ;
নিজ গুণে কৃপাময়,
দরশন দাও দীন হীনে ।
নগর, প্রান্তর, অদ্রি, বিজন গহন—
বহু স্থান,—বহু স্থান করেছি ভ্রমণ
তোমার দর্শন পাব বলি।
কিন্তু বনমালি,
বিফল হ'য়েছি সর্ব্বস্থানে।
পড়েনি নয়নে
তব রম্য বাসস্থান—সে নীল অচল।
তাই প্রাণ অনুক্ষণ কাঁদে কালাচাঁদ!
হৃদিনাথ !
মন সাধ পুরিবে না মোর ?
শুধু কি স্বপন মাঝে ঘুরিবে আমার ?
তোমার ও অপরূপ রূপ
দেখে কি জগৎবাসী হবে না বিহ্বল ?
ছুটিবে না জগজ্জন
তোমার ও রূপ অনুসরি,
উন্মাদিনী গোপবালা সম প্রেমেতে বিভোর !
বল—বল ভক্তাধীন,
এ দীন কাঙ্গাল
শুধু কলঙ্কের হইবে কি ভাগী ?
নীরব ?—এখনও নীরব ?

দেবে না উত্তর ?—রবে নিরুত্তর ?
কও—কথা কও !
কাঁদে প্রাণ সতত কেশব ;
নীরব থেকোনা আর ,
হও হে মুখর,—
বল না সত্বর—
কোথা গেলে পাব দেখা তব বংশীধর !
ক্লান্ত দেহ পথ পর্য্যটনে,
ততোধিক ক্লান্ত মন বিফল প্রয়াসে।
অবসাদ—অবসাদ হৃদে দেখা দেয় কালাচাঁদ !
তুলো মুখ,—হয়ো না বিমুখ ;
দুঃখের বারিধি মাঝে
ফেলিও না মোরে গুণনিধি !

লীলাধরের প্রবেশ ও গীত।

সিন্ধু—একতালা।

তোমার লাগিয়া শ্যাম দাঁড়ায়ে রয়েছে কদম তলায়,
আমি বলিতে আসিলাম।
সে যে উদাস অথির প্রাণে
চেয়ে আছে গো পথের পানে,
তার হাতের বেণুটী হাতেই আছে ব'লছে না রাধা নাম ॥
তুমি ছুটে চল—চল ত্বরা গো,
তোমা বিনা সে যে আঁধার দেখিছে ধরা গো ;
তোমার তরে সে কাঁদিয়া আকুল, আঁখি ধারার নাই বিরাম ॥

বিদ্যা। (স্বগতঃ) কে এ গায়ক ? আমার হৃদয়-বীণার প্রতি তারে এ গানের মধুর ঝঙ্কার বেজে উঠছে ; অন্তরের অন্তঃস্থলে এ গানের সুরে কি এক মোহন তান জেগে উঠছে . প্রাণ কি এক অপূর্ব্ব উৎসাহের ছন্দে নেচে উঠছে ! কে এ গায়ক ?

লীলা। ও ঠাকুর, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কি বিড়্ বিড়্ ক'রে ব'কছ ? এখুনি সমুদ্রের জল এসে গায়ে লাগবে। দেখছ না, কি ভয়ঙ্কর ঢেউ ! আজ সমুদ্র যেন মার-মুখ হ'য়েছে।

বিদ্যা। আমি কি ব'কছি জান,—জান ?—এঁ্যা—কি নাম তোমার গায়ক ?

লীলা। লীলাধর।

বিদ্যা। সুন্দর নাম। কি ব'কছি জান লীলাধর ? আমি এক অতি গুপ্ত—অতি দুর্ল্লভ বস্তুর সন্ধান ক'রতে বহু দূর হ'তে এখানে এসেছি। নানাস্থানে আমি সে বস্তুর অন্বেষণ ক'রেছি . কিন্তু কোথাও সফলকাম হ'তে পারি নি। আজ এখানেও আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোন সম্ভাবনা না দেখে, আমি সমুদ্র সলিলে প্রাণ বিসর্জ্জন দেবার সঙ্কল্প ক'রছিলুম। বোধ হয় তোমার আসার আর কিছু বিলম্ব হ'লে, আমি এতক্ষণ সাগরের শীতল কোলে, আমার এ নিরাশা দগ্ধ প্রাণের জ্বালা জুড়িয়ে ফেলতুম।

লীলা। না, ছিঃ ! ডুবে মরবে কেন ? মরতে কি আছে ? তুমি যে জিনিষের খোঁজ ক'রছ,—আমি একজন ভবঘুরে,—খালি গান গেয়ে, আর পরের বেগার খেটে বেড়াই—যদি বল, তো আমি তোমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে তার খোঁজ ক'রতে পারি। একলা মানুষ তুমি,—আমি সঙ্গে থাক্‌লে তবু একজন দোসর হবে তো ! কি বল ?

বিদ্যা। আমার সঙ্গে থাকবে তুমি? লীলাধর, আমার কাজ খুব কঠিন—আমার সাধনা বড় কঠোর—আমার আশা অতি উচ্চ! আমায় আমার বাঞ্ছিত বস্তুর সন্ধান কর্ত্তে, হয় ত' পৃথিবীর এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে ছুটতে হবে,—এ জগৎ হ'তে জগতান্তরে যেতে হবে। তুমি বালক, তুমি আমার সঙ্গে যাবে কি ক'রে ভাই।

লীলা। আমি তোমার কোন কাজে লাগবো না ঠাকুর? তবে আর কি হবে! আমার স্বভাব হচ্ছে, লোকের কোন কিছু কাজে সাহায্য করা। তা সে না ডাক্‌লেও নিজে সেধে গিয়ে, উপর-পড়া হ'য়ে পড়ি। ওটা কেমন আমার একটা গ্রহের ফল! তা, তুমি যখন ছেলে মানুষ ভেবে, অশক্ত ভেবে সঙ্গে নেবে না, তখন আর কি ক'রবো! যাই অন্যত্র দেখি —যদি কারো কিছু কাজ থাকে। আমি তবে দেবতা—প্রণাম!

[লীলাধরের প্রস্থান।

বিদ্যা। দেখতে দেখতে বালক কোথায় গেল? ওঃ কি প্রখর সূর্য্যের তাপ! বালুরাশির উপর মধ্যাহ্ন তপনের দীপ্ত রশ্মি প্রতিফলিত হ'য়ে—আমার দৃষ্টি রোধ ক'রছে। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। কে জানে, সে বালক কোন্ পথে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। উঃ! তপ্ত বালু আর দীপ্ত সূর্য্যরশ্মি! আমি এদের তেজ যে সহ্য ক'রতে পারছি না। তৃষ্ণা—তৃষ্ণা! দারুণ পিপাসায় আমার কণ্ঠ রোধ হ'য়ে আসছে। হস্ত পদ অবশ, আচ্ছন্ন হ'য়ে প'ড়ছে। কি করি—কি করি? আমার এ নিদারুণ তৃষ্ণা নিবারণের জন্য এক বিন্দু বারি ত' এখানে নাই। উঃ!

চক্ষে অন্ধকার প্রতিপন্ন হ'চ্ছে—চরণ আর দেহ-ভার বহনে সক্ষম নয়। হা জগদীশ! হা নীলমাধব! (মূর্চ্ছা)

প্রসাদ হস্তে বিশ্বাবসুর প্রবেশ।

বিশ্বা। রোজই কি আমায় দেরী করিয়ে দেবে? রোজ রোজ কি তোমার জন্যে আমার সব কাজ পণ্ড হবে? কোন্ ভোরে—কত রাত থাকতে বেরিয়ে—লুকিয়ে তোমার কাছে যাই। মনে করি, সকাল সকাল ফিরে এসে অন্য কাজে লাগব। তা তোমার কাছ থেকে চ'লে আসতে ত' কিছুতেই পারি না। রোজই বেলা বেড়ে যায়। আজ ত' একেবারে দুপুর হ'তে চ'লেছে। এ তোমার ভারি অন্যায়। যদি শুধু তোমার কাজেই আমায় আটকে রাখবে, তবে কেন আমাকে সংসারী ক'রেছ—সংসারে রেখেছ—সংসারের নানা কাজে, নানা চিন্তায় ডুবিয়ে দিয়েছ? শুধু তোমার কাছে যে সময়টুকু থাকি, সেইটুকু সময়ই না অন্য সব ভাবনা চিন্তা ভুলিয়ে রাখ। কিন্তু তোমার কাছ ছাড়া হ'লেই ত' আবার সেই সব চিন্তা মনের মাঝে জেগে ওঠে। একি তোমার অন্যায় আচরণ ঠাকুর? আমায় এমন ক'রে দো-টানায় ফেলে, দু-নৌকায় রেখে কত দিন চালাবে? বেলা বেড়ে গেছে বেজায়। লুকিয়ে তোমার কাছে যাই আমি—কেউ জানে না। কিন্তু এই এতটা বেলায় বাড়ী ফিরতে দেখলে, লোকের মনে একটা কিছু সন্দেহ জাগা আশ্চর্য্য নয়! তবে কি তুমি আর লুকিয়ে থাকতে চাও না? এবার কি জগন্নাথ, জগতের সমক্ষে আত্মপ্রকাশ কর্ত্তে ব্যগ্র হ'য়েছ?

লীলাধরের পুনঃ প্রবেশ।

লীলা। বুড়ো বাবা, বুড়ো বাবা, তোমার কাছে জল আছে? ঠাণ্ডা, খাবার-জল?

বিশ্বা। আছে বাবা,—আমার প্রভুর চরণামৃত।

লীলা। তুমি বুঝি এখন ঠাকুর পূজো ক'রে ফিরছ?

বিশ্বা। আমি? না—হাঁ—আমি ঠাকুর পূজো ত'—

লীলা। আমার কাছে আর লুকোচ্ছ কেন বাবা? আমি যে সব জানি। তুমি আমায় চেন না। কিন্তু তোমার মেয়ে ললিতার সঙ্গে আমার খুব ভাব। সে হয় আমার দিদি; আর আমি তার ভাই—লীলাধর।

বিশ্বা। লীলাধর! লীলাধর! হাঁ—থাক্—তুমি জলের সন্ধান ক'রছিলে কেন?

লীলা। একজনের বড্ড তেষ্টা পেয়েছে—জল জল ক'রে ছট্‌ফট্‌ ক'রছিল—কিছুক্ষণ হ'লো মূর্চ্ছা গেছে। তাকে খাওয়াবার জন্যই জল খুঁজছিলুন।

বিশ্বা। বটে, বটে? ঐ বুঝি সেই লোক, গরম বালির উপর অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে আছে?

লীলা। হাঁ বাবা, হাঁ। ঐ লোক বটে। বামুন,—বড় শুদ্ধাচারী; আর বোধ হয় একটু ক্ষেপাটে! তা তুমি বাবা, ওর মুখে একটু জল দাও—আমি গাঁ থেকে দু'চার জন লোক ডেকে আনি। যদি সত্যি ওর জ্ঞান না ফেরে, তা হ'লে ওকে তুলে নিয়ে যেতে হবে ত'?

[লীলাধরের প্রস্থান।

বিশ্বা। ঠাকুর,—ঠাকুর!

বিদ্যা। কে?—কে তুমি আমার ধ্যান ভেঙ্গে দিয়ে, আমার প্রাণের নিধি প্রাণ হ'তে হ'রে নিলে? তুমি? শবর—শবর! তুমি? তুমি আমার এই সর্ব্বনাশ ক'রলে?

বিশ্বা। সে কি ঠাকুর, আমি তোমার সর্ব্বনাশ ক'রলুম কি? আমি ত' তোমার কোন অন্যায়—কোন অনিষ্ট করি নি। এই সাগর তীরে—এই গরম বালির উপর তুমি মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছিলে; আমি মাত্র তোমার চৈতন্য ফিরিয়ে এনেছি।

বিদ্যা। চেতন অচেতনের মিলন-কারণ, অখিল চৈতন্যের চিন্ময় সত্তাকে বুকে ধ'রে, আমি বিভোর ছিলুম। তুমি কেন আমার সে ঘোর ভেঙ্গে দিলে—কেন আমার হৃদয়ের আলো নিভিয়ে দিলে বৃদ্ধ?

বিশ্বা। ঠাকুর বড় ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমচ্ছিলে বটে। তা আমি অত বুঝি নি। বড্ড রোদের তাত লাগছিল, তাই তোমায় জাগিয়ে দিয়েছি। তোমার মুখ দেখে বোধ হচ্ছে—তুমি বড় বেশী রকম ক্লান্ত হ'য়েছ। তা ঠাকুর, আমার এই ভাঁড়ে ঠাণ্ডা জল আছে, সঙ্গে কিছু ফল মূল আছে; যদি ইচ্ছা কর ত' তাই দিয়ে তোমার ক্ষুৎ-পিপাসা নিবারণ কর্ত্তে পার।

বিদ্যা। বৃদ্ধ, আমি ক্ষুধার্ত্ত,—দারুণ পিপাসায় আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হবার উপক্রম হ'য়েছে সত্য, কিন্তু আমি ত' তোমার ছোঁয়া ফল জল নেব' না।

বিশ্বা। কেন?

বিদ্যা। তুমি শবর—আমি ব্রাহ্মণনন্দন।

বিশ্বা। বটে? পিপাসায় কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে ছাতি ফেটে মরবে, তবু আমার দেওয়া জল নেবে না?

বিদ্যা। না বৃদ্ধ, না। সমুদ্রতীরে আমি পিপাসার্ত্ত ; কিন্তু ঐ বারিধির লবণাক্ত জল যেমন আমার গ্রহণ-যোগ্য নয়, তেম্‌নি তোমার ভাণ্ডের স্নিগ্ধ শীতল জলও আমার গ্রহণের অযোগ্য।

বিশ্বা। কিন্তু ব্রাহ্মণনন্দন, আমার সঞ্চিত বারি, শুধু জল নয়,—আমার ইষ্টদেবের চরণামৃত। তোমার জাতির গর্ব্ব—ব্রাহ্মণত্বের গর্ব্ব কি তোমায় আমার প্রভুর চরণামৃত গ্রহণেও নিবারণ ক'রবে ?

বিদ্যা। হঁ্যা বৃদ্ধ। আমার কুল মর্য্যাদা—আমার বংশাভিমান—আমার বর্ণ-গৌরব তোমার স্পৃষ্ট সকল কিছুই আমায় নিতে নিবারণ ক'রবে। তার মধ্যে শুদ্ধাশুদ্ধ ভেদ নাই,—অকিঞ্চিৎকর মহামূল্য বিচার নাই,—চন্দন ও পঙ্ক একইরূপে পরিহার্য্য।

বিশ্বা। আমার দেওয়া সামগ্রী—সে যত সামান্য, যত অকিঞ্চিৎকর হোক্—স্বয়ং ভগবান তা সাদরে গ্রহণ করেন ; আর জাত্যাভিমানী ব্রাহ্মণ, তুমি তা নেবে না ? আসন্ন মৃত্যু জেনেও, তুমি শ্রীভগবানের চরণামৃত অবহেলা ক'রবে ? ভাল,—চল্লুম আমি এখন তোমার কাছ থেকে। যদি বেঁচে থাক ত' আবার দেখা হবে—আর হয় ত' তখন তোমায় বুঝিয়ে দিতে পারব যে, ভক্তির নৈবেদ্য—প্রীতির অর্ঘ্য—স্নেহের উপহার—করুণার দান কারো কাছে উপেক্ষার বস্তু নয়। সেথায় ব্রাহ্মণ-শবর প্রভেদ নাই,—রাজা-প্রজা ভেদ নাই,—পণ্ডিত-মূর্খের তারতম্য নাই,—স্ত্রী-পুরুষ বিচার নাই। রইলো ব্রাহ্মণ, তোমার নিকট আমার প্রভুর চরণামৃত ও মহাপ্রসাদ। হয় ত' তোমার এ মহান্ধতা কিছু পরে অপসৃত হবে,—হয় ত' তোমার জ্ঞান-চক্ষু কিছু পরে ফুটে উঠবে। তখন তোমার জীবনকে

আসন্ন মরণের কবল হ'তে রক্ষা ক'রতে, এইগুলিই হবে রক্ষাকবচ।

[প্রসাদ রাখিয়া বিশ্বাবসুর প্রস্থান।

বিদ্যা। নীচ শবরের স্পর্দ্ধা অসহ্য। অস্পৃশ্য অন্ত্যজ আজ ব্রাহ্মণকে উপদেশ দেয়; আর তুমি ব্রাহ্মণগতপ্রাণ নারায়ণ, সেই ঔদ্ধত্য স্থির হ'য়ে সহ্য ক'রছ? চমৎকার! এ কি, দিব্যদেহধারী একদল পুরুষ এদিকে আসছে! এই বিজন সাগর বেলায় ওরা কোথা হ'তে আবির্ভূত হ'লো? আমারই দিকে অগ্রসর হচ্ছে, কি চায় ওরা—কি বলে—

দিব্যদেহধারী মূর্ত্তিচয়ের প্রবেশ ও গীত।

কাফি সিন্ধু—কাওয়ালী।

কৃতজ্ঞতা কেমনে জানাব দ্বিজবর।
চরণে তোমার অশেষ প্রণাম, জয় গানে ভরুক্ পৃথ্বী অম্বর॥
যে করুণা তুমি ক'রেছ দান
শকতি নাহি তা' করি ব্যাখান,
তোমার কৃপায়, হে মহাপ্রাণ, মোরা ধরেছি এ দিব্য কলেবর॥

বিদ্যা। কি আশ্চর্য্য! এ আপনারা কি ব'লছেন? আমি আপনাদের জন্য কি ক'রেছি যে এ ভাবে আপনারা আমার প্রশংসা ক'রছেন? মহাত্মাগণ, আপনারা কোন্ মহাপুরুষ, তা ত' আমি জানি না।

দিব্যমূর্ত্তিচয়।

গীত

ছিলাম আমরা হীন পতঙ্গ পিপীলিকা,
তোমার ত্যক্ত প্রসাদের পেয়ে ক্ষুদ্র কণিকা
জনম সফল হ'য়েছে মোদের, ল'ভেছি শান্তি-সরোবর,
চলিনু এবার অমর ভুবন হেরিতে শ্যাম-নটবর॥

[দিব্যমূর্ত্তিচয়ের প্রস্থান।

বিদ্যা। এঁ্যা, কি অদ্ভুত কথা! কি রোমাঞ্চকর বর্ণনা! সাগর তীরের কীট, পতঙ্গ আমি অবহেলার বশে, দম্ভের ভরে যে মহাপ্রসাদ স্পর্শ করি নি—সেই প্রসাদের কণা মাত্র পেয়ে দিব্য শরীর ধারণ ক'রেছে? হায়! হায়! কি অমূল্য ধন—কি পরম পদার্থ—আমি স্বেচ্ছায় হারিয়েছি। কই—কই সে মহাপ্রসাদ? সেই ত্রিলোক বাঞ্ছিত সুধা—সেই সর্ব্ব দুঃখ-জ্বালা-ব্যথাহারী অমৃত কই? (পাত্র দেখিয়া) কি আশ্চর্য্য! পাত্র একেবারে শূন্য—প্রসাদের কণিকামাত্র নাই। বেলাচারী ক্ষুদ্র পিপীলিকা সব নিঃশেষ ক'রেছে। আমার অহঙ্কার—আমার দর্প চূর্ণ করবার জন্য বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নাই। কই—কোথায় আপনি শবর দেহধারী মহাপুরুষ,—কোন্ সুরলোক হ'তে, আমার অভিমান দূর ক'রে, আমার জ্ঞান-চক্ষু ফুটিয়ে দিতে এসেছিলেন? মহাত্মন্—শবররূপী মহাপুরুষ, দি'ন—দি'ন, আমায় মহাপ্রসাদ দি'ন। মূর্খ—অন্ধ—জাত্যাভিমানী আমি—হেলায় ভেলা ভাসিয়ে দিয়েছি। দি'ন দি'ন, আমায় সে প্রসাদের কণিকামাত্র দিয়ে ধন্য করুন।

[উদ্‌ভ্রান্তভাবে প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

সমুদ্রতীরের অন্যাংশ।

যমদূতগণ।

১ম দূত। হায়—হায়—হায়! কি সর্ব্বনাশ হ'লো! কি সর্ব্বনাশ হ'লো! মর্ত্তলোক থেকে আমাদের নাম এবার বুঝি উঠে যায়!

২য় দূত। এ কি রে বাবা পেসাদ! মানুষ ত' মানুষ—গরু, ছাগল, পশু, পক্ষী, পোকা, মাকড়—যে খাবে সেই একেবারে চতুর্ভুজ!

৩য় দূত। আমরা আর তবে এই সব ভূতের বোঝা ব'য়ে মরি কেন? ধর্ম্মরাজের দু'টো কাজই না যদি কত্তে পারবো, তবে কেন মিছি মিছি ধরায় থেকে লোকের চক্ষুঃশূল হই? তার চেয়ে চল—এই সব ডাণ্ডা সোঁটা জলে ভাসিয়ে দিয়ে, বাপের সুপুত্তুর হ'য়ে সব ঘরে ফিরে যাই।

গীত।

মঙ্গল বিভাষ—একতালা।

আর আমাদের কাজের রইল কি!
চল ডাণ্ডা সোঁটা সাগর জলে সব ভাসিয়ে দি!!
বাধালে মহা ফ্যাসাদ, বিদকুটে ঐ মহা পেসাদ,
হায়, আমাদের মনের সাধে কে সাধলে বাদ;
সব ডেং-ডেঙিয়ে স্বর্গে যাবে, মোদের দেখিয়ে বুড়ো আঙ্গুলটী॥
থোঁতা মুখ হ'লো ভোঁতা,
লাজের মুখ লুকাবো কোথা!
হায়, পোড়া কপালে এত কষ্ট লিখেছিল বিধাতা!
আমরা করছি মন্দ কার?
তবে এ বিচার কেন তার? ছিঃ ছিঃ ছিঃ!!

১ম দূত। ওরে কি হবে রে ?

২য় দূত। কোথা যাব রে ?

৩য় দূত। ওরে বাবা—রে !

যমের প্রবেশ।

যম। ভয় নেই—ভয় নেই ! এই যে আমি এসেছি।

সকলে। পেন্নাম হই রাজা মশায় ! (প্রণাম)

যম। বেঁচে থাক' বাপ, সবাই।

১ম দূত। বেঁচে থেকে আর লাভ কি ? যে পেসাদ বেরিয়েছে—

২য় দূত। একেবারে আমাদের হাতে পায়ে পক্ষাঘাত ধরিয়ে দেবে। যেখানের যত আট্‌খুটে, বিদ্‌কুটে—

৩য় দূত। অত্যাচারী—অনাচারী—

৪র্থ দূত। জুয়াচ্চোর—সুদখোর—

১ম দূত। শঠ—কপট—লম্পট—

২য় দূত। ষণ্ড—ভণ্ড—পাষণ্ড—

৩য় দূত। পাপী—তাপী—

৪র্থ দূত। সবাই একদম ঠেলে স্বর্গে উঠে যাবে।

১ম দূত। এক টুক্‌রো পেসাদ—বলে কনিকা মাত্র—জিভে ঠেক্‌তে না ঠেক্‌তেই অমনি জীবের উদ্ধার।

২য় দূত। আর আমরা বেঁচে থেকে কি করবো মশাই ?

৫ম দূত। (সুরে) "মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব"।

যম। এই—এই, এখন গান ! একটা—এত বড় গুরুতর বিষয়, চিন্তার বিষয় আলোচনা হ'চ্ছে—আর তুই বেটা গান ধ'রে দিলি ? ছিঃ !

৫ম দূত। গান ধর্ত্তে নেই নাকি হুজুর? আমি ত' জানতুম—সব অবস্থাতেই গান গাওয়া যায়! বাল্মিকী মুনি গোটা রামায়ণটাই গান গেয়ে রচনা করেছিলেন।

যম। বেটা তর্কবাগিশ আবার কেমন আমার মুখের ওপর চোপা ক'রছে দেখ?

১ম দূত। দোব হুজুর ওটাকে শূলে তুলে?

২য় দূত। না না; দিন মশায় বেটাকে পুড়িয়ে মারবার হুকুম।

৩য় দূত। তার চেয়ে সাঁড়াশী দিয়ে জিভ্‌টা টেনে বার ক'রে, শলাই দিয়ে চোখ ফুঁড়ে—

৪র্থ দূত। আরে, তা হ'লে যে কাণা হ'য়ে যাবে—কিছু দেখতে পাবে না। ধর্ম্ম-অবতার, আপনি ওকে গরম তেলের কড়ায় ফেলে বেশ কড়া ক'রে ভেজে আন্‌তে আদেশ দি'ন।

৫ম দূত। হুজুর, যখন এত জনের এত রকম মত; আর আপনি নিজে কোন্‌টা ক'রবেন, কোন্‌টা না ক'রবেন তাই ঠাওরাতে পাচ্ছেন না, তখন আমি বুঝেছি—মরণ আমার কপালে নেই। —(সুরে) "আমার মরা হ'লো না সখি!"

যম। এই—এই খবর্দ্দার! অমন ক'রো না বলছি। আমি এখুনি হেসে ফেলবো।

১ম দূত। ওরে বাপ্‌রে! তা হ'লে মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে! যমের মুখে হাসি!

২য় দূত। এখনি ছিষ্টি উল্টে যাবে। মড়া-কান্নার সঙ্গে যাঁর শুধু সম্পর্ক, তিনি হঠাৎ হেসে ফেল্লেই সর্ব্বনাশ!

যম। এই স্থির হও। দেখছ, কে একজন এ দিকে আসছে! শুক্‌নো মুখ, উদাস চোখ, কি অদ্ভুত মূর্ত্তি! কে ও?

১ম দূত। যখন মূর্ত্তি অদ্ভুত—আকার কিম্ভূত—তখন বোধ হয় ও কোন আবেগের বেটা ভূত।

যম। তা যাই হোক্; তোমরা একটু আড়ালে আব্‌ডালে যাও। ওকে সামান্য লোক ব'লে বোধ হচ্ছে না। আমি একা ওর সঙ্গে একটু আলাপ করি।

২য় দূত। তা যাচ্ছি। কিন্তু পেসাদের গুঁতোর কথাটা ভুলবেন না।

যম। আরে না না—তোমরা যাও।

[যমদূতগণের প্রস্থান।

ঠাট্টা মস্করা ক'রে, ছ'টো ফাস্ কথা ক'য়ে এদের ভুলিয়ে রাখতে চাইলেও সত্যি বিষয়টা বড়ই গুরুতর—তাতে আর সন্দেহ নাই। নীলমাধবের প্রসাদ যে গ্রহণ ক'রবে, সেই মুক্ত হ'য়ে বৈকুণ্ঠ যাবার অধিকারী হবে; এ বড় কম কথা নয়! আমি যমরাজ, জীবের অনুষ্ঠিত যত পাপ পুণ্যের বিচার ক'রে, আমিই তাদের জীবনান্তের পর গতির ব্যবস্থা করি। আমার অনুচরেরা পাপীকে শাস্তি দিতে যেমন মজবুৎ, তেমনি ঐ কাজে আমোদ পায় তারা বিশেষ। এখন যদি পাপী পুণ্যাত্মার বিচার না থাকে—যদি কণা মাত্র প্রসাদ খেয়েই জীব পরম গতি পায়—তা হ'লে আমি রাজত্ব ক'রবো কি নিয়ে—আর আমার ঐ সব পোষা অনুচরদেরই বা ঠাণ্ডা রাখবো কি দিয়ে?

সমুদ্রের প্রবেশ।

সমুদ্র। আমারই মত চিন্তাকুল—আমারই মত হতভাগা, কে তুমি একাকী এখানে বিচরণ ক'রছ?

যম। আমার পরিচয় জেনে আপনার লাভ ?

সমুদ্র। আমি এই প্রদেশের অধিপতি। তুমি আমার অধিকার মধ্যে এসেছ, সুতরাং তোমার পরিচয় না জেনে, আমি তোমায় এ ভাবে একাকী থাকতে দিতে প্রস্তুত নই।

যম। এ স্থান আপনার অধিকারভুক্ত ? আপনি কি—

সমুদ্র। আমি সমুদ্র। ধরণীর ত্রি-চতুর্থাংশ আমার।

যম। আর আমি ধর্ম্মরাজ যম। জগতের সমস্তটাই আমার অধিকার-ভুক্ত।

সমুদ্র। ধর্ম্মরাজ তুমি ? তুমি এত শীর্ণ, এত মলিন হ'য়ে গেছ ? আশ্চর্য্য ! তোমায় দেখে সহসা চেন্‌বার উপায় নাই।

যম। আর তুমি বন্ধু জলধি, তোমার এ দুর্দ্দশা কেন ? তোমার সে লাবণ্য, সে চাঞ্চল্য, উদ্দাম উচ্ছাস—সে অনন্ত উল্লাস কই ? তুমি কেন এত বিমর্ষ—এত ম্লান সখা ?

সমুদ্র। বন্ধু, আমি এক সুন্দরীর প্রণয়প্রার্থী হ'য়ে, তার ভ্রাতা এক বালকের হস্তে—লাঞ্ছিত—অপমানিত হ'য়েছি। তাই আমার এই দুর্দ্দশা। আমি আজ কয় দিন অবধি, অহোরাত্র সেই যুবক ও সেই সুন্দরীর অন্বেষণে ইতস্ততঃ কক্ষ ভ্রষ্ট উল্কাখণ্ডের মত ছুটে বেড়াচ্ছি। আমার আহারে রুচি নাই—শয়নে তৃপ্তি নাই—বিশ্রামে শান্তি নাই—আমি তাদের আবিষ্কারের জন্য ক্ষিপ্ত হ'য়ে বেড়াচ্ছি।

যম। সখা, তাদের কোন পরিচয় জান্‌তে পারলে, তোমার এই অকৃত্রিম সুহৃদ্, তোমার জন্য তাদের অনুসন্ধান ক'রতে পারে বোধ হয়।

সমুদ্র। সুন্দরীর নাম বলভদ্রা। রূপে যেন স্থির বিজলী—কথায়

যেন মূর্ত্তিমতী রাগিণী—মাধুর্য্যে যেন স্বর্গের সুধা। তার শ্রী—তার কান্তি—তার সৌন্দর্য্য—সবই বুঝি উপমা হীন।

যম। আর তার ভাই ?

সমুদ্র। অবসর পাই নি সখা, তার নাম জিজ্ঞাসা করবার। তবে পরিধানে তার নীলাম্বর, হস্তে তার হল, নয়নে বয়ানে প্রসন্ন মধুর হাসি। তার শক্তির তেজে সমুদ্র পরাজিত ; কিন্তু তার মাধুর্য্যের নিকট বোধ হয় সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নত শির। সখা, সখা কৃতান্ত, তুমি পারবে ? পারবে এদের সন্ধান ক'রে আমায় সুখী ক'রতে ? আমি এখন বড় উদ্‌ভ্রান্ত—বড় অন্য মন হয়েছি। লৌকিক শিষ্টাচার পর্য্যন্ত হারিয়েছি। তোমায় এতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন অভ্যর্থনা করি নি। মার্জ্জনা কর বন্ধু ! আমায় মার্জ্জনা কর। আমি ক্ষমা চাচ্ছি।

যম। কিছু করবার আবশ্যক নাই সখা। আমিও বড় বিমনা—বড় চিন্তান্বিত আছি। আমার এখন সামান্য লৌকিকতার দিকে লক্ষ্য করবার অবসর নাই।

সমুদ্র। তোমার কি জন্য এমন চিন্তা, শুনতে পারি কি বন্ধু ?

যম। তোমার তীরে নীলাচল আছে। সেখানে গোলক-পতির নীলমাধব মূর্ত্তি আছে। শবর বিশ্বাবসু সেই মূর্ত্তির পূজা করে। ঠাকুর এই শবরের পূজায় এত প্রীত যে প্রত্যহ স্বয়ং স্ব হস্তে তার নিবেদিত নৈবেদ্য গ্রহণ করেন—পরম পরিতোষের সহিত সেবা করেন। তাঁর সেই প্রসাদ—মহাপ্রসাদ নামে অভিহিত হ'য়েছে। জগতের যে কোন প্রাণী সেই প্রসাদ পাবে,—তা সে যত বড় দুষ্কৃতি-পরায়ণ, যত দূর পাতকীই হোক্—তদ্দণ্ডেই

হ'য়ে, দিব্য দেহে স্বর্গে চ'লে যাবে। এখন সখা,

আমার বিপদ বুঝ। আমি ধর্ম্মরাজ নামে জীবের পাপ পুণ্যের হিসাব রাখবো—আর সকলে আমায় অঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে, সকাে বৈকুণ্ঠবাসী হ'তে থাকবে।

সমুদ্র। তা, তুমি এর প্রতিকারের কিছু উপায় ঠিক ক'রেছ ?

যম। এতক্ষণ কিছু স্থির ক'রতে পারি নি সখা। কিন্তু তোমার দেখে আমার প্রাণে আশার সঞ্চার হচ্ছে,—উৎসাহে বুক বাঁধতে ইচ্ছা হচ্ছে।

সমুদ্র। কেন—কেন বন্ধু ?

যম। অসীম অনন্ত পারাবার, উদার হৃদয় বন্ধু আমার, তুমি যদি কৃপা ক'রে তোমার দোর্দ্দণ্ড লীলায়িত তরঙ্গ তাড়নায়, তোমার তটস্থ বালুরাশির দ্বারা সেই নীলমাধব মূর্ত্তি আবৃত কর, তা হ'লে আর সে শবর তার সন্ধান পাবে না। আর আমারও সকল চিন্তা—সকল উদ্বেগ—সকল ভাবনার অবসান হবে।

সমুদ্র। উত্তম বন্ধু! তাই ক'রবো। চলো, এ চিন্তাক্লিষ্ট জীবন বড় দুর্ব্বহ হ'য়ে উঠেছে। চলো, যদি তোমার কোন উপকারের ছলে নিজেকে কার্য্যে ব্যাপৃত রেখে, এ বিষম চিন্তার হাত হ'তে অব্যাহতি পাই। চলো—চলো সখা। বিলম্বে প্রয়োজন নাই; বিলম্বে মন আমার হয় ত' অন্য পথে ধাবিত হ'তে পারে।

যম। চলো বন্ধু।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বিশ্বাবসুর বাটীর অঙ্গন।

ললিতা ও সখিগণ।

১ম সখি। এতদিনে বুঝি সইয়ের দুঃখ ঘুচলো।

২য় সখি। সখির সখা এদ্দিনে বুঝি জুটলো।

৩য় সখি। বুঝি কেন? সত্যি এদ্দিনে বিয়ের ফুল ফুটলো। দেখছিস্ নি, কি রকম রং বেরংএর প্রজাপতির আমদানী হ'য়েছে। আর কত—যেন ঝাঁক্ ঝাঁক্!

ললিতা। আমার জন্যই প্রজাপতির আমদানি হ'য়েছে, সেটা কেমন ক'রে জানা গেল? আমি যদি বলি—তোর বিয়ের খবর রটাতে ওরা এসেছে!

৩য় সখি। তা হ'লে ওরা আমার গায়ে উড়ে এসে ব'সতো; হাতে, মাথায়, বুকে, গালে—সব জায়গায়। যেমন তোমার ব'সছে।

সকলে। হোঃ—হোঃ—হোঃ (সকলের হাস্য)

ললিতা। না ভাই তামাসা নয়। সত্যি আজ আমার মনটা যেন কেমন এক রকম হ'য়েছে। প্রাণ যেন আমার আকুল হ'য়ে কাকে ডাক্‌তে চাচ্ছে,—যেন আজ আমার গলা ছেড়ে ব'লতে ইচ্ছে হচ্ছে—

গীত।

হাম্বির—একতালা।

এস হে তুমি এস।

মম চিত্ত-সঞ্চিত চির-বাঞ্ছিত অন্তরতম এস॥

আমার ব্যাকুল বক্ষে এস, আমার আকুল চক্ষে এস,
আমার প্রেম-পারাবার-মন্থন-ধন ভুজ-বন্ধনে এস ॥
আমার পরম কান্তি এস, আমার চরম শান্তি এস,
আমার সরম-ভরম-ধরম-করম, মরম মাঝারে এস ॥

৩য় সখি। তবে আর কি! তোমার প্রাণ যখন আকুল হ'য়ে ডাক্‌ছে তখন এলো ব'লে—এলো ব'লে। ওমা, এ কে গো?

লীলাধরের প্রবেশ।

লীলা। আমি লীলাধর!

ললিতা। লীলাধর! ভাই—ভাই—

১ম সখি। ও কপাল! ভাই! একেবারে ভাই! আমি মনে ক'রেছিলুম "তাই"!

লীলা। কেমন দিদি, আজ এসেছি। ব'লেছিলুম—তোমার বিয়ের দিন ঠিক আসব। আজ তোমার বিয়ে হবে খবর পেয়ে, অমনি ছুটে এসেছি।

ললিতা। এরা সবাই পাগল হ'লো না কি? সকলেই ব'লছে আজ আমার বিয়ে। কিন্তু কা'র সঙ্গে যে বিয়ে হবে, বর যে কে, তার ত' কোন সংবাদটী পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি।

২য় সখি। "বর আসছে বাঘনা পাড়া। বড় বৌ গো রান্না চড়া॥"

লীলা। বর এলো ব'লে; ছুটে আসছে—খুব ছুটে। আমি দেখে এলুম। ঐ—ঐ দেখ দিদি, তোমার বাপ কাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এই দিকে আসছে। আমায় দেখলে আবার কি মনে ক'রবে,—আমি একটু গা আড়াল দিই।

[লীলাধরের প্রস্থান।

ললিতা। তেজঃপুঞ্জ শরীর কে ও ব্রাহ্মণ? ওকে দেখে আমার প্রাণ নেচে উঠছে কেন? মাথা ঐ চরণ-যুগলে লুটিয়ে পড়তে চাচ্ছে। কি এক অজ্ঞাত লজ্জায় আমার চোখ ওর দিকে চাইতে পারছে না। আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না —এখান থেকে চ'লে যেতেও প্রাণ চাচ্ছে না। একি ভাব— একি পরিবর্ত্তন।

৩য় সখি। ওলো নেকি, অত নেচে উঠছিস্ কাকে দেখে? তোর বাপের সঙ্গে যে আসছে—ও যে বামুন!

ললিতা। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ! শবর কন্যার বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত— সে ব্রাহ্মণ!

২য় সখি। কি হ'লো! ওমা, হাওয়া টাওয়া লাগলো নাকি! কি ব'ক্‌ছে লো?

ললিতা। সূর্য্যমুখী ফুল ধরায় মলিন মাটিতে ফোটে,—ছোট গাছে ছোট হ'য়ে জন্মায়,—কিন্তু তার লক্ষ্য থাকে কোথায়? কত উচ্চে? কার দিকে? ঐ—ঐ প্রচণ্ড তেজাধার, জগৎ-চক্ষু ঐ সূর্য্যের দিকে। কে ও ক্ষুদ্র ফুল-বালার ক্ষুদ্র বুকে অত উচ্চ আশা, অত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দেয়? কে তাকে সমস্ত দিবসের রৌদ্র, জ্বালা, তাপ উপেক্ষা ক'রে—তার নিজের নীচতা, দীনতা, ক্ষুদ্রতা ভুলিয়ে—ঐ বিরাট, মহান্ ভাস্কর বিকর্ত্তনের প্রণয় পিপাসা বুকে পোষণ ক'রতে শিখিয়ে দেয়?

১ম সখি। ও সখি, অত "নাগর নাগর" ক'রে ক্ষেপে উঠলে, পুরুষের কাছে দর থাকে না। ও তো সবে আসছে। ও কে, কি জন্যে আসছে, কি বিত্যান্ত আগে জানো, তারপর নাচতে হয় নেচো, ক্ষেপতে হয় ক্ষেপো।

২য় সখি। এখন চলো, আমরা বাড়ীর ভেতর যাই—পুরুষ মানুষের সামনে একটু লুকিয়ে থাকা ভাল।

৩য় সখি। এতটা বয়স পর্য্যন্ত আইবুড়ো থাক্‌লে, মানুষ একটু হেংলা হয় সত্যি।

[সকলের প্রস্থান।

বিশ্বাবসু ও বিদ্যাপতির প্রবেশ।

বিদ্যা। প্রভু,—বহু ভাগ্য ফলে আপনার পুনঃদর্শন পেয়েছি। আমি আপনার নিকট শত অপরাধে অপরাধী। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হোন্। আমায় সে দেব-দুর্ল্লভ মহাপ্রসাদ আস্বাদ করান।

বিশ্বা। শতাধিক বার তুমি ও কথা ব'লেছ ব্রাহ্মণ নন্দন। তোমার অপরাধ স্বীকার, ক্ষমা প্রার্থনা, অনুতাপ, প্রসাদ ভিক্ষা করা, সবই আমার নিকট অভিনয় ব'লে বোধ হ'চ্ছে। আমি জানি আমার প্রভুর প্রসাদ স্বর্গের সুধা হ'তে সুস্বাদু, নির্ব্বাণ মোক্ষ হ'তে জগৎ বাঞ্ছিত। কিন্তু তুমি,—মদগর্ব্বী, জাত্যাভিমানী দ্বিজসুত,—ক্ষণপূর্ব্বে যে প্রসাদ গ্রহণের জন্য অনুরুদ্ধ হ'য়েও অবহেলা ক'রেছ ; মৃত্যু আসন্ন দেখলেও যাকে স্পর্শ ক'রবে না ব'লে দম্ভ প্রকাশ ক'রেছ,—সেই তুমি, সেই আমার শবর হস্তের স্পৃষ্ট কন্দ ফল নেবার জন্য এত ব্যগ্র, এত লালায়িত কেন, এ জান্‌তে আমার বড় কৌতূহল হ'চ্ছে।

বিদ্যা। মহাত্মন্, যে মৃগ নিজ নাভিদেশে কস্তূরী বহন করে, সে জানে না যে তার দেহে সঞ্চিত ঐ পদার্থ কত শক্তিশালী—কত মহার্ঘ। শুধু সে তার সৌরভে আকুল হ'য়ে বন হ'তে বনান্তরে ছুটে বেড়ায়। কিন্তু যে ভাগ্যবান সেই কস্তূরীর গুণ

চক্ষে দেখবার অবকাশ পায়, সে বোঝে যে কি মৃত সঞ্জীবনী সুধা তার মধ্যে লুক্কায়িত আছে—যার বিন্দু মাত্র গ্রহণে মুমূর্ষুও প্রাণ ফিরে পায়। মহাশয়, আপনি আপনার প্রভুর প্রসাদের প্রতি ভক্তিপরায়ণ সত্য; কিন্তু আপনি জানেন না, যে ঐ নিবেদিত নির্ম্মাল্যে জগতের যাবতীয় প্রাণীর মুক্তির কি সহজ সুগম পন্থা নিহিত আছে। আপনি তা জানেন না, কিন্তু আমার তা জানবার—স্ব চক্ষে দেখবার সৌভাগ্য হ'য়েছে। তাই—তাই আমি এত লালায়িত হ'য়ে আপনার অনুগ্রহ ভিক্ষা ক'রছি।

বিশ্বা। বিচিত্র কথা ত'! কি দেখেছ তুমি আমার প্রভুর প্রসাদের গুণ ব্রাহ্মণ কুমার?

বিদ্যা। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! এক অলৌকিক ঘটনা! আমি যদি স্ব চক্ষে না দেখতাম,—স্বকর্ণে না শুনতাম—তা হ'লে আমি নিজেই হয় ত' সে কথায় প্রত্যয় করতাম না। মহাশয়, আপনি অনুগ্রহ ক'রে যে প্রসাদ আমার জন্য সাগর তীরে রেখে এসেছিলেন, আমি গ্রহণ না করাতে, সমুদ্র তীরস্থ পিপীলিকা, মক্ষিকা প্রভৃতি কীট পতঙ্গ নিচয় সেই প্রসাদ আহার ক'রতে থাকে,—আর—আর ব'লবো কি মহাভাগ, সেই প্রসাদের এক এক কণিকা গ্রহণ ক'রে, এক একটী নীচ ক্ষুদ্র প্রাণী দিব্য দেহ ধারণ ক'রে, বৈকুণ্ঠে যেতে থাকে। আমি তাই দেখে বিস্ময়ে বাক্‌শূন্য হ'য়ে আপনার উদ্দেশে ছুটে এসেছি।

বিশ্বা। ওঃ বুঝেছি—এতক্ষণে বুঝেছি। তুমি আমার ঠাকুরের মহা-প্রসাদের অলৌকিক শক্তি, অসাধারণ গুণ, মোক্ষ্য প্রদানের অসামান্য ক্ষমতা দেখে,—লোভী, স্বার্থপর, আত্মান্বেষী বিপ্র,

তুমি অনায়াসে সেই ত্রিলোকবাঞ্ছিত মোক্ষ্য পাবে ব'লে আমার নিকট প্রার্থী হ'য়েছ। ব্রাহ্মণ,—শ্রদ্ধায় নয়, ভক্তিতে নয়, প্রেমে নয় ;—তুমি চাও আমার প্রেমের ঠাকুরের মহাপ্রসাদ কামনার বশে, বাসনা তৃপ্তির আশে, স্বার্থ-সিদ্ধির উপাদান রূপে! যাও—যাও তুমি আমার সান্নিধ্য হ'তে। তোমার ও অপবিত্র, কামনা-পঙ্কিল মন নিয়ে, আমি নিষেধ ক'রছি—তুমি আমার পিতৃ পিতামহের পুত পদরজ স্পৃষ্ট আলয়ে প্রবেশ করো না। দূর হও! এই আমার আলয় বুঝতে পারছ না তুমি।

বিদ্যা। প্রভু—প্রভু, আর আমায় নিষেধ করবেন না, আর আমায় বিরত করবার চেষ্টা ক'রবেন না। আমি আপনার কৃপা প্রার্থী —অনুগ্রহ ভিখারী। আমায় দি'ন—দি'ন—আপনার ভাণ্ডারে সঞ্চিত সেই মহা মুল্য—সেই অমূল্য নির্ম্মাল্যের এক ক্ষুদ্র কণিকা আমায় দিয়ে ধন্য করুন। (বিশ্বাবসুকে ধরিতে উদ্যত)

বিশ্বা। (বাধা দিয়া) সাবধান! আমায় স্পর্শ করো না—আমায় ছুঁয়ো না! তোমার ও কলুষ-পঙ্কিল দেহের স্পর্শে আমার এ দেহ অপবিত্র করো না। জানো—আমার এ দেহের অভ্যন্তরস্থ হৃদ্-মন্দিরে আমার ইষ্টদেবের—আমার পরম প্রভুর বিরামকুঞ্জ —বিহার ভবন রচিত আছে।

বিদ্যা। (স্বগতঃ) নারায়ণ! নারায়ণ! একি তোমার লীলা! অস্পৃশ্য নীচ অন্ত্যজ আজ নরদেব ব্রাহ্মণকে তার অঙ্গ স্পর্শ ক'রতে নিবারণ ক'রছে। ওঃ! একি তোমার ছলনা! একি তোমার পরীক্ষা। (প্রকাশ্যে) ও, আমি বুঝেছি শবরপতি। আমি জাতীয়তার অভিমানে, বর্ণের গৌরবে আপনাকে অবহেলা, উপেক্ষা করেছিলাম, তাই আপনি এরূপ রূঢ় বাক্যে আমার

সেই আচরণের প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছেন। কিন্তু মহাশয়, আপনি ভুলে যাবেন না, যে আমি যা ক'রেছি, তার জন্য আমি নিজে দায়ী নই। কারণ ব্রাহ্মণের অন্ত্যজকে স্পর্শ ক'রতে বা তার প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ ক'রতে শাস্ত্র চিরদিন নিষেধ ক'রে এসেছে।

বিশ্বা। শাস্ত্র!—কিসের শাস্ত্র দ্বিজ নন্দন? লৌকিক শাস্ত্র? যা চির দিন ন্যায়কে, মানবতাকে, সত্যকে নীচে চেপে রেখে দিতে চায়? শাস্ত্র? কে তার রচয়িতা ব্রাহ্মণ কুমার? তোমারই মত ব্রাহ্মণ! তাই সে তোমায় নিষেধ ক'রে রেখেছে, আমার মত শবরকে স্পর্শ ক'রতে। যদি আমার মত কোন শবর, নিষাদ, কি চণ্ডাল—শাস্ত্র প্রণয়ন ক'রতো, তা হ'লে দেখতে পেতে, তার পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে অনুশাসন আছে যে আমরা বই জগতে আর কেউ বড় নয়, উচ্চ নয়, পূজ্য নয়। আমরা ভিন্ন অন্য সকলে হীন—নীচ—অন্ত্যজ।

বিদ্যা। মহাভাগ, আপনি উত্তেজিত হবেন না। ধীর ভাবে বিবেচনা ক'রে দেখুন—ব্রাহ্মণ কি জন্য জগৎ-পূজ্য। কেন ত্রিসংসার তার শীর্ণ শুষ্ক তপঃক্লিষ্ট চরণতলে সম্ভ্রমে মস্তক নত করে। সে কি তার পরার্থপরতা,—লোকহিতৈষিতা—উদারতা,—চির-নির্লোভতা,—নিত্য সন্তুষ্টতা,—সদা ভগবৎ পরায়ণতার জন্য কিছু প্রশস্য নয়?

বিশ্বা। ব্রাহ্মণ, তোমাদেরই অমোঘ বিধান সবলে অপর সকল জাতিকে ঐ সকল উচ্চ গুণ গরিমা হ'তে বঞ্চিত ক'রেছে। কেন তোমরা আমাদিগে শিক্ষা না দিয়ে, জ্ঞান না দিয়ে, আলোক না দেখিয়ে, চিরদিন অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখতে চেয়ে-

ছিলে ? কেন তোমরা শবরীর জিহ্বা কেটেছিলে—কেন শম্বুককে হত্যা করবার পরামর্শ দিয়েছিলে ? তোমাদের অপ্রতিহত প্রভাব ক্ষুণ্ণ হবে ব'লে নয় কি ? যদি স্বভাবের সহজ নিয়মকে তোমাদের গঠিত নির্ম্মম নিষ্ঠুর বিধান টুঁটি টিপে মেরে ফেলতে না চাইতো, তা হ'লে দেখতে ব্রাহ্মণ,—আমাদের মধ্য হ'তেও কোন বশিষ্ঠ তার নিজের মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও, শত-পুত্র-বিনাশকারী শত্রুর মারণ-যজ্ঞে আত্মপ্রাণ আহুতি দেবার জন্য দাঁড়াত ;—দেখতে পেতে আমাদের ভিতরই কত ভার্গব উদ্ধত ক্ষাত্র-শক্তির মূলোচ্ছেদ ক'রতে যেত ;—কত অগস্ত্য গর্ব্বিত বিন্ধ্যের গর্ব্বোন্নত শির চির নত ক'রে রাখতো ;—কত কপিল এক ক্রুদ্ধ দৃষ্টির লেলিহান তেজে দুষ্কৃতি-পরায়ণ সগর সন্তানগণকে ভস্ম স্তূপে পরিণত ক'রতো। এত কর্ত্তব্যপরায়ণতা —এত তেজস্বিতা তাদের মধ্যেও দেখতে পেতে তুমি দ্বিজ পুত্র, যে তারা হাসতে হাসতে ধূলিকণার ন্যায় সাম্রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে, শুধু জ্ঞানের চর্চ্চায়, বাণীর সাধনায়, মুষ্টি প্রমাণ তণ্ডুল আহার ক'রে, অজীন শয্যায় শয়ন ক'রে, বিজন বন মধ্যে জীবনের সমস্তটাই কাটিয়ে দিত। কিন্তু এ কথা তুমি স্থির জেনো বিপ্র, যে তোমার পিতৃপুরুষগণ কৌশলে সকল জাতির সমস্ত শক্তি আত্মসাৎ ক'রে, যে গর্ব্বে অন্ধ হ'য়ে ব'লেছিল—আমাদের কশ্যপের ঔরসে ভগবান জন্ম নিয়েছে—আমাদের সান্দীপনি মুনি জগৎপতির শিক্ষা দান ক'রেছে—আমাদের ভৃগু দর্প ভরে নিদ্রিত নারায়ণের বক্ষে পদাঘাত ক'রেছে—আমাদের মধ্যে কোন পণ্ডিত, কোন পৌরাণিক, কোন শাস্ত্রবেত্তা সে স্পর্দ্ধা, সে ঔদ্ধত্যের প্রশ্রয় দিত না।

ললিতার প্রবেশ।

ললিতা। বাবা,—বাবা, অমন উত্তেজিত হ'য়ে, অমন উন্মনা হ'য়ে এ কি ব'লছ তুমি, বাবা! স্থির হও! শান্ত হও! তোমায় ত' কোন দিন এমন চঞ্চল, এমন বিচলিত দেখি নি, বাবা!

বিশ্বা। কে ললিতা? স্নেহময়ী কন্যা আমার—সংসারের সকল অবলম্বন আমার? ব্রাহ্মণ কুমার,—ব্রাহ্মণ কুমার, তুমি না আমার প্রভুর প্রসাদ প্রার্থী? হ্যাঁ—হ্যাঁ! তুমি আমার প্রভুর প্রসাদ-প্রার্থী বটে। দেখ দ্বিজ নন্দন, আমি তোমায় সে মহাপ্রসাদ দেবো—দেবো। শুধু সে প্রসাদ নয়—তার সঙ্গে যাঁর প্রসাদ সেই পরম পুরুষ, সেই নীলমাধবের দর্শন দিয়ে দেবো—যদি তুমি ত্যাগ ক'রতে পার এক অতি সামান্য বস্তু। তা হ'লে আমি তোমায় দেখাব সেই নীলমাধব মূর্ত্তি, যা মর্ত্ত্যলোকে আমি ব্যতীত আর কেউ দেখবার ভাগ্য পায় নি—যার সন্ধান জগতে সমস্ত প্রাণীর নিকট অজ্ঞাত।

বিদ্যা। মহাত্মন্, আপনি—আপনি জানেন সেই নীলমাধবের সন্ধান—যাঁর অন্বেষণে আমি উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে এত দিন ছুটেছি? বলুন—বলুন প্রভু কি সে বস্তু, যা ত্যাগ ক'রলে আমি সেই দিব্য বস্তু—সে পরম নিধির সাক্ষাৎকার পাব। সে কার্য্য যত কঠিন, যত সাংঘাতিক হোক্—আমি স্বেচ্ছায়, সানন্দে তা অনুষ্ঠান ক'রতে পশ্চাৎপদ হব না।

বিশ্বা। ব্রাহ্মণ নন্দন, সে ত্যাগের সামগ্রী হ'চ্ছে—তোমার চিরাচরিত, চিরাভ্যস্থ, রক্ত্গত, মজ্জাগত জাত্যাভিমান। বিপ্র তনয় তুমি যদি তোমার বংশাভিমান, ব্রাহ্মণত্বের অভিমান ত্যাগ ক'রতে পার, তা হ'লে আমি তোমায় তাঁর কাছে নিয়ে যাব—যিনি

ব্রাহ্মণ চণ্ডালের বিচার করেন না,—যাঁর কৃপা ক্ষুদ্র মহৎ নির্ব্বিচারে সম ভাবে বর্ষিত হয়—যাঁর নিকট চণ্ডালের সখ্য, রাখালের উচ্ছিষ্টও উপেক্ষিত নয়। পারবে তুমি, ব্রাহ্মণ ?

বিদ্যা। পারব প্রভু। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমি আমার ব্রাহ্মণ্যের গর্ব্ব, দ্বিজত্বের অভিমান কি,—আমার এই প্রাণ পর্য্যন্ত হাসি মুখে বিসর্জ্জন দিতে পারি।

বিশ্বা। বটে—বটে! এত তুমি সিদ্ধিকামী ? এত দূর অগ্রসর হ'য়েছ ? ভাল, দেখ দ্বিজ সুত, আমরা মূর্খ, অসভ্য, বর্ব্বর শবর,—আমরা বাক্যের ছটা অধিক পছন্দ করি না। আমরা চাই কার্য্য। তুমি যদি সত্য তোমার জাত্যাভিমান ত্যাগ ক'রতে প্রস্তুত থাক, তা হ'লে এস—এই আমার কন্যার পাণি গ্রহণ কর।

বিদ্যা। এঁ্যা!

বিশ্বা। তোমার উচ্চারিত বাক্য শুধু মৌখিক আস্ফালন নয়—প্রয়োগে তার প্রমাণ দেখাও। জগৎবাসীর চক্ষে আজ তুমি প্রতিপন্ন কর, যে জগন্নাথ দর্শন করবার পূর্ব্বে সত্যই তুমি সকল অভিমান, সব অহঙ্কার, সমস্ত মালিন্য, সর্ব্ববিধ দৌর্ব্বল্য হ'তে মুক্ত হ'তে পেরেছ।

বিদ্যা। মহাভাগ, এ আপনি কি ব'লছেন ? একি সম্ভব ? একি সঙ্গত ? না—না, আমি বুঝেছি, আপনি আমায় পরীক্ষা করবার জন্য পরিহাস ক'রছেন।

বিশ্বা। কখন নয়—কিছুতেই নয়। আমি আমার প্রিয়তমা কন্যাকে যখন তোমার পাণি পাশে আবদ্ধ হবার জন্য তোমায় ব'লেছি—তখন আমার এ জ্ঞান বেশ ছিল, যে নিজ কন্যার বিবাহের কথা নিয়ে কোনরূপ পরিহাস করা পিতার কর্ত্তব্য নয়। বাক্য বীর,

আমি এখন বুঝতে পারছি—তুমি বাক্য ছটায় কার্য্য উদ্ধার হবে মনে ক'রে আস্ফালন ক'রছিলে, এখন কার্য্য কালে কর্ত্তব্যের কঠোর মূর্ত্তি দেখে পশ্চাৎপদ হ'চ্ছ। ধিক্!

ললিতা। (স্বগতঃ) এ কি আশ্চর্য্য! বাবা হঠাৎ এ কি প্রসঙ্গের অবতারণা ক'রে ব'সলো! আমি অন্তরে অন্তরে এই ব্রাহ্মণের পাণিপ্রার্থী, এ কথা বাবা কেমন ক'রে জানলে?

বিদ্যা। (স্বগতঃ) একি কঠোর পরীক্ষা! নারায়ণ, একি কঠিন সমস্যা! দয়াময় দীনবন্ধু—দীন ব্রাহ্মণের মান রাখ—লজ্জা নিবারণ কর—লজ্জা নিবারণ কর!

লীলাধরের পুনঃ প্রবেশ।

লীলা। দিদি, আমি আজ তোমার কাছ ছাড়া কিছুতেই হ'তে পারছি না। আজ বলে তোমার বিয়ে! আবার ঘুরে ঘুরে এলুম।

বিদ্যা। লীলাধর! লীলাধর! দীনবন্ধু—দীননাথ—তুমি উপায় কর—তুমি বিধান দাও। আমায় এ দারুণ সংশয় সঙ্কটে ত্রাণ কর।

লীলা। আরে ক্ষেপা ঠাকুর কি বকে শোন। আমি উপায় ক'রবো কি ঠাকুর? বিয়ে ক'রবে তুমি। আর কি উপায়। ব'লিহারী—

বিদ্যা। এ যে অন্ত্যজ শবর কন্যাকে বিবাহ লীলাধর—এ যে—

লীলা। আমার অভিমানে বাধে লীলাধর! আমার কুল শীল মান সম্ভ্রম সব যে এর বিরোধী লীলাধর! ছিঃ ঠাকুর! ভুলে গেছ'। তোমাদের কে ব্রাহ্মণই না এক দিন বলেছিল—"স্ত্রী রত্নং দুষ্কুলাদপি"। তা ছাড়া জন্ম ত' কারো হাত-ধরা নয়—জন্মটা যে দৈবাধীন। মানুষের নিজের আয়ত্ব হ'চ্ছে তার কর্ম্ম। আমার

দিদি কখনও ত' কোন কুকর্ম্ম, কার্য্যে নয়, মনেও পোষণ করে নি !

বিস্তা। কি সম্মোহিনী শক্তি এর কথায় ! কি সুন্দর যুক্তি বিন্যাস !

লীলা। তুমি ঠাকুর কি সেই গানটা শোন নি ? সেই যে—

গীত

খাম্বাজ—যৎ।

কুলে কিবা আসে যায়।
জন্ম কারো হাত ধরা নয় কর্ম্ম ভাল হওয়া চায়।
মুক্তা জন্মে শুক্তির গর্ভে, কে না তারে ধরে গর্ব্বে ?
কয়লা খনির হীরক মণি রাজার তাজে শোভা পায়।
কাঁটা বনের কেতকী ফুল গন্ধে করে প্রাণ আকুল ;
পাঁকে ফোটা পঙ্কজেতে তুষ্ট সদা দেবতায়॥

বিস্তা। যথার্থ ব'লেছ তুমি লীলাধর। বড় সত্য কথা—বড় যথার্থ কথা ব'লেছ তুমি। মহাভাগ, আজ আমার সব অভিমান, সব সংশয় অপনোদন ক'রে, এই জ্ঞানদাতা চৈতন্যদাতা বালক আমায় সত্যের সন্ধান দেখিয়েছে। এখন আপনি অনুগ্রহ ক'রে, আমায় সেই সত্য-বিগ্রহ, নিরঞ্জন—চিন্ময় মূর্ত্তি দেখাবেন চলুন। আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত। আমি আপনার কন্যার পাণি গ্রহণের জন্য এই আমার নিরভিমান, নিরহঙ্কার, আবেগ-কম্পিত হস্ত প্রসারিত ক'রলাম। দি'ন আপনি আমায় আপনার স্নেহের দান —আপনার সংসারের শেষ অবলম্বন ঐ লাবণ্যময়ী কন্যাকে।

বিশ্বা। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ, ধন্য তুমি—ধন্য তুমি। ধন্য তোমার উদারতা —ধন্য তোমার বদান্যতা। তুমি সংস্কারের কুলিশ কঠোর

নাগ-পাশ হ'তে মুক্ত হ'য়ে আজ যে মহত্ত্ব, যে উদারতার পরিচয় দিচ্ছ, তাতে আমি আশীর্ব্বাদ ক'রছি, তুমি জগন্নাথকে সত্বর তোমার অন্তরের মাঝে দেখতে পাবে—তাঁকে চক্ষের সমক্ষে সাকার দেখতে পাবে। আর তুমি প্রচার কর্ত্তে পারবে, যে ভগবানের নিকট ভক্তই সব—সর্ব্বে সর্ব্বময়। সেথায় জাত নাই, কুল নাই, মান নাই, অভিমান নাই। এই আমি পরম আনন্দ ভরে আমার আদরিণী কন্যাকে তোমার হাতে সমর্পণ ক'রে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লুম।

(ললিতাকে বিদ্যাপতির হস্তে অর্পণ। নেপথ্যে শঙ্খ ধ্বনি।)

লীলা। ঐ গো, শাঁখ বেজেছে। বাবা, তুমি একটু আড়ালে যাও। মেয়েরা বরণ ক'রে বর ক'নে ঘরে তুলুক্।

[বিশ্বাবসুর প্রস্থান।

কৈ গো সব, এস না। উলু দাও না। শুধু পোঁ পোঁ ক'রে শাঁখ ফুঁকে কি হবে? একটা গান হোক্।

সখীগণের বরণের দ্রব্যাদি লইয়া প্রবেশ ও গীত।

পিলু বাঁরোয়া—দাদ্‌রা।

ও মালতী-ফুল!

এত দিনে ভাঙ্‌লো বিধির ভুল॥

ঝাঁকে ঝাঁকে পাখ্‌না নেড়ে, প্রজাপতি আছে উড়ে,
ব'সছে তারা গায়েতে তোর—(বল্‌ছে) ফুট্‌লো বিয়ের ফুল॥
আমরা যত কুলবালা, সাজিয়ে সাধের বরণডালা,
উলু দিয়ে শাঁক ফুঁকে লো—বাধিয়ে দোব হুলুস্থূল॥

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অক্ষয়-বটবৃক্ষতলে নীলমাধব মূর্ত্তি।

পূজার সামগ্রী হস্তে বিশ্বাবসু এবং ললিতার মস্তকে ধান্যের কুনিকা রাখিয়া তাহা হইতে ধান কাটিতে কাটিতে বিদ্যাপতির প্রবেশ।

বিদ্যা। মহাশয়, কত দূর? কত পথে—কত দূরে আছে সে মাধব? একটী একটী ক'রে ধান ফেল্‌তে ফেল্‌তে এসেছি, কিন্তু এত বড় পাত্র ধান্য শূন্য হ'য়েছে। আপনার কন্যা পথ পরিশ্রমে ক্লান্ত —অবসন্ন হ'য়ে প'ড়েছে। আমি নিজেও বেশ পরিশ্রান্ত বোধ ক'রছি। আর কত দূর গেলে সে নীলমাধবের সন্দর্শন পাব?

বিশ্বা। মূর্খ, পাচ্ছ না তুমি পদ্মের গন্ধ আঘ্রাণ কর্ত্তে?—বুঝছ না, এই জলাশয়ের চিহ্নমাত্র শূন্য স্থানে পদ্মই বা কোথায় ফুটছে— আর তার এমন মনোলোভা গন্ধই বা কোথা থেকে আসছে? অন্ধ, দেখতে পাচ্ছ না তুমি, এই তোমার সম্মুখেই সেই যুগ-যুগান্ত স্থায়ী অক্ষয় বট? ওরই মূলে—ঐ ঐ আমার বহু সাধের—বহু সাধনার ধন—ঐ জগদানন্দ কন্দ—ঐ নীলমাধব আমার বিরাজ ক'চ্ছে।

বিদ্যা। ধন্য—ধন্য আমি। আজ আমি ধন্য—আমার জীবন ধন্য— জনম ধন্য। মরি, মরি কি রূপ! কি নয়ন-মন-মোহন রূপ! চক্ষু, দেখ—দেখ, তোর দেখার যত সাধ আছে সব মিটিয়ে

দেখ। হৃদয়, তোর যেখানে যতটুকু স্থান আছে, সব পূর্ণ ক'রে নে, পরিপূর্ণ ক'রে নে—ঐ ভুবন-ভোলা—সকল-ভোলা রূপের ছটায়। আমার জীবনের নিধি—আমার প্রাণের সাধনা—আমার জনমের তপস্যা, আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ-বাসনার নিদান তুমি,—তুমি এখানে—এই ভাবে আছ? আমি যে তোমায় সারা ভুবন খুঁজে বেড়াচ্ছি, ভুবনেশ্বর! আমি যে ব্যাকুল হ'য়ে আকুল আহ্বানে তোমায় ডেকে ডেকে ফিরছি জগতের দ্বারে দ্বারে, জগন্নাথ! দীন ব্রাহ্মণের কাতর রোদন কি তোমার কাণে পশে নি, প্রাণে বাজে নি? তাই কি এতদিন এমন নীরব নীথর হ'য়ে এখানে ব'সে আছ, বনমালী? আজ পেয়েছি—ধরেছি: হৃদয়ের নিধি, আজ যে তোমায় হৃদয়ের মাঝে আঁকড়ে ধ'রে রেখে দেবো। চপল—চঞ্চল—চির-অস্থির, সেই—সেই একদিন তুমি স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলে, —নিমেষের তরে দেখা! তারপর বিকলাঙ্গ দেখিয়ে নিমেষের মধ্যে অন্তর্দ্ধান হ'য়েছিলে। সেই দিন থেকে আমার কত পরিবর্ত্তন হ'য়েছে জান' তুমি, জনার্দ্দন? আমি উন্মাদ হ'য়েছি, অবহেলে নারীহত্যা ক'রেছি, মৃত্যুর দ্বারে নীত হ'য়েছি, দেশান্তরে নির্ব্বাসিত হ'য়েছি, শবরীর পাণি গ্রহণ ক'রেছি। আজ তোমায় পেয়েছি, প্রাণময়! আজ আর ছেড়ে দেবো না। না—না কিছুতেই না। এই তোমায় বুকে তুলে—

(ধরিতে উদ্যত)

বিশ্বা। (বাধা দিয়া) কি কর, কি কর তুমি, অবোধ ব্রাহ্মণ! আমার সমক্ষে তুমি আমার ঠাকুরকে তুলে কোথায় নিয়ে যেতে চাও? স্থির হও—নিরস্ত হও।

বিদ্যা। মহাত্মন্, আমার অন্তরের অন্ধকার নাশ ক'রে, জ্ঞানের অভি-মান—বর্ণের অহঙ্কার দূর ক'রে, আপনি আমার গুরুর স্থান অধিকার ক'রেছেন; নিজ কন্যা সম্প্রদান ক'রে আপনি আমার কন্যাদাতা পিতার আসন লাভ ক'রেছেন; আর আজ জগন্নাথের দর্শন করিয়ে আপনি আমার জীবন সার্থক ক'রে-ছেন। আমি আপনার শিষ্য—আপনার সন্তান। আমার চপলতা—আমার নির্ব্বুদ্ধিতা—আমার যত কিছু চাঞ্চল্য, তারল্য —সব, সব আজ আপনাকে ক্ষমা ক'রতে হবে। আপনি ক্ষমা ক'রতে বাধ্য। কেন না আমি আপনার শিষ্য—আপনার সন্তান—আপনার স্নেহের অধিকারী—আপনার মমতার পাত্র —আপনার সকল সম্পত্তির দায়াদ! আজ আমি নিয়ে যেতে চাই এই নীলমাধবকে আমার স্কন্ধে ক'রে, বক্ষে ধ'রে সেই বহু দূরস্থিত অবন্তীনগরে।

বিশ্বা। ক্ষিপ্ত হ'য়ো না দ্বিজপুত্র। শান্ত হও! প্রভুর নিত্য-পূজা সমাপ্ত হ'তে দাও। দেখছ না—এত বেলা হ'য়ে গেছে—ঠাকুর আমার এখন চন্দন মাখতে পায় নি ব'লে ঘেমে উঠেছে। দিচ্ছি—দিচ্ছি তোমায় স্নান করিয়ে, চন্দন মাখিয়ে, শীতল ক'রে দিচ্ছি। ওটা ক্ষেপা—ক্ষেপা! ওর কথায় তুমি কাণ দিও না। নিয়ে যাবে। হুঁ, গেলেই হ'লো—না? তুমি মুখ ভার ক'রো না—ভেবো না। কে তোমায় নিয়ে যাবে, আমি থাকতে? দ্বিজপুত্র, তুমি বিশ্রাম কর গে ঐ বৃক্ষতলে ব'সে, আমি আমার প্রভুর পূজা শেষ ক'রে, তোমায় প্রসাদ নিতে ডাকব 'খন। যাও ত' মা ললিতা, তুমিও পাগলাটার সঙ্গে। যে আলুথালু লোক—একা ছেড়ে দিতেও ভরসা হয় না।

ললিতা। বাবা, তুমি পূজো কর না; আমরা ব'সে ব'সে দেখি। এই ত' এত পথ হেঁটে হেঁটে এলুম। বাবা! কি ভয়ঙ্কর রাস্তা! এই বাঁক ত' এই ঘোর, এই ঘোর ত' এই বাঁক। ডাইনে বাঁয়ে —বাঁয়ে ডাইনে ঘুরতে ঘুরতে মাথা ঘুরে যায়। তুমি কেমন ক'রে রোজ এ রাস্তা চিনে এস বাবা?

বিশ্বা। আরে বেটী, এই রকম বকর বকর বকবি? না যা বল্লুম করবি?

ললিতা। বলছি ত' বাবা আমরা পূজো দেখব'!

বিশ্বা। না। আমার ঠাকুর বড় লাজুক। সে অন্য লোক থাকলে খাবে না,—কিছু খাবে না; একটী কথা কবে না; একটু ফিক্ ক'রে হাসবেও না। তোরা যা না মা, একটু আড়ালে আবড়ালে।

বিদ্যা। নিখিল বিশ্বের লজ্জা নিবারণ, তুমি নাকি লাজুক। বেশ, বেশ—থাক' তুমি তোমার লোক-দেখান লজ্জা নিয়ে। আমি যখন একবার তোমার সন্ধান পেয়েছি, তখন হে আমার সকল সন্ধানের সার সন্ধান, সকল পাওয়ার শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি, আমি আর তোমায় এমন ক'রে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকতে দেবো না। আমি তোমায় জগতের চক্ষের সমক্ষে দাঁড় করাবো জগন্নাথ! লোকে দেখবে—তুমি ভক্তের ডাকে লুকিয়ে থাকো না,—থাকতো পারো না। মহাভাগ, পিতা, গুরুদেব, আমি চল্লেম। আপনার প্রসাদে যে মহানিধির দর্শন পেয়েছি, তাতে আমার জীবন ধন্য—জনম সার্থক হ'য়েছে। আমার জীবনের মহা ফল লাভ হ'য়েছে। আমি এখন বিদায় নিচ্ছি, মহাত্মন। আমার অন্য কর্ত্তব্য—আমার জগতের যাবতীয়

জীবের মুক্তির পথ প্রদর্শনের উচ্চাভিলাষ—আমায় আহ্বান ক'রছে ;—আমি চল্লাম।

বিশ্বা। কোথায় যাবে ?

বিদ্যা। অবন্তীপুর।

বিশ্বা। তোমার পত্নী, সহধর্ম্মিণী—তাকে সঙ্গে নেবে না ?

বিদ্যা। পূজ্যপাদ দেব, পত্নী সহধর্ম্মিণী। তাকে নিগড় ক'রে আমায় আবদ্ধ রাখবেন না। আমি উচ্চ আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় ছুটেছি,—জগদ্বাসীর কল্যাণের জন্য ছুটেছি,—ভগবানের ভাবময় মূর্ত্তি লোক চক্ষের গোচর কর্ত্তে ছুটেছি। আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমায় বিরক্ত করবার চেষ্টা ক'রবেন না। কন্যা আপনার সুশীলা, সুধীরা, বুদ্ধিমতী—আমার অন্তরের অভিলাষ উনি বুঝেছেন। উনি আপনার নিকট থেকে, আমার ইষ্টসিদ্ধির জন্য অবিরত প্রার্থনা ক'রবেন। আর আমি স্ত্রী সঙ্গে নিয়ে —ওঃ! মার্জ্জনা করুন—মার্জ্জনা করুন। মহাত্মন্, আমায় মার্জ্জনা করুন। স্ত্রীলোকের উপর আমি অন্তরে অন্তরে কি বিদ্বেষ পরায়ণ তা আপনি জানেন না। আমি স্ত্রীলোকের নামে আতঙ্কে আকুল হই। আমি শ্রীভগবানের নির্দ্দেশে রমণী জাতির উপর খড়্গহস্ত। আপনার কন্যা রইলো এখানে, আপনার নিকটে—আমি চল্লাম !—বিদায়—বিদায়—

[উদ্‌ভ্রান্তবৎ প্রস্থান।

ললিতা। একি! নক্ষত্রবেগে ছুটে ও যে চলেইছে বাবা! ওকি তবে পালালো ?

বিশ্বা। পাগলী মেয়ে, পালাবে কোথা ? এ বন কি রকম গভীর তা ত' দেখেছিস্। তার উপর কি আঁকা বাঁকা পথ। ওরু

সাধ্যি কি, যে এ বনের বা'র হয় ; এখুনি ঘুরে ঘুরে আবার ফিরে আস্‌বে দেখ না।

ললিতা। আমার বড় ভয় হচ্ছে বাবা! যদি না ফিরে আসে!

বিশ্বা। আশ্চর্য্য! ঠাকুর, এই কি তোমার সংসার? এই কি তার নমুনা? আমি বাপ, আবাল্য লালন পালন ক'রে এসেছি। মাতৃহীনা বালিকাকে নিজের বক্ষের স্নেহ দিয়ে, যত্ন দিয়ে, মমতা দিয়ে এত বড় ক'রেছি। এই দীর্ঘ দিন আমি ভিন্ন এর অন্য আশ্রয় ছিল না, অবলম্বন ছিল না, চিন্তা ছিল না ; আর আজ এক দিনে, কোথাকার কে এক অপরিজ্ঞাত, অপরিচিত যুবককে পেয়ে, এর চিরদিনের আশ্রয় পিতার কোলেও ভয় পাচ্ছে। চমৎকার! মাধব, তুমি এত শীঘ্র আপনার জনকে পর ক'রতে আর পরকে আপন কর্ত্তে কি ক'রে পার, তা বুঝা আমার সাধ্য নয়।

ললিতা। কি হবে বাবা!

বিশ্বা। ক্ষেপী মেয়ে, যা দেক্ করিস্ নি। ঐ ওখানে, ঐ বড় গাছটার ছাওয়ায় গিয়ে ব'সে থাক্ গে। সে এখুনি ফিরবে। আমি আমার মাধবের পূজা সেরে নিই। বড্ড দেরি হ'য়ে গেছে।

ললিতা। আমার বড় মন কেমন ক'চ্ছে বাবা!

[বলিতে বলিতে প্রস্থান।

বিশ্বা। (নীলমাধব-বিগ্রহের প্রতি) আঃ! এতক্ষণে তোমায় একলা পাওয়া গেছে! ব'লেছি ত' তোমায় কতবার, আমায় এ সব ঝঞ্ঝাটে রেখ' না। একলাটী ক'রে দাও—তোমায় আমায় দু'জনে এক সঙ্গে দিন রাত এই নিরালা নির্জ্জন বন তলে বাস

করি! তুমি শুনবে না ত' আমি কি ক'রবো। এস, চান করিয়ে দিই। কত রোদ্দুর উঠেছে; তাতে সংসার তেতে উঠেছে, আর তুমি ঠায় শুকনো হ'য়ে আছ,—একটু জল গায়ে পড়ে নি। আঃ—আঃ! চান ক'রে বেশ আরাম হ'লো, না? গা মুছিয়ে দিই। এইবার এই চন্দনটুকু পর'। দেখ কেমন চন্দন—আজ ঐ মেয়েটা ঘ'ষেছে। আমি নিজে এমন ঘ'ষতে পারি না,—না? বাঃ! বেশ মানিয়েছে! দিব্যিটী! মালা পর'। এটীও ঐ ললিতার হাতের গাঁথা। আমি এমন সুন্দর মালা গাঁথতে পারি না। বেটী সারা রাতটী ঘুমোয় নি;—নিজেই তোমার পূজোর সব যোগাড় ক'রেছে। চমৎকার মানিয়েছে মালাটী তোমার গলায়! আহা! রূপ যেন আজ শতগুণ হ'য়ে ফুটে বেরুচ্ছে তোমার! আহা-হা! মরি—মরি! রূপের বালাই নিয়ে মরে যাই। এইবার খাও। এ সব আমি নিজে যোগাড় ক'রেছি। যা তুমি খেতে ভালবাসো। সেই কাঁচা কুল—বুনো শশা—ডিংরে কলা—শকরকন্দ। নাও, খাও। হাত গুটিয়ে যে? খাও—হাত বার কর'! ও কি, খাবে না? অভিমান হ'য়েছে? বেলা হ'য়েছে ব'লে রাগ ক'রেছ? না, ছিঃ! রাগ কর্ত্তে নেই! আমি কি ক'রবো বল',—তুমি যে সবার সামনে খাও না। তাই ত' ওদের এখান থেকে সরাতে দেরী হ'য়ে গেল। রাগ ক'রো না; খাও! মাণিক আমার, খাও! ঘাট মান্‌ছি—খাও! কি পোড়া মা! এমন ক'রে দগ্ধাচ্ছ কেন? শুনবে না? ওগো, তোমার দু'টী পায়ে পড়ি, খাও! আমার মাথা খাও—খাও!

সহসা নীলমাধবের আবির্ভাব ও গীত।

খাম্বাজ—লোফা।

কর কি, কর কি, কর কি !

মাথা খেতে ব'লছ আমায় তুমি পাগল হ'লে না কি ?

বিশ্বা। এ কি ! কে তুমি ? আমি যে মালা আমার প্রভুর গলায় পরিয়েছি, তুমি সে মালা পেলে কোথা থেকে ?—যে রকম চন্দন-রেখা আমি এঁকে দিয়েছি ওঁর কপালে, তোমার কপালে সে রকম ক'রে কে চন্দন পরিয়ে দিলে ? কে তুমি দুষ্ট বালক, —দাঁড়িয়েছ ঠিক আমার ঠাকুরের মত মোহন ঠামে,—হাসছ সেই চপল হাসি,—কথা কইছ সেই রকম বাঁশীর স্বরে।

নীলমাধব।

গীত।

বাহবা—বাহবা—বাহা রে !

(হাঃ হাঃ) হাসি পায়, আর দুঃখ ধরে,

এ কথা ক'ব গো কাহারে !

আমি যে তোমার সব—ঐ নীলমাধব ;

চিন্‌লে না কো আমায়—

কারে ব'স্‌তে ব'লছ আহারে ?

বিশ্বা। তুমি মাধব ? নীলমাধব ? হ্যাঁ—হ্যাঁ তুমিই ঠিক বটে। আমি নিত্য অন্তরে বাইরে যে রূপ দেখি, সে তোমারই এই ভুবন ভোলান রূপ বটে। তা বেশ ! যদি এসেছ খাও। আমার সামান্য ত্রুটীতে এত অভিমান কি ভাল ? খাও ; এই তোমার সব সাধের ফল পাকড়। দেখ—দেখ, আমি কত আগ্রহ ক'রে সংগ্রহ ক'রেছি দেখ ! নাও—খাও।

নীলমাধব।

গীত।

কন্দ ফল আর খাব না—রাজভোগে মন ট'লেছে।
এসেছে ইন্দ্রদ্যুম্ন খাওয়াবে সে পরমান্ন
যাব আমি অবন্তীপুর—রাজার ডাকে মন গলেছে॥

বিশ্বা। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কখন এলো?

নীলমাধব।

গীত।

কেন ভাঙতে নিজের মাথা, জামাতারে আনলে হেথা?
রাজার চর সে ব্রাহ্মণ—সেই ব'লেছে রাজার কথা॥

বিশ্বা। রাজা তোমায় নিয়ে যাবে? নিষ্ঠুর, তুমি যাবে? আমায় ছেড়ে যেতে পারবে?

নীলমাধব।

গীত।

পরজ—একতালা।

হারি পারি পরের কথা—এখন ত' চলে যাই।
কাছে দূরে যেথায় থাকি—আমি বাঁধা আছি তোমার ঠাঁই॥

[অন্তর্দ্ধান।

বিশ্বা। ওঃ! (মূর্চ্ছা)

ললিতার গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

পিলু—ঠুংরি।

কত দূরে গেছ, কত দূরে আছ,
এখন' এলে না ফিরে।

কি দোষ দেখিলে, তাইতে ত্যজিলে,
ভাসালে দাসীরে নয়ন নীরে ॥
অচেনা অজানা পথ, (তুমি) নূতন পথিক ;
তাইতে তরাসে মরি, ওগো প্রাণাধিক !
ফিরে এস তুমি প্রিয়তম স্বামী
কাঁদায়ো না আর অধিনীরে ॥

বিশ্বা। (মূর্চ্ছান্তে) কে, ললিতা ? রাক্ষসী, তোর জন্য আমার কি সর্ব্বনাশ হ'য়েছে দেখ। প্রভু আমার সামান্য অর্ঘ্য নেয় নি,—সামান্য নৈবেদ্য গ্রহণ করে নি,—আমার দেওয়া ফল মূল আর তার মনঃপুত হয় নি। সে যাবে রাজ সকাশে—রাজার পূজা নিতে—রাজভোগে তৃপ্ত হ'তে। ওরে পাপীয়সী,—ওরে সর্ব্বনাশী, তোর জন্যই আমার এই সর্ব্বনাশ হ'লো।

ললিতা। সে কি বাবা ! আমি তোমার কি অনিষ্ট ক'রলুম ?

বিশ্বা। ওরে রাক্ষসী, তোর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে যাকে আমি আমার প্রাণের ধনকে দেখাতে এনেছিলুম, সে চোর—সে ডাকাত। আমার সর্ব্বস্ব লুটে নিতে সে এখানে এসেছিল ; সে আমার সর্ব্বস্ব হ'রে নেবার সন্ধান জেনে, এখান থেকে পালিয়েছে।

ললিতা। সে কি বাবা, তুমি যে বল্লে—গভীর বন, আঁকা বাঁকা পথ,—এর ভিতর থেকে সে একলা কিছুতে বার হ'তে পারবে না !

বিশ্বা। পারবে—পারবে ; হতভাগিনী কন্যা আমার ! পারবে। আমি নিজে হাতে তার পালাবার পথ প্রস্তুত ক'রে দিয়েছি। আজ তোদের সঙ্গে নিয়ে—নব বর-বধূকে সঙ্গে নিয়ে—আমি ঠাকুরের কাছে আসছিলুম। তাই তোদের মঙ্গলের জন্য, সারা পথ

তোদের দিয়ে ধান ছড়াতে ছড়াতে এসেছিলুম। সে ব্রাহ্মণ সেই ধানের চিহ্ন ধ'রে এই বন পার হ'য়ে যাবে। হা ভাগ্য। হা ভগবান!

ললিতা। বাবা, বৃথা আর্ত্তনাদে ফল নেই। তার চেয়ে চল, আমরা দ্রুত গিয়ে দেখি যদি পথেই তাকে ধরতে পারি। অচেনা পথে সে আর কতদূর গেছে বাবা।

বিশ্বা। বটে—বটে। চল্ চল্—ভাই চল্। ধরবো—ধরবো—তাকে ধরতেই হবে—ফেরাতেই হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বালুকাচ্ছাদিত প্রদেশ।

গ্রামবাসিগণের প্রবেশ ও গীত।

জয়জয়ন্তী মিশ্র—একতালা।

স্ত্রীগণ—হায় হায়! কি হ'লো রে!

দেশটা চাপা প'লো রে, বালিতে—শুধু বালিতে!

পুরুষগণ—এলো রুদ্র-রূপে সমুদ্র আজ (মোদের) কপালে আগুন জালিতে

স্ত্রীগণ—ফর্ ফর্ ফর্ উড়ছে বালি—দিগ্বিদিক্ সব অন্ধকার!

পুরুষগণ—যাচ্ছে ঢেকে নিমেষ মাঝে বাস্ত ভিটে, দেবাগার!

স্ত্রীগণ—গরু-বাছুর ছেলে-পিলে সাগরে সব গিলে নিলে!

সকলে—আমরা শুধু রইনু প'ড়ে নয়ন বারি ঢালিতে!!

[প্রস্থান।

বলভদ্রা ও নীলাম্বরের প্রবেশ।

বল। কি হতভাগিনীই আমি এ দেশে এসেছিলুম, দাদা! আমার জন্য নিরীহ গ্রামবাসীদের কি দারুণ নিগ্রহ ভোগ ক'রতে হ'চ্ছে।

নীলা। তোমার জন্য কেন বোন? সাগরের বালিতে সারা দেশ ডুবে যাচ্ছে; কাজে কাজেই তারা সব ঘর বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে ছুটেছে। এতে তোমার অপরাধ কি তা ত' আমি বুঝে উঠতে পাচ্ছি না।

বল। আমার জন্যই—এই অভাগিনীর জন্যই বেচারীদের এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হ'য়েছে। দাদা, এতদিন ত' সমুদ্রের বালি এই সব গ্রামবাসিদের কোন অনিষ্ট করে নি? আর এ ক' দিনের মধ্যেই বা কেন এমনটা হ'লো? তুমি বুঝতে পারছ না দাদা, যে সমুদ্র আমার অন্বেষণে এই নীলাচল পর্য্যন্ত ছুটে এসেছে! আমার জন্য পারাবার এমন উন্মাদ—উদ্দাম হ'য়ে এসেছে, যে তার লক্ষ্য করবার অবসর মেলে নি—তার গমনে কা'র কি সর্ব্বনাশ হ'চ্ছে।

নীলা। বটে? সে আমার শাসন—আমার নিষেধ সব ভুলে গেল এত শীঘ্র। আমি যে তাকে নিমেষে নিথর নিশ্চেষ্ট ক'রে জড়ের মত স্থির ভাবে এক স্থানে আবদ্ধ রাখতে পারি, এ কথা সে একবারও ভাব্‌লে না?

বল। ভাববার তার অবসর কোথা দাদা? যে মুগ্ধ, মোহিত—সে যে দিগ্বিদিক্‌ জ্ঞান শূন্য! বিশেষতঃ পাপের তাড়নায় যার সমস্ত বোধ শক্তি লোপ পেয়েছে—সে কেমন ক'রে বুঝবে, যে বলরূপী তুমি অনন্তদেব একবার তাকে ক্ষমা ক'রেছ,—কিন্তু

বারান্তরে তার নিস্তার নাই ? সে মেতে আছে—তার লালসা, তার আকাঙ্ক্ষা, তার ইন্দ্রিয়ের তাড়না নিয়ে।

নীলা। তা হ'লে আমি এখুনি তাকে এই হলাঘাতে বুঝিয়ে দিয়ে আসি বোন, সে যে দিকে চ'লেছে, তা শুধু ভ্রান্ত পথ নয়—তার সর্ব্বনাশের সুগম পন্থা। আমি এই লাঙ্গলে খুঁড়ে সমস্ত বালুরাশি দ্বারা সাগর-গর্ভ বুজিয়ে দিয়ে, এক সমতল ক্ষেত্র প্রস্তুত ক'রে জগৎ হ'তে সমুদ্রের নাম—চিহ্ন মাত্র লোপ ক'রে দিয়ে আসি।

লীলাধরের প্রবেশ।

লীলা। কি—কি—ব্যাপার কি ?

বল। এই যে দাদা !—দাদা, দাদা, আমার এই সংশয় ভঞ্জন কর দাদা। একের অপরাধে, একজনের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য অপরে যন্ত্রণা ভোগ করে কেন ?

লীলা। একজন গাছ পুতলে, আর পাঁচ জন তার ফল খায় কেন ? একজন বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা ক'রলে, জলাশয় খনন ক'রলে হাজার হাজার লোক তার ছাওয়ায় জুড়োয়, জলে শীতল হয় কেন ? এ সংসারের নিয়ম হ'চ্ছে—একের সঙ্গে অপরের সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গী-ভাবে বর্ত্তমান। কেউ—কাউকেও ছেড়ে নাই। হাতে লাগ্‌লে চোকে জল পড়ে—কান টান্‌লে মাথা আসে। তাই হেথা একজনের সুখে আর দশ জন সুখী হয়, একের দুঃখে অন্যের বুকে বাজে। তা দিদি, আজ হঠাৎ এত বড় দার্শনিক প্রশ্নটা ক'রে ব'স্‌লি কেন, বল্ দেখি ?

নীলা। সমুদ্রের বালি সারা দেশটা ডুবিয়ে দিলে, সব বাড়ী ঘর পথ

ঘাট মঠ মন্দির বালিতে ঢাকা প'ড়ে গেছে। ওর ধারণা, সমুদ্র ওকে আয়ত্ব ক'রতে না পেরে, এই নিষ্ঠুরতা ক'রে বেড়াচ্ছে। তাই ও জানতে চায়,—ওর জন্য নিরীহ গ্রামবাসিদের এ নির্য্যাতন ভোগ কেন ?

লীলা। না রে না! তোর জন্য সমুদ্র এমনটা ক'রবে কেন ? আমার জন্যই তার এই মূর্খতা—এই নিষ্ঠুরতা।

বল। কি রকম ?

লীলা। সে চায়—আমার নীলমাধব মূর্ত্তি, যা নীলাচলে লুকান' আছে, তাকে আবৃত ক'রে চির তরে লোক চক্ষের বাইরে রাখতে। যমরাজের সঙ্গে তার এই পরামর্শ ঠিক হ'য়েছে।

নীলাম্বু। বড় আশ্চর্য্য ত'! ব্যাপারটা কি আমায় খুলে বল' ত' ভাই। আমার বড় কৌতুহল হ'চ্ছে।

লীলা। আমার সেই কৈবল্যপ্রদ মূর্ত্তি যে দর্শন ক'রবে, সেই মুক্ত হ'য়ে আমার সাযুজ্য লাভ ক'রবে। এই ভয়ে যমরাজ আমার সেই মূর্ত্তি লোক লোচনের অন্তরালে রাখতে সমুদ্রকে অনুরোধ ক'রেছে,—আর সমুদ্র সেই অনুরোধ রক্ষা করতে তার সকল শক্তি দিয়ে এই প্রদেশ বালুকা মধ্যে লুপ্ত রাখতে ব্যস্ত হ'য়েছে।

নীলাম্বু। তুমি কি এখন তোমার সেই নীলমাধব মূর্ত্তি জগৎবাসীর সমক্ষে বার ক'রতে চাও ?

লীলা। ইচ্ছা ত' আছে। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দেখা দিয়েছে। ভক্ত ব্যগ্র হ'য়ে, ব্যাকুল হ'য়ে ফিরছে—আর কি লুকিয়ে থাকা ভাল।

নীলাম্বু। ইচ্ছাময়, তুমি ইচ্ছা ক'রেছ আত্মপ্রকাশ ক'রতে, আর মূঢ়তা ত' কম নয় যমরাজের, সে তোমার ইচ্ছার গতিরোধ ক'রতে চায়।

বল। দাদা, আমি একটু ধর্ম্মরাজের হ'য়ে ওকালতি করি। আমার এই সংশয়টা ঘুচিয়ে দাও ত' দেখি।

লীলা। আবার কি সংশয় রে? তোর সংশয়ের চাপে যে আজ আমি ভারি হ'য়ে উঠ্‌ছি।

বল। যমরাজকে তুমিই পদ দিয়েছ,—সে তোমার সৃষ্টির শৃঙ্খলা বজায় রাখবে। পাপের শাস্তি বিধান—তার তোমারই দেওয়া কর্ত্তব্য। এখন যদি নীলমাধব মূর্ত্তিতে তুমি জগৎ সমক্ষে প্রকট হও, তো সে বেচারা যায় কোথা? সবাই অবলীলাক্রমে তোমায় দর্শন ক'রে মোক্ষ্য পাক্; আর সকলের হাস্তস্পদ্ হ'য়ে, তোমার প্রদত্ত ধর্ম্মরাজ নাম নিয়ে সে ধুয়ে খাক্!

লীলা। দূর পাগলী! আমার সে মূর্ত্তি কি সবার দেখবার ভাগ্য হবে? যে সত্যই আকুল আগ্রহে আমায় দেখতে চাইবে, তার ত' মুক্তি নিশ্চিত। কিন্তু সে ব্যাকুলতা—সে আকুলতা আছে ক'জনার বোন্? আমি যে নিয়ত সকলকেই ডাক্‌ছি —"ওরে আয় আয়"! তা কে শুন্‌ছে? ক'জন আমার ডাকে কাণ দিচ্ছে।

বল। কেন কাণ দেয় না, দাদা? তুমিই ত' সবাইকে নানা মতে ভুলিয়ে রেখে—তোমার সে ডাক শুন্‌তে দাও না,—শোনবার অবসর দাও না। জীব যখন মাতৃগর্ভে থাকে, তখন সে তোমা বই জানে না; ভূমিষ্ঠ হ'য়েও তোমার কথাই তার মনে থাকে— আর কিছু না। কিন্তু ক্রমশঃ তার সে মন, কেন তোমার দিক থেকে ফিরে অন্য দিকে যায় দাদা?

নীলা। দেখ্ বোন্, মা তার ছেলেকে দেখে, অনন্যমনা হ'য়ে তার ভাবনা ভাবে ততদিন, যতদিন ছেলে সেই মা ভিন্ন অন্য কিছু

না জানে। ছেলেকে কিছু ব'লতে হয় না। শুধু "মা" বল্লেই হ'লো। মা অমনি সেই ডাক শুনে বোঝে তার কি আবশ্যক। তার ক্ষিদে পেলে খাওয়ায়—শীত পেলে বস্ত্র দেয়—গরম বোধ হ'লে বাতাস করে—ঘুম পেলে নিজের স্নেহ-শীতল বক্ষে ঘুম পাড়ায়। কিন্তু যখন সেই শিশু নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শেখে, উপার্জ্জন ক'রে নিজের ভাবনা নিজে ভাবে, তখন মা-ও তত—তত দূরে স'রে যায়, এটা দেখেছিস্ ত? ওরে, আমিও এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সেই "মা"। আমায় যে চায় —আমি তার কাছে কাছে ফিরি। যে চায় না—সে দেখতেও পায় না।

গীত

কানাড়া—একতালা।

আমি আছি যে সব ঠাঁই।
চোখ থাকতে যে জন কাণা, সেই ত বলে "নাই নাই।"
পিতার ক্রোড়ে, মাতার স্তনে,
প্রেয়সীর প্রেম-আলিঙ্গনে,
শিশুর মধুর সরল হাস্যে থাকি আমি সর্ব্বদাই॥
আছি যোগীর যোগে, ধ্যানীর ধ্যানে,
ত্যাগীর ত্যাগে, জ্ঞানীর জ্ঞানে,
ভক্তের ভক্তি নিবেদনে আমি যে মেতে যাই।
সরল প্রাণের অধীর ডাকে,
শ্রবণ কি মোর বধির থাকে?
ছুটে গিয়ে কোলে নিয়ে নয়নবারি তার মুছাই॥

নীলাম্বু। আশ্চর্য্য ! সব ভুলিয়ে দেয়—সব গুলিয়ে দেয়। আমি ওর ভাই, তুই ওর ভগ্নী, এ সব কথা যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে।

বল। দাদা, ঐ সমুদ্র আস্‌ছে। কি ভয়ঙ্কর আকৃতি! কি হৃদ্‌-কম্পিতকারী মূর্ত্তি! আমি বিহ্বল আড়ষ্ট হ'য়ে যাচ্ছি, দাদা।

সমুদ্রের প্রবেশ।

সমুদ্র। একি! ফুল কুড়তে গিয়ে মালা মিলে গেল যে। সাপ ধ'রতে গিয়ে মাণিক পেয়ে গেলুম যে। তুমি—তুমি এখানে—এই ধ্বংশাবশিষ্ট বালুকাচ্ছাদিত—পরিত্যক্ত পর্ব্বত মূলে বিরাজ ক'রছ ;—এতো আমি কল্পনাও করি নি—স্বপ্নেও ভাবি নি !

নীলাম্বু। সলাজ ব্যক্তি কোন কর্ম্মের জন্য একবার অপমানিত হ'লে, জীবনে আর সে কাজ ক'রতে যায় না। কিন্তু নির্লজ্জের সে প্রকৃতি নয়। তাই সে তোমার মত, অপমানকে অঙ্গের ভূষণ মনে করে। মূর্খ, সে দিনের লাঞ্ছনা তুমি এত শীঘ্র ভুল্‌লে কেমন ক'রে ?

সমুদ্র। আমি মোহমুগ্ধ, রূপোন্মাদ সত্য। কিন্তু আমি কাপুরুষ নই, বীর। আমি তোমার সে দিনের অদ্ভুত বীরত্ব বিস্মৃত হই নি। আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে, তোমার সে বিচিত্র বীর্য্যবত্তার কথা গাঁথা হ'য়ে আছে। তাই আমি আজ তোমাদের অকস্মাৎ, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে সাক্ষাৎ পেয়ে, নিজেকে ভাগ্যবান্ ব'লে বোধ ক'রছি। ভদ্র, ভুলে যাও আমার রূঢ় আচরণ তোমাদের প্রতি। তোমার ভগ্নীর উপর আমি যে ব্যবহার ক'রেছি, সে জন্য আমি অনুতপ্ত। সুন্দরি, আমায় আজ মার্জ্জনা ক'রতে হবে। আমার নির্ব্বুদ্ধিতা—আমার অনুষ্ঠিত অভব্য আচরণ সব—সব মার্জ্জনা ক'রতে হবে।

নীলা। বাঃ! চমৎকার!

বল। এ কি! সমুদ্র গর্জ্জনে এ কি নির্ঝরিণীর কুলুধ্বনি, সিংহের হুঙ্কারে এ কি পিক কাকলি, মেঘমন্দ্রে এ কি শান্তির সঙ্গীত! মহাশয়, আপনার কণ্ঠস্বর করুণ—আপনার বাক্যবিন্যাস কোমল—কিন্তু আপনার মূর্ত্তি এমন উগ্র—এত ভীতিপ্রদ কেন? আমি আপনার আচরণের সঙ্গে আপনার আকৃতির সামঞ্জস্য ক'রতে না পেরে, বিস্ময় ও বিভীষিকায় আচ্ছন্ন হ'চ্ছি।

(বলভদ্রার নীলাম্বর ও লীলাধরের মধ্যে অবস্থান)

সমুদ্র। সুন্দরি, আমি উন্মাদ—রূপোন্মাদ। তোমার ঐ অপরূপ রূপ দেখে, সকল জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি। আমার ভিতর যে অসামঞ্জস্য—যে অসমতা লক্ষিত হবে, সে সবও তোমায় ক্ষমা ক'রতে হবে। আর—যে ঠামে—যে ভাবে দাঁড়িয়েছ তুমি, এই দিব্য মোহন রূপে—আমার মানস নয়নে নিত্য বিরাজ ক'রতে হবে তোমাকে। এই তুমি বিশ্বধাত্রীরূপা বলভদ্রা মধ্যস্থলে, দক্ষিণে তোমার বলদৃপ্ত অনন্ত শক্তিশালী অনন্তরূপ এই নীলাম্বর, বামে তোমার ভুবন ভোলা কাল বরণ কালাচাঁদ! এই রূপ—এই ঠাম—এই অবস্থিতি। বিশ্ব বিমোহন শোভা! জগদানন্দ মূর্ত্তি!

লীলা। জলধি, তোমার বাঞ্ছা অপূর্ণ থাকবে না। তুমি কাম-কামনা-শূন্য অন্তরে—শুধু সুষমার—শুধু সৌন্দর্য্যের সেবা করবার জন্য আমার ভগ্নীর রূপে আকৃষ্ট হয়েছিলে। এখনও তুমি সেই সৌন্দর্য্যের পূজার জন্য লালায়িত। তাই আমি ব'লছি—আমরা দুই ভাই, আমাদের এই বিপুল শোভাময়ী, সুন্দরী ভগ্নীকে নিয়ে তোমার তীরে চিরদিন বিরাজ ক'রবো। তুমি যখন আমাদের সাক্ষাৎ চাইবে—তখনই দেখা পাবে। কেবল তোমার কর্কশ

স্বর যেন আমার কোমল-প্রাণা বোন্‌টীর কাণে প্রবেশ ক'রে, তার প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার না করে।

সমুদ্র। অসীম করুণাসিন্ধো! কে তুমি সত্যসন্ধ কিশোর! আমার প্রাণের সমস্ত জ্বালা—সব বেদনা এক কথায় ঘুচিয়ে দিলে? আমি প্রতিজ্ঞা ক'রছি, আমার কণ্ঠস্বর তোমাদের আর কোন দিন শোনবো না।

লীলা। উত্তম। তবে যাও বারীন্দ্র! এখন তুমি স্বস্থানে অবস্থান কর' গে। অদূর ভবিষ্যতে আমি তোমার সাহায্য প্রার্থী হব। তুমি তখন আমার সহায় হ'য়ো।

সমুদ্র। যথা আজ্ঞা।

[সমুদ্রের প্রস্থান।

লীলা। চল্ বোন্—আমার এক দিদি আছে, তার সঙ্গে তোর আলাপ ক'রে দিই। দাদা, তুমি কি সঙ্গে যাবে?

নীলা।—চলো।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজ-অন্তঃপুর।

জগাপাগলা, ঋত্বিকগণ ও ইন্দ্রদ্যুম্ন।

১ম ঋ। মহারাজ! ধন্য তুমি। তোমার পুণ্য প্রভাবে, তোমার মহাযজ্ঞের ঋত্বিক আমরা, আমরাও ধন্য—অধিক কি তোমার ন্যায় অদ্ভুতকর্ম্মা ভক্তিমান সাধককে অঙ্কে ধারণ ক'রে স্বয়ং ধরণী ধন্যা হ'য়েছেন।

২য় ঋ। রাজন্! তোমার আরব্ধ শত অশ্বমেধ যজ্ঞ—যার নাম শুনে লোক বিস্ময়ে অবাক হয়—সেই সুদুসাধ্য যজ্ঞ আজ সম্পূর্ণ হ'লো। এই দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপী অবিশ্রান্ত আহুতি ভক্ষণের পর, হুতাশন বোধ হয় আবার মন্দাগ্নি দূর করবার জন্য দ্বিতীয় খাণ্ডব বনের সন্ধান ক'রবেন। তোমার এ মহাযজ্ঞ, তোমায় যাবচ্ছশী দিবাকর জগদ্বাসীর স্মরণ পথে জাগরূক রাখবে। তুমি ধন্য!

৩য় ঋ। হে মুক্তহস্ত উদারদাতা, তোমার বিপুল দান ধর্ম্মের কথা জগতে চিরকাল রূপকথার ন্যায় অদ্ভুত মনে হবে। তুমি কি অসাধারণ দানী, তা বর্ণনায় নিরূপিত হয় না। এই ত্রিলোক-দুর্ল্লভ যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে তুমি যে ধন, রত্ন, ভূমি, শস্য অকাতরে বিতরণ ক'রেছ, তার ইয়ত্তা হয় না। তোমার প্রদত্ত ধন সম্পদে এ রাজ্য দারিদ্র-দোষ শূন্য হ'য়েছে। তোমার যশ, তোমার খ্যাতি, তোমার কীর্ত্তি-কথা আজ সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত।

৪র্থ ঋ। মহাভাগ, তুমি যে সকল গাভী দান ক'রেছ, গণনায় তাদের সংখ্যা নির্দ্দেশ করা যায় না। তোমার প্রদত্ত পয়স্বিনী, তেজস্বিনী, সুলক্ষণা গাভীর প্রভাবে বনবাসী তপস্বীর যেমন কদাচ হবির অভাব হবে না, তেমনি সংসার আশ্রম বিলাসীর পঞ্চগব্যে দেবার্চ্চনা ও নিজ নিজ ভোক্ষ্য-ভোজ্যের অপ্রতুল রবে না। তুমি যে কত গাভী দান ক'রেছ, তার প্রমাণ ঐ সরোবর—যা অনন্তকাল ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর নামে অভিহিত হ'য়ে লোকের বিস্ময় উৎপাদন ক'রবে। শুধু গো-পদাঘাতে ঐ সরোবরের মৃত্তিকা খোদিত হ'য়েছে, আর তাদের উৎসর্গের জন্য নিক্ষিপ্ত কুশাগ্র বারিতে সেইস্থান জল পূর্ণ হ'য়ে, ঐ সুবৃহৎ হ্রদের সৃষ্টি ক'রেছে। কোন কবি-কল্পনাও এমন অদ্ভুত

জলাশয় উদয় হয় নি। আশীর্ব্বাদ করি, অমৃত পানে দেবগণ যেরূপ আনন্দিত হন, তোমার নামিত ঐ সরোবরের বারি-পানে মানবগণ সেইরূপ আনন্দিত হ'য়ে অনন্ত-কাল তোমার কীর্ত্তি-কথা ঘোষণা করুক্।

জগা। মহারাজ, পালাও,—ভাল চাও ত' পালাও। এরা তোমায় শেষ না ক'রে ছাড়বে না। বাবা, এমন ক'রে লোকের মাথা খেতে হয় ?

ইন্দ্র। না ভাই না। আমি কিছু বিচঞ্চল হই নি।

জগা। ওহে, তুমি ত' তুমি—খোসামুদী শুন্‌লে স্বয়ং নারায়ণ পর্য্যন্ত গ'লে জল হ'য়ে যান। জান' না, দেবতাদের মুখে হরিনাম শুনে, অর্থাৎ নিজের গুণ ব্যাখ্যা শুনে, ঠাকুর গ'লে জল হ'য়ে গেছলেন,—তাই সুরধুনি গঙ্গার উদ্ভব।

ইন্দ্র। কি যে তুমি বল' ?

জগা। মানুষের কাছে সব চেয়ে উপাদেয় কি, জান' ? একটী নিজের প্রশংসা, আর একটী পরের কুৎসা। ভারি মৌতাতী—বড় মুখরোচক। রাজা, তুমি ও দু'টী থেকে তফাতে থাক'। দোহাই তোমাদের ঠাকুররা,—তোমরা এ ভাবে আর রাজাটাকে বিগ্‌ড়ে দিয়ে ওর মাথাটা খারাপ ক'রো না।

১ম ঋ। মহারাজ, আমরা চিরদিন তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আমরা যে কথা ব'লেছি, তাতে তোমার প্রশংসাবাদ আছে সত্য,—কিন্তু সে সব, মিথ্যা বা চাটুকারিতা নয়।

২য় ঋ। ব্রাহ্মণ চিরদিন আশীর্ব্বাদ ক'রতে আসে। আমরা তোমার যজ্ঞান্তে তোমায় হৃষ্ট মনে আশীর্ব্বাদ ক'রেছি। তার জন্য এ অপবাদ কেন, রাজা ?

জগা। প্রশংসাবাদ—আশীর্ব্বাদ—ধন্যবাদ! বাপ্! কিছু বাদ যায় নি। তাতিও না ঠাকুর, মিনতি ক'রছি তাতিও না। মাটী হ'য়ে যাবে। যে ভাবে তোমরা হরেক রকম বাদের আবাদ সুরু ক'রেছ, আমরা ভ্যাবাকান্ত রাজার অন্তরে, তাতে বেচারী এখুনি অহঙ্কারে ডগমগ হ'য়ে না মাটী হ'য়ে যায়।

ইন্দ্র। তুমি জান' না—এঁরা সকলে আমরা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ্। তাই তুমি এই সব আবোল তাবোল ব'লে—এঁদের মর্য্যাদাহানি ক'রতে উদ্যত হ'য়েছ।

জগা। বটে! কিন্তু দেখ' মহারাজ, মানুষের মঙ্গলকামী সুহৃদের দ্বারা যত ক্ষতি—যত সর্ব্বনাশ হয়, শত্রুর দ্বারা তত হয় না। শত্রুর গুণ কি জান'? সে দোষ ধ'রে দেয়; আর মিত্র, বন্ধু, সুহৃদ্, সখা তারা দোষটা ঢেকে রাখ্‌তে চায়।

১ম ঋ। তুমি যথার্থ ব'লেছ ভদ্র! তোমার বাক্যাবলী উন্মাদের প্রলাপ ব'লে উপেক্ষা করা, নিজেরই উন্মত্ততার পরিচায়ক। তোমার সারগর্ভ বচন আমার চক্ষু ফুটিয়ে দিয়েছে। রাজন্, আমরা সত্যই তোমার গুণগান ক'রে, তোমার ধ্বংসের পথ প্রস্তুত ক'রছিলাম।

ইন্দ্র। তেজঃপুঞ্জ দ্বিজগণ, আপনারা যে এই বাতুলের কথায় ক্রুদ্ধ হবেন না, এ আমি জানতাম। কিন্তু আপনার হৃদয়ের এই উদারতার তুলনা নাই। আপনারা যে হাসি মুখে সব বিরুদ্ধ-বচন, নিন্দা, কুৎসা সহ্য ক'রলেন, সে মহানুভবতা কেবল ব্রাহ্মণেই শোভা পায়।

জগা। থাক্। তুমি আবার ওদের খোসামোদ ক'রে ফুলিয়ে দিও না। ওরা যা ক'রেছে, তা ওদের উচিত কার্য্য। তা ক'রে

কোন যশ নেই,—না ক'রলেই অপযশ ছিল। যেমন তুমি যা ক'রেছ তাতে তোমার প্রশংসা করবার কিছু নেই—না ক'রলে নিন্দা হ'তো। কাজ—কাজ! কর্ম্মের সংসারে কাজ নিয়ে সবাইকেই মেতে থাক্‌তে হবে—নইলেই সব মাটী!

ইন্দ্র। আমার এখন কি কাজ আর আছে, বন্ধু? যজ্ঞারম্ভের পর হ'তে এই দীর্ঘকাল তার সমাপ্তির জন্য কার্য্য ক'রেছি। এখন সে যজ্ঞ সমাধা হ'য়েছে। আর কি ক'রবো আমি বল'।

জগা। বল' না গো ঠাকুররা! রাজা যে কোন কাজ খুঁজে পাচ্ছে না। একটা কাজের কথা বল'।

গুণ্ডিচার প্রবেশ।

গুণ্ডিচা। মহান্ কার্য্য তোমার সম্মুখে উপস্থিত মহারাজ! আর কাজের জন্য চিন্তা ক'রতে হবে না। আমার প্রতি দিবসের চিন্তা—প্রতি রাত্রের স্বপ্নকে চাক্ষুষ দেখে, আমার পুত্র বিদ্যাপতি ফিরেছে। রাজন্, এবার শুভদিন শুভক্ষণ দর্শনে সেই নীলমণি-ময়-তনু নীলমাধবকে সসম্মানে এনে তোমার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য শুভযাত্রা কর।

ইন্দ্র। বিদ্যাপতি—বিদ্যাপতি? আমার রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত—প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত—ভক্তবীর বিদ্যাপতি ফিরেছে?

বিদ্যাপতির প্রবেশ।

এস'—এস' দ্বিজপুত্র—এস' সাধকবর—আমার বাহুর বন্ধনে এস'; আমার তৃষিত বক্ষের মাঝে এস'। (আলিঙ্গন) তোমার আগমনে আমার হৃদয় যে আনন্দে নেচে উঠছে,—চল' আনন্দের

অগ্রদূত, জগদ্বাসীর হৃদয়ে সে আনন্দ বিতরণ ক'রবে চল'। নীলমাধবকে জগৎ সমক্ষে উপস্থাপিত ক'রতে, চল' ব্রাহ্মণ, আমায় নিয়ে চল' সেই নীলাচলে—যেখানে দেখেছ তুমি বিশ্বের সকল শোভা,—সকল সৌন্দর্য্য—সকল কান্তির নিদান সেই শ্রীকান্তের নীলকান্ত মূর্ত্তি!

বিদ্যা। মহারাজ, নীলাচলে যাবেন আপনি? সে যে বহু দূরে! নানা বিপদসঙ্কুল পথের পারে! সেথা ত' কুসুমাস্তৃত রাজপথ নাই—নগরের ব্যস্ত কোলাহল নাই—বিপুল জন প্রবাহের বৈচিত্র নাই! সেথায় আপনার মত রাজশ্রী-সম্পন্ন, সুখ-পালিত ব্যক্তির যাওয়া ত' সুবিধাজনক নয়। সেথা আছে শুধু সারল্যের অনাড়ম্বর—দীনতার নিরহঙ্কার—বিশ্বাসের ব্যাকুলতা—সত্যের মুক্ত-সৌন্দর্য্য। মহারাজ, সে এমন স্থান—যেখানে গেলে উচ্চ নীচ বিচার থাকে না—ধনী নির্ধনের পার্থক্য থাকে না—জাত্যাভিমানী ব্রাহ্মণ হেলায় শবরীর পাণি গ্রহণ করে। পারবেন কি আপনি সেখানে যেতে? সেখানে হয় ত' আপনার রাজমুকুট আতপ নিবারণের উপায় মাত্র ব'লে গণ্য হবে—রাজদণ্ড শিশুর ক্রীড়নক মধ্যে ধার্য্য হবে—রাজৈশ্বর্য্য লোকের বিস্ময় উৎপাদন ক'রলেও, শ্রদ্ধা জন্মাতে পারবে না।

ইন্দ্র। খুব পারব' ব্রাহ্মণ,—নিশ্চয় পারব। কেন পারব' না? আমি কি কেবল ঐশ্বর্য্যের মোহে, বিভবের বৈভবে বিভোর থাকবার জন্য এই যত্নে গড়া সোণার শিকল প'রে থাকব? না না; দ্বিজপুত্র। আমি যাব—নিরহঙ্কার—নির্ভীক—নিঃসঙ্গ আমি যাব। তুমি শুধু কৃপা ক'রে আমার পথ প্রদর্শক হও। আমার রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ—আমার মান, মর্য্যাদা, প্রতিষ্ঠা—আমার

সুখ, স্বাচ্ছন্দ, সম্ভোগ—সমস্ত রইলো এখানে প'ড়ে। আমি সকল ফেলে, সব ছেড়ে যাবার জন্য লালায়িত। চল—চল তুমি ব্রাহ্মণ, আমায় সঙ্গে ক'রে ল'য়ে যাবে চল।

জগা। সাবাস! এই তো চাই! যাও—যাও বেরিয়ে পড়, শ্রীহরি স্মরণ ক'রে বেরিয়ে পড়'। পেছনে দেখ' না। পেছু ফিরলেই অন্ধকার! এগিয়ে যাও—সামনে আলো দেখা যাচ্ছে; ঐ আলো ধ'রে চ'লে যাও।

গুণ্ডিচা। মহারাজ, ব্রাহ্মণ পরিশ্রান্ত। কত দীর্ঘকাল পরে, সে যখন তার সাধনায় সিদ্ধ হ'য়ে ফিরতে পেরেছে,—তখন রাজন্, কিছু বিশ্রামের অবসর তাকে দাও। সে তার আকাঙ্ক্ষিত জন্মভূমিতে ফিরে এসেছে; তাকে দু'দিন সেথা ক্লান্তি দূর করতে দাও। এই মাতার স্নেহাতুর বক্ষে, আমার পুত্রকে দু'দণ্ড শান্ত হ'তে দাও। এত ত্বরা, এত ব্যস্ততার আবশ্যকতা কি, প্রভু?

জগা। ওরে বাবা! দেরি ক'রলেই সব মাটী। "গয়াংগচ্ছ," "হচ্ছে হবে" ক'রে কি ভগবানের আরাধনার ফুরসুৎ মেলে? ধোপানী বল্লে, "বেলা গেল, বাসনায় আগুন দাও"। তাই শুনে যে কুবেরের ঐশ্বর্য্য, প্রাণাধিক-প্রিয় আত্মীয়বর্গ, নিজের ঐহিক সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে, সমস্ত বাসনায় আগুন দিতে পারে—সেই না তাঁর দর্শন পাবার, কৃপা পাবার অধিকারী হয়! অত ভেবে চিন্তে—হিসেব খতিয়ে সংসার করা হয়, সাধনা করা হয় না। পাঁজীতে নব বস্ত্র পরিধানের দিন আছে, জীর্ণ-বস্ত্র ত্যাগের দিন নেই। বাঁধন প'রতে শুভদিন দেখার দরকার—খুলতে নয়।

গুণ্ডিচা। বেশ। তবে যাও মহারাজ, আর বিলম্ব ক'রে কাল হরণের

প্রয়োজন নাই। আর পুত্র আমার, বৎস আমার, প্রাণাধিক আমার, তোমার ব্রাহ্মণত্বকে আমার মাতৃত্ব আজ ছাপিয়ে উঠেছে। আজ আমি তোমায় ভূদেব ব'লে প্রণাম না ক'রে, সন্তান ব'লে বুকে নিতে ব্যগ্র। কিন্তু ওদের যুক্তির জাল—আগ্রহের উন্মাদনা আমাদের মধ্যে ব্যবধান রচনা ক'রে, দূরে দূরে রাখতে চায়। তবে তাই হোক্। ওদের ব্যাকুলতা, ওদের ব্যস্ততা আজ ওদের বাসনা পূরণের পথ সুগম করুক্। ওদের অভীষ্ট তোমার চেষ্টায়—তোমার যত্নে—তোমার কৃপায় সত্বর সিদ্ধ হোক্। যাও মহারাজ, যাও। আর বিলম্ব ক'রো না। আমার হৃদয়ের সকল আবেগ—সব সুকুমার বৃত্তি জোর ক'রে চেপে রেখেছি। তুমি বিলম্ব ক'রলে হয় ত' তারা আর আমার বাধা মানবে না। হয় ত' তখন নিগড় হ'য়ে তোমার পায়ে জড়িয়ে থাক্‌বে। যাও! আমি বহু কষ্টে চক্ষু অশ্রু শূন্য রেখেছি—অসংখ্য দীর্ঘশ্বাসকে বক্ষে লুকিয়ে রেখেছি। আর বিলম্ব ক'রে, তাদের তোমার পথের কণ্টক হ'তে ডেকে এনো না।

ঋত্বিকগণ। জয় হোক্ মহারাণী! ধন্য তুমি মা জননী।

জগা। আর কি মহারাজ, এইবার রওনা হও।

ইন্দ্র। এস ব্রাহ্মণ, আমার হাত দু'খানি ধ'রে, আমায় নিয়ে যাবে চল'। আমি তোমার অনুসরণ ক'রে ধন্য হই।

বিদ্যা। আসুন।

[ইন্দ্রদ্যুম্ন ও বিদ্যাপতির প্রস্থান।

গুণ্ডিচা। সূর্য্য অস্ত গেছে—জগৎ অন্ধকারে ঢেকে যাক্!

জগা। আক্ষেপ ক'রো না মা। দুঃখ কিসের? মহারাজ গেলেন

জগৎপতির দর্শনে—জগন্নাথকে ধ'রতে। তুমি মা, তাঁর সহায় হ'য়ে, প্রকৃত সহধর্ম্মিনীর কার্য্য কর।

গুণ্ডিচা। কি ক'রবো আমি বাবা?

জগা। ঠাকুর এসে ব'সবে কোথা? থাকবে কোথা? তার ব্যবস্থা কর তুমি। দেখ, এই যে শতাশ্বমেধ যজ্ঞ ক'রলেন মহারাজ—এই যজ্ঞের জন্য লক্ষ শালগ্রাম সংগ্রহ ক'রতে হ'য়েছিল তাঁকে। তুমি সেই সব শালগ্রাম মূর্ত্তি একত্রিত ক'রে এক বেদী রচনা কর—সেইখানে এসে প্রভু আমার ব'সবেন।

গুণ্ডিচা। কেন, রাজ-ভাণ্ডারে মণি রত্নের ত' অভাব নেই। এক রত্ন-সিংহাসন নির্ম্মাণ করালে কি হয়।

জগা। আর লক্ষ শালগ্রাম দর্শন করা কি সোজা? যে আমার ঠাকুরকে দেখবার সুযোগ পাবে, তার ভাগ্যে লক্ষ শালগ্রাম দর্শনও হ'য়ে যাবে। আর "রত্ন রত্ন" ক'রে যদি এত উতলাই হ'য়ে থাক, তা হ'লে বাছা, ঐ বেদীরই নাম দিও—"রত্নবেদী।" সকল রতনের সেরা রতন—আমার নীলরতন ব'সবেন তার উপর।

১ম ঋ। উত্তম যুক্তি—চমৎকার ব্যবস্থা।

২য় ঋ। এ অপূর্ব্ব বেদী জগতে লোকের বিস্ময় উৎপাদন ক'রবে নিশ্চয়।

জগা। আর দেখ', একটা মন্দির তৈয়ারী করাও।

গুণ্ডিচা। মন্দির! কি মন্দির করাব আমি, বাবা? এই বিশাল ভূমণ্ডল যাঁর চরণ, অন্তরীক্ষ যাঁর নাভী, দশদিক্ যাঁর কর্ণ, চন্দ্র সূর্য্য যাঁর-যুগল নয়ন, স্বর্গলোক যাঁর মস্তক, সেই ত্রিলোকব্যাপী পরমেশ্বর পুরুষোত্তমের বাসযোগ্য মন্দির নির্ম্মাণ করাতে কি সক্ষম হব' বাবা!

জগা। পারবে মা, তুমিই পারবে। সমুদ্রতীর—যেখানে ধরণী সাগরকে আলিঙ্গন ক'রছে, সাগর আকাশকে চুম্বন ক'রছে, সেই স্থানে এমন এক দিব্য আয়তন গঠন করাও—যা উর্দ্ধে আকাশ ভেদ ক'রে মাথা তুলে দাঁড়াবে, যার শীর্ষের আন্দোলিত ধ্বজা বহু দূর হ'তে দেখে, পাপী-তাপী-ব্যথিত-পতিতের প্রাণে আশার সঞ্চার হবে, ঐ—ঐখানে আমার মুক্তির উপায়—উদ্ধারের নিদান বিরাজ ক'রছে!

[বলিতে বলিতে প্রস্থান।

গুণ্ডিচা। বাবা—বাবা, কোথায় যাও! কোথায় যাও! আমায় বিধান দাও—যুক্তি দাও। দেউল নির্ম্মাণের পরামর্শ না দিয়ে কোথায় যাও।

[গুণ্ডিচার প্রস্থান।

ঋত্বিকগণ। বিমনা হ'য়ে মহারাণী ছুটলেন। চল' দেখা যাক—কি হ'তে কি হয়।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

উৎসবচন্দ্রের বাটী।

গুড়ুক টানিতে টানিতে উৎসবচন্দ্রের প্রবেশ।

গীত

দেশ মিশ্র—তাল ফের্তা।

তোমায় চিন্‌তে পারে কে, ও আমার সাধের গুড়ুক !
তোমার শুভ্র জয়-পতাকা ধোঁয়ারূপে সদাই উড়ুক্ ॥
ব্যথিতের তুমি ব্যথাহারী,
শোকাতুরের মুছাও আঁখি বারি,
ক্লান্ত ভ্রান্ত পরিশ্রান্ত তোমায় পেলে হয় জীবন্ত
প্রাণে তাদের নব বসন্ত নাচে যেন তুড়ুক্ তুড়ুক্ ॥
মনিবের খেয়ে মুখ-ঝাড়া,
গিন্নীর দেখে নথ-নাড়া
আত্মারাম হ'লে খাঁচা-ছাড়া,
কে তারে আবার ফিরায় ধড়ে তুমি ছাড়া ?
কুঁড়ে লোকের তুমি মুরুব্বি, খাটিয়ের তুমি বল শক্তি,
বোকা লোকের বুদ্ধি বাড়ে তোমায় করিলে ভক্তি ; (গুড়ুক হে !)
তোমার গুণে ঠাণ্ডা হয় কত রগ-চটা,
কাঠ খোট্টার নীরস প্রাণে খেলে ভাবের ঘটা,
তুমি কত মজলিস্ রাখ গুল্‌জার শুনিয়ে বোল "ভুড়ুক্ ভুড়ুক্" !!

বিম্বাধরার প্রবেশ।

বিম্বা। ওগো, নাচ গণ্ডা পয়সা দাও।

উৎসব। পয়সা! দেখ প্রেয়সি, আমি কতবার ব'লেছি—আবার ব'লছি, পয়সার কথা আমায় শুনিও না। অর্থ হ'চ্ছে অনর্থের মূল। আমি সাধ ক'রে ও ঝঞ্ঝাটে সেঁধুতে চাই না। গোবিন্দ!

বিম্বা। ঝঞ্ঝাট ত' তোমার সবই। কুঁড়ের সর্দ্দার নাগর আমার কি নির্ঝঞ্ঝাটী মানুষ গো? দিন নেই রাত নেই, সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই একপাল অকর্ম্মার দল জুটিয়ে খালি গুড়ুক ফুঁকবে, আর কার সর্ব্বনাশ ক'রবে তার মতলব আঁটবে। কেবল আমি খরচের জন্যে হাত পাতলেই ঝঞ্ঝাট!

উৎসব। খরচটা কিসের শুনি? কিসের খরচ? সংসারে অভাব কি যে পয়সা খরচ ক'রে তার যোগাড় কত্তে হবে? মাঠে ধান, বাগানে আনাজ, গোয়ালে দুধ, জঙ্গলে জ্বালন—

বিম্বা। হাটে কলা, গাছে কাঁটাল, ভাঁড়ারে ইঁদুর, উনুনে নাকড়সার ফাঁদ ব'লে যাও—ব'লে যাও। কি আমার ফকিমন্ত পুরুষ গো! ধন দৌলত সোণা দানায় ঘর একদম জল জলাট।

উৎসব। আহা-হা, আমার যে কিছু নেই—সে কথা তুমিও জান', আমিও জানি। তবে মিছি মিছি ও কথা তুলে, আমায় দেক কর কেন বল দেখি? আমি কবে ব'লেছি যে আমি কুবের পুত্তুর কাত্তিক চন্দর!

বিম্বা। মরি, কি শাস্তর জ্ঞান গো! কাত্তিক ঠাকুর বুঝি যক্কিরাজ কুবেরের ছেলে?

উৎসব। না। সে তোমার মত প্রচণ্ডা উগ্রচণ্ডার বেটা।

বিম্বা। হ্যাঁ গো! আমি উগ্‌গুর চণ্ডী—দশবাই চণ্ডী—মালাই চণ্ডী

সবই ত' আমি। আমার দাপটে ঘরের লোক তিষ্ঠুতে পারে না। পাড়ার লোক টিক্‌তে পারে না। নাচে অতিথ আসে না। চালে কাক বসে না। দেখ', আমায় চটিও না ব'লছি— শীগ্‌গির নাচ গণ্ডা পয়সা দাও; নইলে আজ একটা কাণ্ড ক'রে ব'সবো।

উৎসব। কেন? পয়সার এত দরকার কিসের? একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে জবাব দাও দেখি, বিম্বামণি!

বিম্বা। আমি কলসী দাগব'।

উৎসব। কলসী দাগবে কি রকম?

বিম্বা। আজ জল-সংক্রান্তি না? আজ নাচটা কলসী—নাচ সরা চাল—নাচ থানা পাথা—নাচটা ক'রে পান স্থপারি—নাচ জন বামুনের হাতে দিলে—

উৎসব। অক্ষয় স্বর্গ—অনন্তকাল বৈকুণ্ঠে বাস—একেবারে চতুর্ভুজ! তা এর দাগটা কি?

বিম্বা। ওগো, শ্রাদ্ধের সময় ষাঁড় দাগে না? তাকে ভাল কথায়— শুদ্ধ ভাষায় কি বলে?

উৎসব। বৃষ-উৎসর্গ।

বিম্বা। ঐ হ'য়েছে। ঐ কথাই বলে ত'? তবে কলসী "ইয়ে" করাকে, কলসী দাগা না ব'লে আমার গতি কই? ভাল ক'রে —শুদ্ধ ক'রে ব'লতে গেলেই ত' তোমার নামটা ধরা হ'য়ে যাবে।

উৎসব। আমার নাম উৎসবচন্দ্র, আর এখন উচ্ছুগ্‌গু ব'ল্লে আমার নাম ধরা হয়। সাবাস্—ধন্যি গিন্নি! এমন নইলে পতিভক্তি!

বিম্বা। ওগো, ঠাট্টা কিসের? মেয়ে মানুষকে সোয়ামীর নাম, শ্বশুর ভাসুরের নাম, গুরুজনের নাম ধর্‌তে নেই। আমার মেজ

বোনের বড় জায়ের খুড়তুতো ভায়ের মামাতশালী নাম পালতো যে রকম তুমি শুন্‌লে ত' গালে হাত দিয়ে প'ড়তে। তার পিস্‌-শ্বশুরের নাম ছিল "কৃষ্ণ" আর ভাসুরের নাম ছিল "রাম"। কিন্তু ঐ দুটী নাম না নিলে মানুষের উদ্ধার নেই—তারক-বোম্‌-বোম্‌ নাম হয় না। কি করে—মেয়ে মানুষ, উপায় নেই! তাই সে রোজ সন্ধ্যের সময় মালা ঘুরিয়ে ব'ল ত' "হরে পিস্‌-শ্বশুর হরে পিস্‌-শ্বশুর, পিস্‌-শ্বশুর পিস্‌-শ্বশুর হরে হরে। হরে বট্‌ঠাকুর হরে বট্‌ঠাকুর, বট্‌ঠাকুর বট্‌ঠাকুর হরে হরে।"

উৎসব। ওঃ! এ তারকব্রহ্ম নামে তার মুক্তি নিশ্চয়। সে এতদিন স্বর্গে গিয়ে—

বিম্বা। বালাই—ষাট্‌! সে স্বর্গে যাবে কেন? শত্তুররা স্বর্গে যাক্‌। সে এখনও জলজ্যান্ত বেঁচে আছে।

উৎসব। কোথায় আছে? এমন চিজ্‌ একবার দেখতে পেলে ভাগ্যি ব'লে মানি। হরে কৃষ্ণ!

বিম্বা। সে এখন ঠিক কোথায় আছে, তা আমি জানি না। শুনেছিলুম—তাদের গ্রামে এক ময়রার সঙ্গে তীর্থি ক'রতে গেছলো, সেই তীথেই দু'জনে রয়ে গেছে।

উৎসব। আ—হা—হা! শ্রীগোবিন্দ?

বিম্বা। তা দাও পয়সা। বেলা কি হ'চ্ছে না?

উৎসব। আবার বেসুরো গাইলে কেন সোণা? বেশ ত' পাঁচটা রসালাপ হ'চ্ছিল।

বিম্বা। তোমার রস ধরে না, তুমি রসের কথা কও। আমার চোদ্দ পুরুষকে জলদান ক'রব, তার ব্যবস্থা আগে কর।

উৎসব। আরে, একদিন জল দিলেই কি চোদ্দ পুরুষের সারা বছরের

তেষ্টা মিটবে ? তারা কি উট জাতীয় না কি ? একদিন জল দিলে সাত দিন নিশ্চিন্ত।

বিম্বা। কি ! আবার গালগাল ? আমার চোদ্দপুরুষ ফুট !

উৎসব। আরে ফুট কে ব'ল্লে।—উট—উট—

বিম্বা। হ্যাঁ—হ্যাঁ। ঐ হ'লো। ঠাকুর-মশায়ের নামটা ধরি কি ক'রে ?

উৎসব। ঠাকুর-মশায়ের নাম ? তাঁর নাম ত' উপেন্দ্র।

বিম্বা। তা হ'লেই ঐ নাম আসে না ? যেমন বুদ্ধি !

উৎসব। উট ব'ল্লে উপেন্দ্র আসে ! ধন্যি বাবা !

বিম্বা। আসুক, আর না আসুক, আমার কলসী দাগার কি ব্যবস্থা ক'রছ, শুনি। ভাল চাও ত', নাচ গণ্ডা পয়সা,—যেমন ক'রে হোক্ দাও। নইলে তোমার ঐ ভুড়ুক্ ভুড়ুক্ গুড়ুক্ ফোঁকা বার ক'রবো—হুঁকো কল্‌কে ভেঙ্গে চুর-মার ক'রে দোব।

গীত।

ভূপালী মিশ্র—তাল ফেরুতা।

বিম্বা—ভাল যদি চাও পয়সা দাও—নইলে ভাঙব' হুকো কল্‌কে॥
উৎসব—সত্যি নাকি পদ্মমুখী রস যে উঠছে ছল্‌কে॥
ভাঙ' গে' ভাতের হাঁড়ি, ভাঙ' নিজের হাতের শাঁখা,
রেগেছ তুমি যে তার পরিচয় হবে পাকা।
বিম্বা—ভাঙলে পরে ভাতের হাঁড়ি, গিল্‌বে কিসে কাঁড়ি কাঁড়ি
হাতের শাঁখা ভাঙ্গলে কে ঠেকাবে যমের দলকে ?
উৎসব—ও আমার এয়োরাণী, ভাগ্যিমানী,
তোমায় পেয়ে আমি ভাগ্যি মানি,
আমার জন্যে তুমি বই কে দেখায় দরদ এতখানি !

বিশ্বা—এম্নি ধারা ক'রলে ঠাট্টা, থাক্‌বে না আর ঐ ঠাট-টা,
দেখেছ চেলা কাঠ-টা—ভাঙব' মাথায় ওল-কে ॥
উৎসব—তুমি অসাধ্য সাধিকে ! কালী কমলা রাধিকে !
এ উগ্রমূর্ত্তি সম্বর, তুমি সব পার' গো সব পার'
তুমি বোল্‌কে পার কর্ত্তে কল,—ঝোল কর গো ঘোলকে ॥

উৎসব। (গীতান্তে) আরে চুপ্‌! চুপ্‌! লেগেছে—লেগেছে। এক জন জাঁকালো পোষাক, ভড়কালো চেহারা এ দিকে আসছে। সঙ্গে একটী মাত্র সঙ্গী। আমাদের বাড়ীর দিকেই আসছে। চুপ্‌! সবুর! শিকার একদম মুখে এসে জুটেছে। নারায়ণ!
নেপথ্যে বিদ্যাপতি। বাটীতে কে আছেন? দ্বারে অতিথি। কে আছেন বাটীতে?
উৎসব। আসুন, আসুন—আমার বহু ভাগ্য! আজ কি সুপ্রভাত! অতিথি আমার দ্বারে। আসুন—আসুন!

ইন্দ্রদ্যুম্ন ও বিদ্যাপতির প্রবেশ।

বিদ্যা। ভদ্র, রাজাধিরাজেন্দ্র মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন তোমার দ্বারে অতিথি।
উৎসব। ওরে বাপ্‌রে! (মাত্রা দিয়া) রাজাধিরাজেন্দ্র মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন। যেন একটী ধামারের বোল। কৎ ধেটে ধেটে ধা গ দেনে দেনে তা।
বিদ্যা। অশিষ্ট, মহারাজ স্বয়ং তোমার দ্বারে উপস্থিত, আর তুমি এ ভাবে তাঁর সঙ্গে বিদ্রূপ পরিহাস ক'রতে সাহসী হ'চ্ছ?
বিশ্বা। না বাবা! পরিহাস নয়। রাজ-দর্শনের আনন্দে ওর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে, তাই অমন আবোল তাবোল ব'কছে।

উৎসব। (জনান্তিকে) সাবাস, বিন্বামণি! শ্রীগোবিন্দ!

বিম্বা। বাবা, আমরা দুঃখী মানুষ, নাচ গণ্ডা পয়সার জন্যে, আজ চোদ্দ পুরুষের মুখে জল দিতে, নাচটা কলসী দাগবো, তা পার্‌ছি না। আমরা কেমন ক'রে রাজা মহারাজের যত্ন আত্তি সেবা ক'র্‌বো?

ইন্দ্র। কোন চিন্তা নাই মা! এই আমার অলঙ্কার, রাজবেশ সব নাও। এর বিনিময়ে আমাদের জন্য কিছু সংগ্রহ করা, তোমাদের পক্ষে কঠিন হবে না।

উৎসব। রাজা—রাজা, মহারাজ, রাজচক্রবর্ত্তী, এ আপনি কি ব'লছেন? এত অলঙ্কার—রাজ ভাণ্ডারের উজ্জ্বলতম রত্নরাজি-খচিত এত অলঙ্কার আপনি স্বেচ্ছায় সানন্দে আমাদের দান ক'রতে চাচ্ছেন?

ইন্দ্র। আশ্চর্য্য হ'চ্ছ কেন ভদ্র! আমি তোমাদের কুটীরের ধার দিয়ে যাচ্ছিলাম। সামান্য কয় গণ্ডা পয়সার জন্য তোমাদের উভয়ের কলহ হঠাৎ আমার কাণে প্রবেশ করে। আমার মনে ধারণা ছিল, অন্তরে অহঙ্কার ছিল—যে আমার রাজ্য আমার দানের প্রভাবে দারিদ্র্য শূন্য। কিন্তু তোমাদের কলহ আমার সে ভ্রম ঘুচিয়ে দিয়ে, সে অহঙ্কার চূর্ণ ক'রেছে। তাই আমি এখন এসেছি তোমাদের কাছে—হে আমার অভিমান বিদূরিত-কারী, অহঙ্কারনাশী, জ্ঞানদাতা, চৈতন্যদাতা গুরু-দম্পতী, আমার এই সামান্য অর্ঘ্যে তোমাদের পূজা ক'রতে। পূজা অন্তে আমি যাব—কাঙাল বেশে, আমার সেই কাঙালের ঠাকুর, নিরভিমান—নিরহঙ্কার নীলমাধবের সন্দর্শনে।

বিম্বা। হ্যাঁ বাবা। তা দাও—দাও। গুরুগিরি আমাদের বেব্‌সা—

বামুনের মেয়ে! দাও—যা কিছু দেবে, সব আমায় দাও। ওকে দিও না বাবা,—ফক্কিছাড়া মিন্সের হাড়ে ফক্কি নেই;—সব দু'দিনে উড়িয়ে দেবে।

উৎসব। দি'ন মহারাজ, আপনি যে অর্থ স্বেচ্ছায় ত্যাগ ক'রে নিজের মহত্ত্ব দেখাতে এসেছেন—সেই অর্থের রজ্জুতে আমায় বাঁধবেন না। দি'ন তা ঐ লোভী, স্বার্থপর, সুখান্বেষী রমণীকে। ও তাই নিয়ে মেতে থাক। আমি শুধু আপনার সঙ্গে যাব। সেই সকল সম্পদ, সব বৈভবের মূলাধার, সেই মুরলীধরের দর্শন ক'রতে।

বিদ্যা। (স্বগতঃ) আশ্চর্য্য! জগন্নাথ, তুমি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে দীনবেশে সাজিয়ে আজ তোমার দীননাথ রূপ দেখাতে লালায়িত। কিন্তু এ কি বিচিত্র ব্যাপার প্রভু! ক্ষণপূর্ব্বে যে অর্থলোলুপ, কার্পণ্যের অবতার, সামান্য কিছু তাম্রমুদ্রার জন্য স্ত্রীর সঙ্গে কলহে রত হ'য়েছিল, সে কেমন ক'রে এই রাজ-ঐশ্বর্য্যের মোহ একদণ্ডে কাটিয়ে দিতে পারলে?

ইন্দ্র। কি দ্বিজনন্দন! তুমি অবাক্ হ'য়ে কি দেখছ'?

বিদ্যা। বাবা-ঠাকুর বড় আক্রান্ত হ'য়ে এসেছে, অনেক পথ হেঁটেছে বোধ হয়। একটু ব'সে জিরোও না বাবা! বল' না গো একটু ব'স্তে। কি লোক মা!

উৎসব। না—না—না। ঠাকুর—ঠাকুর, মহারাজ—মহারাজ, আর এখানে নয়—এখানে নয়। এক দণ্ড নয়—এক মুহূর্ত্ত নয়। চলুন—পালিয়ে চলুন। এখান থেকে পালিয়ে চলুন। এ রকম নরকে আপনাদের স্থান নেই। চলুন দেবদূত, দেবলোকের স্নিগ্ধ আলোক দেখিয়ে, আমায় এ নরকের বাইরে নিয়ে যাবেন

চলুন। বিম্বা, রইলো তোমার ঘর সংসার—বিষয় আশয়—ধন দৌলত। আমি চল্লুম সেই পরম ধনের সন্ধানে। শ্রীহরি—

[উন্মত্তবৎ প্রস্থান।

ইন্দ্র। মা, তুমি এ সব অলঙ্কার গুছিয়ে তুলে রাখ। আমরা চল্লাম—দেখি, যদি পথ হ'তে তোমার উদ্‌ভ্রান্ত স্বামীকে ফিরাতে পারি।

বিদ্যা। (স্বগতঃ) এই নারী। শ্রীভগবান এইরূপ কোন নারীর পাপানুষ্ঠানে অঙ্গহীন যে না হ'তে পারেন, তা কে ব'লবে ?

ইন্দ্র। চল' দ্বিজপুত্র !

[ইন্দ্রদ্যুম্ন ও বিদ্যাপতির প্রস্থান।

বিম্বা। কার মুখ দেখে আজ উঠে ছিলুম রে! আঃ! এত হীরে মুক্ত মাণিক! যা বা মুখপোড়া মিন্সে, তুই গেলি ত' ব'য়ে গেল। আমি এই সব নিয়ে সুখে দিন কাটাবো। বলে—“ধন নেই যার, কেউ নেই তার”। আমার যখন ধন দৌলত মিলেছে—তখন সাই সাত্তির ভাবনা কি? খবর দিই গে আমার ভায়েদের।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

নগর উপকণ্ঠস্থ পথ।

জনৈক পথিকের প্রবেশ ও গীত।

মালকোষ—ধামার।

শুনেছে পতিত জন তোমার আহ্বান।
ছুটেছে তোমার পথে ল'য়ে শঙ্কাকুল প্রাণ॥
তুমি তারে ডেকে লও,　　লও তারে কোলে,
ধুয়ে দাও মলা মাটী,　　স্নেহ-মাখা বোলে,
ধরিয়া শঙ্কিত হাত পদতলে দাও স্থান॥
বহিতে পতাকা তব　　দাও তারে শকতি,
সন্দ ধন্ধ ভরা প্রাণে　　দাও প্রেম ভকতি,
নয়নে তার বহুক্ ধারা, কণ্ঠে উঠুক্ তব জয় গান॥

[প্রস্থান।

উদ্‌ভ্রান্ত উৎসবচন্দ্রের প্রবেশ।

উৎসব। তাই ত' কোন্ পথে যাব? মনের আবেগে—প্রাণের উত্তেজনায় বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে এল্লুম। কিন্তু মহারাজ আর সেই মহাতেজা ব্রাহ্মণ যুবকের সন্ধান ত' ক'রে উঠতে পারছি না। কোন্ পথে গেলেন তাঁরা? সত্যি কি তাঁরা আমার সেই পাপ পুরী ছেড়ে বেরুতে পেরেছেন; না পাপিষ্ঠা বিম্বাধরার চক্রান্তে প'ড়ে, সেই নরকেই এখনও আবদ্ধ আছেন? কি ক'রবো? একবার বাড়ী ফিরে গিয়ে দেখে আসবো—সত্যি তাঁরা সেখানে আছেন কি না? না না। বাপ্ রে,

যে ফাঁস্ একবার কাটিয়েছি, আর তাতে পা দিচ্ছি না। বিশ্বার কবলে আবার প'ড়লে আর নিস্তার থাকবে না। যাক্— মহারাজ কি ব্রাহ্মণকুমার যে পথেই যান না কেন, আমি একবার যখন সত্য-পথের সন্ধান পেয়েছি, আর বিপথে যাচ্ছি না। গোবিন্দ—গোবিন্দ! রাজ্যেশ্বর যখন তাঁর রাজৈশ্বর্য্য ফেলে ছুটে বেরুতে পেরেছেন,—আমি কি এতই অভাগা যে সামান্য অর্থের মোহ কাটাতে পারব' না? কেন পারব' না? লোকে বলে,—মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই। আমি যদি সত্যি "মানুষ" হই তবে কেন পারব' না? মধুসূদন, আমায় "মানুষ" কর'। "মানুষ" হবার শক্তি দাও!

[উদ্‌ভ্রান্তবৎ প্রস্থান।

একদল গ্রাম্য নর নারীর গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

দেশ-সিন্ধু—খেমটা।

স্ত্রীগণ—আউ টান না পিকা।
রাজা সব লুটাই দিলা, চঞ্চড় সব টিকা।
পুরুষগণ—রইথা—রইথা—টিকে র',
ইমিতি করুচু কাঁইকি হ'!
বাইয়ানী হলা মাইকিনী সব
অনানি বাইধর, মথা, ভিখা॥
স্ত্রীগণ—বাপ্প-লো, মা-লো, করিবি কঁড়?
পিটিবি মুণ্ড, না মুয়েরে মারিবি চাপড়!
অলসিয়া নাই তমর বড়!!

পুরুষগণ—টঙ্কা পয়সা কঁড় হব ?

রসবতি তম্ভর মুয়েরে অছি সব।

তুম্ভে আমর রূপা, সোণা, হীরা, পন্না,

ধাঁড়, চাউড়, থাড়ি, কঁসা, ঘর-কন্না,

তম্ভকু মিড়িচি যেম্ভ বেড়ারে

হেড়া সব সম্পদ ফিকা ॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নীলাচল।

ইন্দ্রদ্যুম্ন ও বিদ্যাপতি।

ইন্দ্র। একি ভয়ঙ্কর স্থান! ঊর্দ্ধে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের খর তাপ, নিম্নে অনন্ত বালু রাশি অগ্নি-কণার ন্যায় তপ্ত, মধ্যস্থলে উষ্ণ বায়ু যেন অবসাদ-ক্লিষ্ট হ'য়ে নিথর দাঁড়িয়ে নিজের শ্রান্তি দূর ক'রছে। দ্বিজপুত্র, এ কোথায় এলে? এখানে এসে আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন অবসন্ন হ'য়ে প'ড়ছে। এখানে কি দেবতা কখনো বাস ক'রতে পারেন?

বিদ্যা। মহারাজ! এইস্থানে পুরুষোত্তমের বাস, এ বিষয়ে কেমন আমারও সন্দেহ হ'চ্ছে! কিন্তু রাজন্, এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! যোজন যোজন পথ অতিক্রম ক'রে আমি অক্লেশে আপনাকে এতদূরে আনতে পেরেছি—কোথাও কোন বিঘ্ন উৎপন্ন হয় নি—কোথাও এতটুকু পথ ভুল হয় নি,—আর এখন আমি আমার আকাঙ্খিত লক্ষ্য-স্থলে, নির্দ্দিষ্ট গম্য-স্থানে, সেই নীলাচলে এসে পথ হারিয়ে ব'সেছি—এ কথাও যেন প্রাণের সঙ্গে বিশ্বাস ক'রতে পারছি না। এ কি সত্য, এ কি সম্ভব!

ইন্দ্র। ব্রাহ্মণকুমার! তুমি কি বেশ স্মরণ ক'রতে পারছো, যে যেখানে তুমি সেই জগৎপতি জগন্নাথের মূর্ত্তি দেখেছিলে, সে স্থান

এইরূপ জন-মানব-হীন তরু-গুল্ম-লতা-বিবর্জ্জিত, পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ-বিরহিত, পানীয়ের চিহ্ন-মাত্র-শূন্য ভীষণ মরুভূমি? সেথায় দিক্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে শুধু তপ্ত রবির দীপ্ত রশ্মি-জালে —আর বালুকার অনল উদ্গীরণকারী উষ্ণ নিশ্বাসে? না —না ব্রাহ্মণ, নিশ্চয় তা নয়। তুমি বোধ হয় এমন ভয়ঙ্কর স্থান এই প্রথম দেখেছ!

বিদ্যা। সত্য মহারাজ, আমি এমন স্থান জীবনে এই প্রথম প্রত্যক্ষ ক'রছি। এ স্থান, আর যেথায় আমার প্রভু নীলমাধব রূপে বিরাজ ক'রছেন, এদের মধ্যে প্রভেদ—স্বর্গ আর নরক। আমি দেখেছি সে স্থানে অনন্ত প্রসারি বটবৃক্ষ অনন্ত বাহু বিস্তার ক'রে ক্লান্ত—শ্রান্ত—তাপিতকে স্নেহশীতল কোলে নিতে ব্যগ্র। সেথায় বনানীর শ্যাম শোভা নভঃ নীলিমার প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে গর্ব্ব ভরে দাঁড়িয়ে আছে। অগণিত ফুল রাজি—তাদের বর্ণের বৈচিত্র, সৌষ্ঠবের বৈচিত্র নিয়ে—মৃদু-মলয়-হিল্লোলে সদাই দোদুল। সেথা বিহগের কাকলি মৌন নিশীথিনীরও ধ্যান ভঙ্গ ক'রে দেয়। আর সবার উপর—সবার উপর সদ্য বিকশিত পদ্ম গন্ধে সে স্থানের আকাশ-বাতাস-জল-স্থল মাতোয়ারা—আত্মহারা। মহাভাগ, এ সে স্থান নয়—নয়। রাজেন্দ্র, আমি অকারণ আপনাকে এত কষ্ট দিয়ে, কোন বিপথে নিয়ে এসেছি —আমায় শাস্তি দি'ন—দণ্ড দি'ন।

ইন্দ্র। না—না, তুমি দোষী নও, তুমি দায়ী নও। এ আমার কর্ম্মফল! আমার অভিমানের—আমার অহঙ্কারের ফল! সেই সাধন দুর্ল্লভ ধনকে আয়ত্ব ক'রতে না ক'রতে আমি মনে মনে অহঙ্কার পোষণ ক'রেছিলেম, যে "মানুষ কি মূর্খ! কেন তারা

এত কঠোর সাধনা, এত দুষ্কর তপস্যা ক'রে মরে! এই ত' আমি আজ অনায়াসে, বিনা সাধনায়, সেই জগৎচিন্তামণির দর্শন লাভ ক'রতে সমর্থ হ'ব।" এ বিড়ম্বনা এ দুর্ভোগ তারই প্রতিফল। দ্বিজনন্দন, মূর্খ আমি, অভিমানি আমি, অহঙ্কারী আমি,—আমার মাৎসর্য্যের জন্য তোমাকেও এই ক্লেশ ভোগ ক'রতে হচ্ছে।

যমের প্রবেশ।

যম। কেন অকারণ এই নিদারুণ ক্লেশ ভোগ ক'রে, তোমার সুখ-পালিত, ঐশ্বর্য্য লালিত দেহকে নিরন্তর খিন্ন ক'রছ মহারাজ? ছেড়ে দাও এ খেয়ালের খেলা। এ উন্মত্ততা ত্যাগ ক'রে, রাজা তুমি,—রাজ্য শাসন, প্রজা পালন প্রভৃতি মহান্ কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ কর গে।

ইন্দ্র। কে তুমি আশ্চর্য্য পুরুষ, এই জন-মানব-শূন্য, শ্মশান তুল্য মরু মাঝে একাকী বিচরণ ক'রছ? তুমি কে?

যম। মহারাজ, আমি এ মাটীর মেদিনীর জীব নই। মনুষ্য সমাজ হ'তে বহু উচ্চে আমার স্থান। আমি ধর্ম্মরাজ যম; জগতের যাবতীয় জীবের পাপ পুণ্যের বিচারকর্ত্তা।

ইন্দ্র। বটে—বটে! আমার অপরাধ হ'য়েছে ধর্ম্মরাজ। আমি আপনাকে চিনতে না পেরে, আপনার সঙ্গে ধৃষ্টতা ক'রেছি—আমায় মার্জ্জনা করুন।

যম। রাজন্, শিষ্টাচার ও বিনয় গুণে তুমি জগতের আদর্শ, তা আমি জানি। আমি তোমার উপর পরম পরিতৃপ্ত। জান ত'—ধর্ম্ম ব্যতীত মানব কিছুতেই উন্নত হ'তে পারে না। আর তুমি যে এত দূর উন্নতি ক'র্ত্তে পেরেছ', সে শুধু আমারই আনুকূল্যে।

ইন্দ্র। তা সত্য দেব। ধর্ম্ম বই, আমি অধর্ম্মকে কোন দিন প্রশ্রয় দিই নি। তাই আপনিও আমায় কৃপা-কটাক্ষে সদাই দেখে থাকেন।

যম। বৎস, আমি তোমায় বিশেষ অনুগ্রহ করি ব'লেই, আজ এই ভীষণ মরুভূমে আবির্ভূত হ'য়ে, তোমায় নীলমাধবকে তোমার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করবার উপক্রম হ'তে নিবৃত্তি ক'রতে এসেছি।

ইন্দ্র। কেন প্রভু ?

যম। কারণ, তুমি বোধ হয় জান যে, যে কেউ সেই নীলমণিময় মূর্ত্তি দেখবে, সেই জীবন্মুক্ত হ'য়ে সকায়ে বৈকুণ্ঠ গমনের অধিকারী হবে।

ইন্দ্র। তা জানি দেব !

যম। তবে বুঝে দেখ,—আমি যমরাজ, তাদের আজন্ম আচরিত কুকর্ম্মের হিসাব নিয়ে ব'সে থাকব'; কিন্তু তারা তোমার প্রতিষ্ঠিত দেব দর্শন ক'রে যদি মুক্তি লাভ করে, তা হ'লে তাদের অনুষ্ঠিত পাপের ফলভোগ তোমায় ক'রতে হবে।

ইন্দ্র। আমি তাদের অনুষ্ঠিত পাপের ফলভোগ ক'রব ?

যম। নিশ্চয়।

ইন্দ্র। কি ফলভোগ ক'রতে হবে ?

যম। অনন্তকাল নরকবাস।

ইন্দ্র। আর তারা ? তাদের মুক্তি ত' নিশ্চিত ?

যম। হ্যাঁ, তা নিশ্চিত বটে।

ইন্দ্র। তবে দেব, আমায় আর বিরত ক'রতে চাইবেন না। আমার ধ্যানের ধন, জীবনের সাধনা, সেই জগবন্ধু জগন্নাথকে জগৎ সমীপে উপস্থাপিত, প্রতিষ্ঠিত ক'রে আমায় কৃতার্থ হ'তে দিন।

যম। কি বাতুলের প্রলাপ ব'কছ তুমি রাজা!

ইন্দ্র। বাতুলতা নয়—প্রলাপ নয় ধর্ম্মরাজ! আমি একা নরক ভোগ ক'রলে যদি কোটী কোটী জীব মুক্তি লাভে সমর্থ হয়, তাদের চির বাঞ্ছিত—চির আকাঙ্ক্ষিত মোক্ষের অধিকারী হয়, তা হ'লে দেব কৃতান্ত, আমি এক জীবন নয়—অনন্ত জীবন ধ'রে, কোটী কল্প কাল পর্য্যন্ত নরকের অন্ধকার আবর্ত্তে প'ড়ে থাকতে পশ্চাৎপদ্ নই। দেব—প্রভু—ধর্ম্মরাজ, তখন সে কুম্ভিপাক—সে রৌরব—আমার গৌরবের সৌরভে পূর্ণ হবে। নরকে আমি স্বর্গের সুখ—স্বর্গের শান্তি লাভ ক'রে ধন্য হব।

বিদ্যা। ধন্য হবেন কি মহারাজ? আপনি চির ধন্য জগন্মান্য! আপনাকে বক্ষে ধ'রে ধরিত্রী নিজে ধন্যা। আপনার এ মহানুভবতা, এ হৃদয়ের প্রসার, চিরদিন শমনের ভ্রূকুটী, মৃত্যুর মিথ্যাচারকে উপেক্ষা ক'রে, আপনাকে চির ভাস্বর, চির স্মরণীয়, অমর ক'রে রাখবে। ঐ দেখুন মহারাজ, কৃতান্ত আপনার কথায় বিস্ময়ে বাক্ শূন্য হ'য়ে, শুধু আপনার মুখের পানে চেয়ে আছে।

যম। (স্বগতঃ) ক্ষোভে অঙ্গ জ্বলে যায়। দাম্ভিক রাজার কি দম্ভ! (প্রকাশ্যে) সত্য মহারাজ, আমি বিস্ময়ে অবাক্ হ'য়ে গেছি! তোমার মহত্বের নিকট, তোমার উদারতার সমক্ষে শমনের দণ্ডও শিথিল হ'য়ে যায়। তুমি ধন্য! তবে যাও বৎস, তোমার অভীষ্ট সাধন উদ্দেশ্যে, জগতের অশেষ কল্যাণ কামনায়—যাও সেই কমলাকান্তের দর্শন লাভে চরিতার্থ হও গে। আমি তোমার পরীক্ষা করবার জন্য তোমার সঙ্গে এ ভাবে ছলনা ক'রছিলাম।

ইন্দ্র। দেব, কোথায় সে সুদর্শন মাধব আছেন, যদি আপনার অগোচর না থাকে তা হ'লে, আমায় নির্দ্দেশ করুন। আমার সঙ্গী—আমার পথ প্রদর্শক—আমার প্রাণ-তুল্য-প্রিয় এই ব্রাহ্মণ-কুমার, কি জানি কোন কুহকীর কুহকে, পথ হারিয়েছে। আপনার দয়া ব্যতিরেকে শ্রীভগবানের সন্দর্শন লাভ আমার ভাগ্যে নাই।

যম। (স্বগতঃ) হ'য়েছে। দর্পান্ধ রাজা, এইবার তুমি আমার আয়ত্তে এসেছ। (প্রকাশ্যে) রাজন্, জগৎপতির সে নিত্য-বিগ্রহ শবর বিশ্বাবসু কোথায় লুকিয়ে রেখেছে, তা কেউ জানে না। সমুদ্র তরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত বালুকারাশি এ প্রদেশকে সমাচ্ছন্ন সমাহিত ক'রেছে। শুধু সেই শবর, আর তার কন্যা ললিতা এই পরিত্যক্ত প্রান্তরে বিরাজ ক'রছে। সেই শবর মাত্র জানে কোথায় নীলমাধবের নীলমণিময় বিগ্রহ লুকায়িত আছে। তুমি প্রথমে সেই শবরের নিকট যাও, তার নিকট হ'তে কৌশলে সকল সন্ধান জেনে তারপর—

ইন্দ্র। কৌশলে ?

যম। হ্যাঁ কৌশলে। সে শবর বড় ধূর্ত্ত, তার নিকট হ'তে সন্ধান পেতে হ'লে, তুমি শুধু কৌশল নয়, আবশ্যক হয় ত' পীড়ন —কঠোর উৎপীড়ন ক'রতেও পরাঙ্মুখ হয়ো না। জান ত' "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ"। তা হ'লে আমি এখন আসি বৎস, তুমি তার নিকট যাও। ঐ অদূরে যে বালুকার স্তূপ দেখতে পাচ্ছ—ওরই বিপরীত দিকে সকন্যা শবর অবস্থান ক'রছে। যাও, তুমি সত্বর তার কাছে যাও। (স্বগতঃ) ভক্তবীর বিশ্বাবসুর উপর অত্যাচার উৎপীড়ন ক'রলেই রাজা

পুণ্যভ্রষ্ট হ'য়ে নীলমাধব দর্শনে বঞ্চিত হবে ;—তা হ'লেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'বে। (প্রকাশ্যে) আমি আসি মহারাজ, তুমি দৃঢ় হস্তে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অগ্রসর হও।

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। দ্বিজনন্দন, চল—আমরা অগ্রসর হই। পথ হারিয়েছিলেম, দেবতা সুপ্রসন্ন হ'য়ে পথের সন্ধান দিয়েছেন। এবার সেই পথে, এস' আমরা অগ্রসর হই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অক্ষয় বটতল।

ললিতা ও বলভদ্রা।

ললিতা। বোন, ভাগ্যে তোমাদের পেয়েছিলুম, তাই এই জন-মানব-শূন্য মরুভূমে দুটো কথা কইবার, প্রাণের দুঃখ, মনের কষ্ট জানাবার লোক পাওয়া গেছে।

বল। আমরা আর তোমার মনের দুঃখ কষ্টের কথা শুনলে কি হ'চ্ছে দিদি! আমরা ত' তোমার কিছু ক'রতে পারছি না।

ললিতা। তবু তোমাদের সঙ্গে দুদণ্ড বুক জুড়িয়ে দুটো কথাও কইতে পাচ্ছি। নইলে একে এই নির্জ্জন বালুকার শ্মশান, তাতে বাবার এই দারুণ অবস্থা। তিনি ত' উন্মাদও নন, প্রকৃতিস্থও নন। যেন সদাই অন্যমন—বিচঞ্চল। আমি একা তাঁকে নিয়ে কি ক'রতুম বল' দেখি বোন! তোমার দাদারা

ত' যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে বাবার সেবা ক'রছেন। তাঁর নিজের ছেলে নেই সত্য—কিন্তু কারো নিজের ছেলেও এ রকম পারে কি না সন্দেহ। আর তুমি ত' মূর্ত্তিমতী করুণা! আমার আশা, ভরসা, সম্বল, সান্ত্বনা—সবই তুমি। তোমার ঋণ আমি কখনও শোধ ক'রতে পারব' না।

বল। দিদি আমার ক্ষেপী। ক্ষেপীর মত কি যে বকে তার ঠিকানা নেই। আমরা তোমাদের সেবা পরিচর্য্যা ক'রছি, না তোমরাই আমাদের আশ্রয়স্থল হ'য়ে এই ভয়ঙ্কর স্থানে আমাদিগের রক্ষা ক'রছ? তোমরা না থাকলে, আমরা এই বালি ঢাকা মরুভূমির কোথায় যেতুম বলত'?

ললিতা। বেশ বেশ খুব ব'লেছ। এখন বাবার জন্য কি করি? নীলমাধবের ভাবনা ভেবে—ঠাকুর তাঁকে ছেড়ে চ'লে যাবেন ভেবে—বাবার যে আহার নিদ্রা বিরাম বিশ্রাম কিছুই নেই, এর কি উপায়? আচ্ছা বোন, তোমার বড় ভাই নীলাম্বর ত' ব'লেছ খুব শক্তিমান বীরপুরুষ! তা, যদি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের লোক জোর ক'রে নীলমাধবকে এখান থেকে নিয়ে যেতে আসে ত', সে কি তাদেরকে হটিয়ে দিতে পারবে না! তা হ'লে ত' মাধব এখানেই থাকবেন—আর বাবারও উদ্বেগ উৎকণ্ঠা থাকবে না।

বল। ব'লেছ—কথাটা মন্দ নয়। কিন্তু যে রকম আলবড্ডা লোক সে, কখন কোথায় থাকে তার ঠিক নেই। রাজার লোক যদি তার অনুপস্থিতে এসে পড়ে, তখন কি হবে?

ললিতা। কোথায় গেছে বল ত' বোন, নীলাম্বর? আজ ফিরে এলে তাকে এ জায়গা ছেড়ে আর কোথাও যেতে মানা ক'রে দেব। আমার কথা সে রাখবে না বোন?

বল। আমার ভায়েদের একটা গুণ দেখি, তারা আর্ত্তের কথা—বিপন্নের কথা কিছুতেই উপেক্ষা করে না—ক'রতে পারে না। সেটা যেন তাদের স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ। ঐ দেখ না, দাদার কথা তোমার মনে জাগতে না জাগতেই লাঙ্গল কাঁধে দাদা আমার এসে উপস্থিত হলো।

নীলাম্বরের প্রবেশ।

নীলা। আমায় আরো আগে ব'লতে হয় দিদি! এই—দেখ দেখি সব ধান গুলোই বালির ভেতর থেকে বার ক'রেছি কি না?

ললিতা। একি, এত ধান তুমি পেলে কোথায়?

নীলা। ব'লছি না বালির ভিতর থেকে। তুমি ব'ললে না "ধান ছড়াতে ছড়াতে তুমি আর তোমার স্বামী প্রথম নীলমাধবকে দর্শন ক'রতে এই অক্ষয় বট মূল পর্য্যন্ত এসেছিলে? তারপর সমুদ্রের ঢেউয়ে সে সব ধান চাপা পড়েছিল?"

ললিতা। হাঁ। তাতে কি?

নীলা। ঐ কথা শুনেই আমি ভাবলুম, কি এত ধান বালি চাপা থাকতে এতগুলো প্রাণী এই বালি আড়ির উপর অন্নাভাবে মরবে! দেখি বালি খুঁড়ে ধান বার ক'রতে পারি কি না। যেম্‌নি ভাবা অম্‌নি লাঙ্গল কাঁধে দে দৌড়! ফাল্ ফাল্ ক'রে বালি আড়ি কেটে ফেলে, একটী একটী ক'রে খুঁটে খুঁটে দেখ দিদি, সব ধান গুলিই এনেছি কি না!

ললিতা। আশ্চর্য্য মানুষ তুমি! এত পরিশ্রম ক'রলে এই ক'টা ধানের জন্য!

নীলা। ক'টা কি গো! এই লাঙ্গলের ইস্ দিয়ে থেঁতো ক'রে তুঁষ

উঠিয়ে এনে দেখাচ্ছি, কত চাল বেরুবে। এক কুঁড়ি ভাত হবে দিদি. সবাই মিলে বেশ চোর্ব্বচোষ্য আহার করা যাবে এখন।

বল। ভাত ফুটবে কিসে দাদা! হাঁড়ি কুঁড়ি সবই ত' বালি চাপা প'ড়েছে!

নীলা। কিছু ভাবনা নেই। সুখে থাক্ এই অক্ষয়বট। এর এমন ঢলা ঢলা পাতা আছে। এতেই পুট তৈরী ক'রলে চাল ফুটে ভাত হবে। আমি চল্লুম।

[প্রস্থান।

বল। কি দিদি, কি দেখছ' ?

ললিতা। দেখছি এ কি রকম মানুষ! এত শক্তি, এত ধৈর্য্য, এত অধ্যবসায় একাধারে যাতে বর্ত্তমান, সেই মেদিনীর বক্ষ হ'তে ক্ষীর ধারা পান ক'রবার যোগ্য পাত্র। সেই ধরিত্রীকে কর্ষণ ক'রে তার ভাণ্ডারের রত্নরাজি আপন আয়ত্তে আনতে সমর্থ।

বল। দিদি, পুরুষের এই কর্ষণী শক্তিই ত' তাকে মানুষ ব'লে পরিচিত করায়। যে জন নিজ শক্তির হল চালনার দ্বারা সংসার ক্ষেত্রকে কর্ষণ ক'রে কাম্য ফল লাভ ক'রতে না পারে, সে কিসের পুরুষ ? এই কর্ষণী শক্তিই জগতে পুরুষের শক্তি। আর প্রকৃতির হ'চ্ছে আকর্ষণী শক্তি। সংসারে পুরুষ—তার দেহের শক্তি, মস্তিষ্কের ক্ষমতা, হৃদয়ের বল, ধৈর্য্য স্থৈর্য্যের প্রভাব বিস্তার ক'রে মাটীর মেদিনীকে সোণায় মুড়ে দেবে, সুখে ভ'রে দেবে, শান্তির সদন ক'রে তুলবে। আর নারী—তার আকর্ষণী শক্তিতে পুরুষকে কর্ম্মের দিকে, উৎসাহের পথে, সাধনার মুখে আকর্ষণ ক'রে, তাকে সর্ব্বদা সিদ্ধির আশায় উদ্ভাসিত ক'রে তুলবে।

জগতে নারীর এই আকর্ষণ না থাকৃলে, পুরুষ মাতার স্নেহে—বনিতার প্রেমে—কন্যার ভক্তিতে—ভগ্নীর প্রীতি সৌহার্দ্দ্যে আকর্ষিত না হ'লে, কিসের জন্য এত ক'রতে চাইবে দিদি !

ললিতা। বাঃ চমৎকার ! এত কথা তুমি শিখলে কোথায় বোন ? এত সুন্দর, এত মিষ্ট, অথচ এমন জ্ঞানগর্ভ !

বল। ঐ যে—যে কথা শেখায় সে আসছে। গুণধর ভাইটী আমার সকল গুণের গুণমণি।

লীলাধরের প্রবেশ।

ললিতা। কি, আজ যে চুপ্ চাপ্ ? মুখটী বুজে এলে যে ? গান কই ? গান গাইতে গাইতে না এসে, এমন নিস্তব্ধ হ'য়ে এলে কেন ?

লীলা। আমি ত' আর একটা গানের কল নই, যে যখন ইচ্ছা চাবি ঘুরিয়ে দেবে, আর আমি গান ধরে দেব।

ললিতা। ও কি, এমন কেন ? এত রুক্ষ্ম ! মুখে হাসি নেই—কথায় রস নেই—চোখে যেন বিরক্তি মাখান ! কি হ'য়েছে ভাই ?

লীলা। আমি আর এখানে থাকব' না। জ্বালাতন হ'য়ে গেলুম আধ পাগ্‌লা বুড়োকে নিয়ে—তার উপর মৌমাছির কামড়।

ললিতা। কিসের কামড় ?

লীলা। মৌমাছির গো, মৌমাছির। দেখছ' না ঐ বটের ডালে কত বড় এক মৌচাক হ'য়েছে ? আর যত রাজ্যের মৌমাছি আমার সর্ব্বাঙ্গে দিন রাত কেবল হুল ফুটিয়ে অস্থির ক'রে তুলছে।

ললিতা। কেন, তোমার গায়ে হুল ফোটাচ্ছে কেন ? তুমি ত' আর ফুল্ল ফুলটী নও, যে মধুর লোভে অলি ধেয়ে গিয়ে—

বল। পদ্মনাভ এইবার বুঝি—

লীলা। (বলভদ্রাকে নীরব হইতে ইঙ্গিত করিয়া ললিতার প্রতি) আমি একটু মধুর লোভে ঐ চাকটায় একটা খোঁচা দিয়েছিলুম। সেই অবধি ছাই মৌমাছির কামড়ে কামড়ে একেবারে অস্থির হ'য়ে উঠছি।

ললিতা। হঠাৎ তোমার মধুতে লোভ হ'ল কেন ভাই?

লীলা। ভাবলুম, ক'দিন ত' উপবাসে কাটছে,—আজ নীলাম্বর দাদা যখন ভাতের যোগাড় ক'রেছে, তখন শুধু ভাত না খেয়ে, মিঠে ভাত—মধুমাখান ভাত খাওয়া যাবে, তাই।

বল। কতটা মধু পেয়েছ?

লীলা। অনেকটা,—বট পাতার একটা ঠোঙ্গা ভর্ত্তি হ'য়ে গেছে। সে যা হোক্, আমি এখানে আর থাকব' না দিদি! অনাহার—অনিদ্রা—পাগলের খিসমৎ, তার উপর এই মৌমাছির কামড়! কেন, আর কি আমার কোন ঠাঁই নেই? যে দিকে দু' চক্ষু যায়, সেই দিকেই চলে যাব।

বিশ্বাবসুর প্রবেশ।

বিশ্বা! যাবে বই কি? পাষাণ, আমার বুকে শেল মেরে, মাথায় বাজ হেনে চ'লে যাবে বই কি! কই কেমন ক'রে যাবে যাও দেখি। হলুমই বা বুড়ো, তবু ত' একেবারে অথর্ব্ব নই—এই বুকের মাঝে তোমায় এম্‌নি শক্ত ক'রে ধ'রে রেখে দোব না! (লীলাধরকে বক্ষে ধারণ)

লীলা। আঃ, ছাড় ছাড়, লাগে। দমবন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে আমার।

বিশ্বা। লাগুক্, হোক্ দমবন্ধ তোমার, আমার কি তাতে আসে যায়। আমি এম্‌নি ধারা নিবিড় ক'রে ধ'রে রাখ্‌তে চাই তোমায়

সেইখানে—আমার যেখানে ব্যথা—যেখানে উদ্বেগ—যেখানে ভয়, ভাবনা, আশঙ্কা। নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়, হৃদয়হীন! তুমি ছেড়ে যেতে চাও—রাজভোগের লোভে আমার সামান্য অর্ঘ্য—আমার সামান্য ফলমূলের নৈবেদ্য? তুমি না দীনবন্ধু? তুমি না ভক্তবৎসল? (ছাড়িয়া দিল)

লীলা। এই নাও—পাগলের প্রলাপ শোন। আমায় মনে ক'রেছে আমি ওর উপাস্য দেবতা নীলমাধব। ও বাবা, তুমি কাকে কি ব'লছ? আমি যে তোমার লীলাধর।

বিশ্বা। আমিও ত' তাই ব'লছি, তুমি আমার লীলাধর। তুমি আমার—আমার—আমার। জগন্নাথ সে জগতের, কিন্তু তুমি লীলাধর আমার—শুধু আমার—একা আমার—আর কারো নয়—কারো নয়। আমি তাই ত' তোমায় আঁক্‌ড়ে ধ'রে রাখতে চাচ্ছি আমার এই লোল বক্ষে, এই কম্পিত বাহুর বন্ধনে বেঁধে।

লীলা। কি যে তুমি বল' বাবা! আমাকে কি ও সব কথা বলতে আছে? তাতে যে অপরাধ হয়। আমি সামান্য মানুষ—

বিশ্বা। মানুষ। তুমিও মানুষ? তা হ'লে সমুদ্র—কূপ, রবি শশী—বালুকণা, হিমাচল—বল্মীকস্তূপ! ছলনাময়, আর কত ছলনা ক'রবে! এ ক'দিন ধ'রে আমি আমার আরাধ্য নীলমাধবকে পূজা ক'রতে, ধ্যান ক'রতে ব'সলেই যে কেবল তোমার মূর্ত্তি দেখতে পাচ্ছি। প্রাণের ব্যাকুলতায় আকুল হ'য়ে "মাধব" ব'লে ডাকতে গিয়ে—"লীলাধর" ব'লে ডেকে ফেলছি। এত মতিভ্রম—এত ভ্রান্তি সত্যই কি আমার জন্মেছে? না—না না! এতদিন পরে আমি সব ভ্রান্তি, সব ভ্রম, সব অন্ধকার

কাটিয়ে সত্যের আলোক দেখতে পেয়েছি। এতদিনে আমি বুঝেছি—চিনেছি যে লীলাধরই আমার লীলাময় শ্রীধর।

ললিতা। ঠিক ব'লেছ তুমি বাবা। আমারও যেন মনে মনে ঐ সন্দেহ হ'তো। অনেক বার আমি ভেবেছি যে এ কেমন মানুষ, যাকে কখনও দেখি নি—অথচ দেখবা মাত্র মনে হ'লো যেন কত জন্ম জন্মান্তরের পরিচিত। যখনই দুঃখের পাথারে, কষ্টের সমুদ্রে পড়েছি—তখনই দেখেছি আমাদের দুঃখমোচন, ক্লেশ দূর করবার জন্য এই মানুষটী সর্ব্বাগ্রে এসে দাঁড়িয়ে আছে—যেন অন্তর্য্যামী ভগবান।

বিশ্বা। ললিতা মা, ও পালিয়ে যেতে চায়—রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের কাছে রাজভোগ খাবার জন্য। পরমান্ন ভোগে ওর লোভ হ'য়েছে। তা, মা, আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখেছি নীলাম্বর ধান কুটে চাল তৈরী ক'রছে, লীলাধর নিজে মধু আহোরণ ক'রেছে, বাকী শুধু একটু দুধ। তুই একটু চেষ্টা ক'রে খানিক দুধের সংস্থান কর না মা! আমি তা হ'লে আজ পরমান্ন রেঁধে ওর ভোগ দিয়ে দেখি, কেমন ক'রে আমায় ছেড়ে ও যায় সেই রাজার দোরে—হেংলার মত নোলা নিয়ে।

ললিতা। (স্বগতঃ) দুধ! এই ধূ ধূ করা বালির দেশে দুধের যোগাড় হয় কেমন ক'রে?

বিশ্বা। কি গো বাছা, পারবে না একটু দুধের যোগাড় ক'রতে? কি সর্ব্বনেশে মেয়ে বাবা! আমার সর্ব্বনাশ ক'রে দিলে। হতভাগি, জানিস্ তোর জন্যেই আমার ঠাকুর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সন্ধান পেয়েছে—তোর জন্যই আমি তাকে হারাতে ব'সেছি। রাক্ষসী, এতটুকু—এক ঝিনুক, কি এক ফোঁটাও দুধের সংস্থান

ক'রতে পারিস্ না তুই এই নধর পুষ্ট দেহ নিয়ে? ভাল, দেখি আমি নিজে চেষ্টা ক'রে, যদি অক্ষয়বটের দুগ্ধ-শুভ্র আটা সত্য দুধে পরিণত হয়। আশ্চর্য্য নয়—কিছু আশ্চর্য্য নয় (লীলাধরের প্রতি) তোমার কৃপা হ'লে—ইচ্ছা হ'লে সব হয়, সব হ'তে পারে। চল তো—চল তো একবার দেখি চেষ্টা করে।

[প্রস্থান।

লীলা। ছুট্‌লো যেন ধনুক ছাড়া বান। নাও, আবার কি বিপদ বাধায় কে জানে। (ললিতার প্রতি) তুমি কিছু মনে ক'র না দিদি। অকারণ তোমায় কতক গুলো কটু ব'লে গেল বই ত' নয়। আমি যাই, দেখি কোথায় গেল।

[প্রস্থান।

বল। কি দিদি, অমন মন ভার ক'রে, মুখ গুঁজে রয়েছ যে? ব'ললেই বা দু'কথা—অন্য পর ত' কেউ নয়, বাপ। তার মাথা খারাপ; তার কথায় কি কাণ দিতে আছে, না মন ভার ক'রতে আছে!

ললিতা। তাঁর ইচ্ছায়—তাঁর কৃপায় সব হয়—না? কাল সাপের বিষ অমৃত হ'য়ে যায়, শুক্‌নো গাছে ফুল ফোটে, মরা গাঙ্গে বান ডাকে—না? তাঁর ইচ্ছায় একদিন রাক্ষসী পুতনার বিষমাখা স্তনে ক্ষীর ধারা বয়েছিল—না?

বল। দিদি, এমন আনমনা হ'য়ে তুমি কথা কইছ কেন? তোমার যেন কি ভাবান্তর দেখা যাচ্ছে।

ললিতা। বাবা আমায় রাক্ষসী ব'লে ডেকে গেল। আমি কি পুতনার চেয়েও বড় রাক্ষসী, যে আমার স্তনে দুধের ধারা বইবে না?

বল। দিদি, কি পাগলের মত ব'কছ ? পুত্রবতী ভিন্ন কি অন্য নারীর স্তনে দুধ হয় ?

ললিতা। হয় না ? তাঁর ইচ্ছা হ'লেও না, কৃপা হ'লেও না ? তবে কেমন ক'রে কুরুক্ষেত্রের রক্ত-রাঙা রণস্থলে ভোগবতীর স্রোত ব'য়েছিল ? বোন্, চাই তাঁর কৃপা—তাঁর করুণা। তা হ'লেই আমার এই শুষ্ক, নীরস, মাংসপিণ্ড-সার কুচে পীযূষের লহর ছুটে যাবে। আয়, আয় বোন, একবার সেই করুণাময়ের করুণা-কণা ভিক্ষা ক'রে দেখি, এ অসাধ্য সাধন ক'রতে পারি কি না !

গীত।

দেশ—ঠুংরি।

চরাচর-নন্দিত, সুর-নর-বন্দিত,
নব-ঘন-নিন্দিত, মনোহর ঠাম।
বদনে মধুর হাসি, নয়নে করুণা রাশি,
চরণে নিখিল আসি লভয়ে বিরাম ॥
কিশোর কাম মুরতি, অখিল ব্রহ্মাণ্ড-পতি,
সব অগতির গতি, নটবর শ্যাম।
সন্দ ধন্ধ কর চূর্ণ, প্রকাশ মহিমা তূর্ণ,
করুণায় কর পূর্ণ মম মনস্কাম ॥

দেখ' দেখ' বোন, দেখ' বলভদ্রা, আশ্চর্য্য—অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ'; অশ্রান্ত ধারায় দুগ্ধ লহর প্রবাহিত হ'য়ে আমার বসন সিক্ত ক'রে দিচ্ছে। দিদি—দিদি—বোন, একটা পুট—একটা পাত্র দাও, আমি এই অমৃতধারা ধ'রে রেখে দিই। বাবার আমার বহু দিনের অভিলাষ পূর্ণ হবার সুযোগ ঘটিয়ে দিই।

বল। (পর্ণ পুট দিয়া) এই নাও দিদি—ভরিয়ে দাও ঐ ক্ষুদ্র পুট,

ভরিয়ে দাও বিশ্বের সকল মাতৃ-হৃদয় তোমার ঐ অমৃত নিষ্যন্দিণী ক্ষীর-ধারায়।

ললিতা। (নিজ স্তন্য দুগ্ধে পুট পূর্ণ করিল।) বাবা, বাবা এস'—নাও তোমার অভিলষিত সামগ্রী, প্রভুর ভোগের অত্যাবশ্যক উপচার—পরমান্নের পরম উপাদান এই দুগ্ধ—আমার হৃদয়ের ভক্তি উৎসের উৎসারিত সুধা—আমার আজীবন সাধনার চরম সিদ্ধি। নাও বাবা!

বিশ্বাবসুর পুনঃ প্রবেশ।

বিশ্বা। পেয়েছিস্—পেয়েছিস্? আদরিণী কন্যা আমার—স্নেহের দুলালী আমার—পেয়েছিস্ মা, দুধ? দে, দে, আমি আজ দেখব, কেমন ক'রে আমায় ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারে এই পরমান্ন-ভোজন-লোলুপ লীলাধর। আমি আজ বুঝাব—রাজার বেতন-ভুক্ পাচকের রন্ধন হ'তে, বৃদ্ধ বন্য শবরের আয়াস প্রস্তুত পায়স কিছুতেই নিকৃষ্ট নয়—সে সত্যই পরম-অন্ন। দে তো মা, দে তো।

ললিতা। এই নাও। (দুগ্ধপাত্র দিয়া) আমি দেখি তোমার অভীপ্সিত পরমান্নের অন্যান্য উপকরণ, চাল ও মধু, কোথায় রেখেছে যুগল কারুণিক নীলাম্বর আর লীলাধর। এস' ত' বোন বলভদ্রা, আমরা তাদের সন্ধান করি গে।

[বলভদ্রা ও ললিতার প্রস্থান।

বিশ্বা। আজ—তোমায় তোমার সাধের ভোজ্য খাওয়াব মাধব। পালাবে—আমায় ছেড়ে পালাবে? বড় সোজা না?

ইন্দ্রদ্যুম্নকে লইয়া লীলাধরের প্রবেশ।

লীলা। বাবা, বাবা, এই একজন পথিক রোদে পুড়ে, পিপাসায় কণ্ঠশুষ্ক হ'য়ে এসেছে তোমার কাছে কিছু জল চাইতে।

বিশ্বা। কপটী, আবার ছলনার জাল বিস্তার ক'রেছ! এই কালানল তুল্য তপ্ত বালুময় মরু মধ্যে তুমি হঠাৎ পথিকের আবিষ্কার ক'রে আমার সম্মুখে এনেছ? তার পিপাসার কথা শুনিয়ে আমার সাধনার ধন—সাধের সামগ্রী—বহু আশা আকাঙ্ক্ষার বস্তুটীকে কেড়ে নিতে চাও? পাষাণ, তুমি কি জান না, যে এখানে কোন পানীয়ের সংস্থান নেই! আছে শুধু আমার কন্যার প্রগাঢ় ভক্তির পূত নির্য্যাস—এই তার স্তন্য-দুগ্ধ! তুমি এই অমূল্য নিধিটী আমার কাছ থেকে ছলনা ক'রে ভুলিয়ে নিতে চাও? না, তা হ'বে না,—আমি এ দুগ্ধ দেব না,—কিছুতেই না।

লীলা। পিপাসায় যে একজন মরবে বাবা।

বিশ্বা। মরুক্, তাতে আমার কি! নির্দ্দয়, তোমার নিজের চক্রান্তে নিমেষে নিমেষে বিশ্বের কোটী কোটী জীবের জীবনান্ত হ'চ্ছে না? তার জন্য ত' এত ব্যাকুলতা ফোটে না তোমার! কত পতিহারা পত্নী—মাতৃহারা শিশু—পিতৃহারা অপোগণ্ড—পুত্রহারা জননী প্রতি মুহূর্ত্তে কাতর রোদনে দিঙ্‌মণ্ডল বিদীর্ণ ক'রে তুলছে না? কই, তাদের জন্য ত' তোমার প্রাণ এতটুকু কাঁদে না! আর আজ যত ব্যাকুলতা, যত আকুলতা, কোথাকার কোন এক গৃহহীন—ভাগ্যহীন—পথহারা পথিকের জন্য!

ইন্দ্র। বৃদ্ধ, আমি বড়ই—পিপাসার্ত্ত। আমায় কৃপা ক'রে একটু পানীয় না দিলে আমি আর মুহূর্ত্ত মাত্র স্থির থাকতে পারব' না।

বিশ্বা। এ যে শবরীর দুগ্ধ। তোমার পান ক'র্ত্তে বাধা নাই? তোমায় দেখে ত' ক্ষত্রিয় ব'লে বোধ হ'চ্ছে।

ইন্দ্র। বৃদ্ধ, পিপাসায় আমি অত্যন্ত পীড়িত।

বিশ্বা। বটে, বটে! এখন আর জাতি বিচার, জাত্যাভিমান, সামাজিক নিয়ম কিছুই থাকা সম্ভব নয়। যত জাত শুধু দুর্ব্বলের পীড়নের সময়—না?

ইন্দ্র। দারুণ তৃষ্ণায় আমি হতজ্ঞান হ'য়ে যাচ্ছি। সম্মুখে দুগ্ধ সঞ্চিত; তুমি স্বেচ্ছায় আমায় ও দুগ্ধ পান ক'রতে না দিলে, আমি তোমার হস্তের ঐ পুট কেড়ে নিতে বাধ্য হব।

বিশ্বা। জোর ক'রে? বেশ—তাই নাও! আমার প্রভুর উদ্দেশ্য—আমার ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে আহোরিত বস্তু যদি তুমি ক্ষমতার বলে, শক্তির মাদকতায় কেড়ে নিতে পার, নাও! কিন্তু এ কথা তুমি নিশ্চয় জেনো পথিক, আমি তোমায় স্বেচ্ছায় এর বিন্দুমাত্রেরও অংশ নিতে দোব না।

ইন্দ্র। তবে এই মর—(দুগ্ধপাত্র আকর্ষণ)

বিশ্বা। নাও—কেড়ে নাও। জোর ক'রে, আরো জোরে টান'—যত শক্তি আছে দেহে তোমার সব দিয়ে টান'। কি হলো? পারলে না? বাতুল, এ কি যে সে সামগ্রী, যে তুমি ইচ্ছা ক'রলেই আয়ত্ত ক'রতে পারবে? এ যে আমার কন্যার—আমার জননীর বুকের রক্ত, এ যে অমাবস্যায় চাঁদের আলো, এ যে অকালে দুর্গোৎসব। আমার কন্যা—অজাতাপত্যা, স্বামী-সঙ্গ-বিবর্জ্জিতা কন্যা আমার—তার হৃদয়ের ভক্তির উৎস ছুটিয়ে, নীলমাধবের পরমান্ন প্রস্তুতের জন্য এই দুগ্ধ নিজের বক্ষ হ'তে উৎসারিত ক'রে দিয়েছে।

ইন্দ্র। নীলমাধব! আপনি জানেন সন্ধান সেই নীলমাধবের? আপনিই কি তবে সেই শবরোত্তম মহাপুরুষ বিশ্বাবসু? দি'ন দি'ন মহাশয়, আমায় সেই নীলমণিময় তনু নীলমাধবের সন্ধান ব'লে দি'ন। আমি ইন্দ্রদ্যুম্ন। লোকে আমায় রাজা সম্বোধনে উপহাস করে। তারা জানে না, যে রাজরাজেশ্বর আপনার নিকট বাঁধা। আমি আসছি বহু—বহু দূর হ'তে। ভদ্র, অবন্তীপুর হ'তে আপনার করুণায় ধন্য হ'বার জন্য ছুটে এসেছি। দি'ন—দি'ন, আমায় সে মহানিধি দিয়ে ধন্য করুন!

বিশ্বা। চমৎকার! রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তুমি! যার ভয়ে, যার আশঙ্কায় আমি অহোরাত্র ত্রস্ত হ'য়ে ফিরছি! তুমি—তুমি সেই রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন? হাঃ—হাঃ—হাঃ (হাস্য)

ইন্দ্র। আমি আপনাকে চিনতে না পেরে অবজ্ঞা ক'রেছি—অপমান ক'রেছি। আমার রাজ-শক্তির অহঙ্কারে আপনাকে লাঞ্ছিত ক'রতে উদ্যত হ'য়েছি। আপনি আমায় যথোচিত দণ্ড দি'ন।

বিশ্বা। দণ্ড দেব—হ্যাঁ দণ্ড—ভীষণ দণ্ড। লাঞ্ছনা—অবজ্ঞা—অপমান—সব অপরাধের দণ্ড। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন, তুমি আমার উপর এরূপ রূঢ় আচরণ ক'রলে কেন?

ইন্দ্র। পিপাসায় কাতর হ'য়ে পানীয়ের আশায়।

বিশ্বা। উত্তম। তোমারই মত একজন রাজা—তোমারই মত এমনই দারুণ তৃষ্ণায় হিতাহিত জ্ঞানহারা হয়ে, এক ব্রাহ্মণের কণ্ঠে মৃত সর্প জড়িয়ে দিয়ে তার অপমান করেছিল—না?

ইন্দ্র! হাঁ মহাশয়, রাজা পরীক্ষিৎ মুনিপুঙ্গব শমীকের কণ্ঠে মৃত সর্প আরোপ ক'রেছিলেন।

বিশ্বা। তার ফল কি হ'য়েছিল রাজা?

ইন্দ্র। নিদারুণ ব্রহ্মশাপ। সপ্তাহকাল মধ্যে রাজা তক্ষক দংশনে কাল সদনে গমন করেন।

বিশ্বা। ব্রহ্মশাপ! কিন্তু রাজা, আমি ব্রাহ্মণ নই—শবর। আমি বুঝি মানুষ মাত্রেই ভ্রান্তির বশ, দৌর্ব্বল্যের অধীন, প্রলোভনের দাস। তার ক্ষুদ্র ত্রুটী—ক্ষণেকের মোহ—নিমেষের পদস্খলন কৃপার চক্ষে—অনুকম্পার নেত্রে—করুণার দৃষ্টিতে দেখতে হয়। ভ্রান্ত নরকে তার ভ্রম সংশোধনের অবকাশ দিতে হয়। তাই রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন, অপরাধী—উদ্ধত ইন্দ্রদ্যুম্ন, আমার লাঞ্ছনাকারী ইন্দ্রদ্যুম্ন, আমি তোমায় ভীষণ অভিসম্পাৎ না দিয়ে—তোমার সব দোষ, সকল অপরাধ ক্ষমা ক'রে, নীলমাধবকে তোমার হাতে তুলে দেব। ঐ—ঐ দেখ রাজা, ঐ দেখ ভাগ্যবান। ঠাকুর আমার তোমায় দেখা দিতে সশরীরে এসে উদয় হ'লেন।

শ্রীমূর্ত্তির আবির্ভাব।

। আমি তোমার উপর প্রীত হ'য়ে আসি নি রাজা! আমি এসেছি ভক্তের মহিমা ঘোষণা ক'রতে। (বিশ্বাবসুর প্রতি) কি ক'রলে তুমি, বৃদ্ধ? কেন তুমি আমায় রাজার হাতে দিতে প্রতিশ্রুতি দিলে? আমায় কি আর তোমার ভাল লাগছে না?

বিশ্বা। বল—বল—আরো বল! যত দোষ সব আমার ঘাড়ে চাপাও। নীলমণি, তোমার না আর ফল মূলে মন ওঠে না? তুমি না রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সন্ধান পেয়েছিলে? তুমি না রাজভোগ খাবার জন্ম লালায়িত হ'য়ে উঠেছ? তোমার ইচ্ছা না হ'লে আমার রসনার এত শক্তি কোথা হ'তে এলো—যে সে প্রাণ থাকতে তোমায় পরের হাতে তুলে দেবার কথা ব'লতে পারলে?

বেশ। তোমার শ্রীমুখে যখন উচ্চারিত হ'য়েছে—তখন তা আর বিফল হ'বে না। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন, শোন—আমি যাব তোমার রাজ্যে সত্য—তোমার সঙ্গে নয়, স্বতন্ত্র। আর এ মূর্ত্তিতে নয়—ভিন্ন রূপে। দারুময় মূর্ত্তিতে আমি সমুদ্রের তরঙ্গে ভাস্‌তে ভাস্‌তে তোমার রাজধানী সন্নিহিত বাঁকি-মোহনায় উদয় হ'ব। তুমি সেই দারু দণ্ডে আমার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'রে প্রতিষ্ঠিত ক'রো।

ইন্দ্র। প্রভু, তোমায় সঙ্গে না পেলে, আমি কি নিয়ে ফিরে যাব?

শ্রীমূর্ত্তি। অনুতাপ। আমার ভক্তকে পীড়ন করার অপরাধেই তোমার এই শাস্তি। তুমি তোমার রাজ্যে ফিরে যাও, তোমার অনুষ্ঠিত কু-কর্ম্মের জন্য অনুতাপকে সঙ্গে নিয়ে,—আমি চল্লেন।

(অন্তর্ধ্যান।)

ইন্দ্র। প্রভু—প্রভু—

[উদ্‌ভ্রান্তবৎ প্রস্থান।

বিশ্বা। চ'লে গেলে মাধব! তবে—আমার এত সাধের—এত সাধনার—এত আগ্রহের নৈবেদ্য—এত আয়াস সঞ্চিত পরমান্ন কার ভোগে লাগবে মা—ধ—লীলাধর!

লীলা। এই যে বাবা আমি দাঁড়িয়ে আছি। যদি আমায় পরমান্ন খাইয়ে তোমার তৃপ্তি হয়, আমি খুব আহ্লাদ ক'রে, পেট পুরে খাব।

বিশ্বা। তুমি? লীলাধর! মাধব নাম আর আমার মুখে ভাল উচ্চারণ হয় না। তোমার নামে জিহ্বা অবশ হ'য়ে আসে। অন্তর হ'তে নীলমাধব অন্তর হ'য়ে যাচ্ছে—তার স্থানে দাঁড়িয়ে আছ—তুমি। চক্ষে জগৎ লুপ্ত হ'য়ে যাচ্ছে! আমি ঘুমিয়ে

পড়তে চাচ্ছি—শুধু তোমার বুকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তে চাচ্ছি।

লীলা। ঘুমোও বাবা আমার বুকে।

স্বরসপ্তকের আবির্ভাব

গীত

শ্যাম—ঝাঁপতাল।

স্বর-সপ্তক—চিন্তাহরণ, শঙ্কাবারণ তোমার শীতল বক্ষ।
ওই তো জীবের চরম নিলয়,
ওই তো পরম লক্ষ্য॥

লীলাধর—আয় রে তাপিত, আয় রে ছুটে,
বুকে আমার পড় রে লুটে,
হেথায় আছে শান্তি-সুধা,
হেথায় আছে পরা মোক্ষ॥

স্বর-সপ্তক—তুমি এমন স্নেহ-সম্ভাষণে
ডাকছ জীবে সর্ব্বক্ষণে,
তার মত নাই অভাগা আর
শুনেও সে ডাক যে না শুনে!

লীলাধর—নাইক' বিচার যোগ্যাযোগ্য,
ভাগ্যবান্ কি হতভাগ্য,
আমি সবার, সবাই আমার
নাইক' যে ভেদ পক্ষাপক্ষ।

স্বর-সপ্তক—রক্ষ রক্ষ কমলাক্ষ,
হৃদে ধরে জগৎ রক্ষ!!

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নীলাচলের একাংশ।

বিদ্যাপতি।

বিদ্যা। ধর্ম্মরাজ যম,—মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁর উত্তেজনায় উত্তেজিত হ'য়ে, শবরপতি বিশ্বাবসুর নিকট হ'তে, যে কোন রূপেই হোক্, জগন্নাথকে আয়ত্ব ক'রতে ছুটলেন। কেন কৃতান্ত রাজাকে প্রতিনিবৃত্ত হবার জন্য অনুরোধ ক'রলেন? আর কেনই বা আবার তাঁকে নীলমাধবকে আয়ত্ব করবার জন্য, কৌশল—ছল—উৎপীড়ন, কিছুতেই পশ্চাৎপদ্ না হ'তে পরামর্শ দিলেন? আমি বলেছিলুম রাজন্, ভক্তকে পীড়ন ক'রে, ভক্তের নিকট ছলনা ক'রে, ভগবানকে পাওয়া যায় না। এই আমার অপরাধ। এই জন্য তিনি আমাকে এখানে অপেক্ষা ক'রতে ব'লে, একা গেছেন সেই তেজোময়, উদার, ভক্তবীর শবরপতির নিকট হ'তে নীলমাধবের সন্ধান ক'রে, তাঁকে অবন্তীপুরে নিয়ে যাবার জন্য। ভালই হয়েছে—ভালই ক'রেছ ঠাকুর! রাজা যে ভাবে উন্মত্তের মত ছুটেছেন, তাতে সেই বৃদ্ধের উপর যে কোন পীড়ন করা, তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। আর সেই পীড়ন—সেই সব অন্যায় অনুষ্ঠান আমার সমক্ষে, আমার চক্ষের উপর অনুষ্ঠিত হ'লে, আমি উভয় সঙ্কটে পড়তুম, তাতে সন্দেহ নাই। এক দিকে রাজার আগ্রহ—রাজার ব্যাকুলতা; অন্যদিকে আমি যাঁকে গুরু জ্ঞানে ভক্তি করি, কন্যাদাতা পিতা আমার যিনি, তাঁর কাতরতা—তার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা। এই দু'য়ের মাঝে থেকে আমি বড়ই বিপন্ন হয়ে পড়তুম। তাই বিপদভঞ্জন ঠাকুর

আমার রাজার মতি পরিবর্ত্তন ক'রে, আমায় এখানে থাকবার আজ্ঞা তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত করিয়ে, আমায় ধন্য ক'রেছেন। কিন্তু মহারাজ এখনও ফিরলেন না কেন? দিনমণি যে অস্তাচলচূড়াবলম্বী হয়েছেন। বেলা যে প্রায় শেষ হ'য়ে এল! আমার ভয় হ'চ্ছে—বুঝি বা কোন বিভ্রাট বাধিয়ে ব'সেছেন আমার অতি ব্যস্ত—উত্তেজিত রাজা। ও কি? শবরকন্যা ললিতা, আমার পত্নী—সহধর্ম্মিণী ললিতা যে এইদিকে আসছে। সঙ্গে তার ও কে অপরিচিতা অশেষ লাবণ্যময়ী যুবতী?

ললিতা ও বলভদ্রার প্রবেশ।

বল। এগিয়ে চল' না দিদি! লজ্জা কিসের? স্বামীর কাছে যাবে তাতে এত লজ্জা—এত সঙ্কোচ কেন?

ললিতা। আ—আপনি এখানে কেমন ক'রে এলেন? কখন এলেন? এতদিন পরে কি এ দাসীকে মনে পড়েছে? আমার ভাগ্য কি এতদিন পরে সুপ্রসন্ন হ'ল?

বিগা। সুন্দরি! তুমি এতগুলি প্রশ্ন এক সঙ্গে ক'রে ব'সলে বটে, কিন্তু এ সবের উত্তর আমি এক কথায় ব'লছি,—তুমি বড় অভাগিনী। তাই এই দুর্ভাগ্য ব্রাহ্মণকে বিবাহ ক'রতে বাধ্য হ'য়েছিলে। তোমার ভাগ্যাকাশ চির অন্ধকার—চির কুহেলিকাচ্ছন্ন।

বল। বালাই, বালাই! মহাশয়, আপনি আমার দিদির স্বামী—ভর্ত্তা—ধর্ম্মপতি। আপনি বর্ত্তমানে তাঁর সৌভাগ্যের অভাব কি? বিশেষতঃ এতকাল পরে যখন আবার আমার দিদিকে স্মরণ ক'রে আপনি তার কাছে এসেছেন, তখন তার ভাগ্যকে নারী সমাজের অনেকেই হিংসা ক'রবে, সন্দেহ নাই।

বিদ্যা। চমৎকার! আমি তোমার ভগ্নীকে মনে ক'রে—তাকে স্মরণ ক'রে এখানে এসেছি, এ সংবাদ তুমি পেলে কোথা থেকে?

মল। আমরা অমন সংবাদ পাই। তটের নীড় ছেড়ে, সরোবরের লীলায়িত জলরাশির পানে ভ্রমর ছোটে কার উদ্দেশ্যে—কাকে স্মরণ ক'রে? কমলিনীকে নয় কি? নি'ন চলুন; আর এখানে থেকে সময় ক্ষেপে আবশ্যক নেই। চলুন—আবাসে চলুন। দিদি, ডাক' না তুমি! আমার কথা তেমন ওঁর কাণে লাগছে না। আমি বরং একটু এগিয়ে গিয়ে সবাইকে সংবাদ দিই গে যাই।

[প্রস্থান।

ললিতা। প্রভু, আজ আমাদের বড় দুর্দ্দিন। আজ নীলমাধব আমাদের ছেড়ে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সঙ্গে যেতে প্রস্তুত হয়েছেন। বাবা সেই কথা শুনে অবধি, মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে আছেন। আজ আমাদের বড় বিপদ! তাই আমি বিপদবারণের উদ্দেশ্যে আমার অন্তরের ব্যথা নিবেদন ক'রছিলুম। হঠাৎ চেয়ে দেখি, এই বিজন বালিরাশির উপর আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। তাই আমার মনে আশার সঞ্চার হয়েছে, যে ব্যথাহারী হরি, আমাদের সব দুঃখ দূর করবার জন্য, আপনাকে এনে উপস্থিত ক'রেছেন। দেব, নীলমাধব চ'লে গেলে, আমাদের পুরী ও প্রাণ দুই-ই অন্ধকার হ'য়ে যাবে। চলুন প্রভু, সেই মাধবের নিত্য-বিরাজ-মন্দিরে আমার স্বামী-দেবতার প্রতিষ্ঠা ক'রে, আমি আবার এ ভাঙ্গা ঘরে সুখের আলো জ্বালি।

বিদ্যা। সুন্দরি! মাধব তোমাদের ছেড়ে যাবেন, এ সংবাদে আমি এত আনন্দিত, যে তাঁর বিচ্ছেদে তোমাদের পিতা পুত্রীর প্রাণে

যে বেদনা বেজেছে, তার জন্য সমবেদনা প্রকাশ ক'রতে পারছি না। বরাননি, আমি সুদূর অবন্তীনগর হ'তে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে সঙ্গে ক'রে এখানে এনেছি, মাধবকে নিয়ে যাবার জন্য। আজ আমার সাধনা সিদ্ধ হ'য়েছে শুনে, আমি আনন্দে অধীর—আত্মহারা হ'য়ে যাচ্ছি। সতি, তুমি আমায় এখানে আবদ্ধ রেখো না—রাখতে চেও না। আমি এবার সেই নীলমাধবের শ্রীমূর্ত্তি জগদ্বাসীর গোচরীভূত করবার মহান্ উদ্দেশ্যে ফিরে যাব—আবার সেই অবন্তীপুরে। তুমি আমার সহধর্ম্মিনী, আমার এই ব্রতে তুমি সহায় হও।

ললিতা। দেব, বড় কঠিন সমস্যা—বড় বিষম চিন্তায় আপনি আমাকে নিক্ষেপ ক'রলেন। আপনার পত্নী, আপনার সহধর্ম্মিনী—এই গৌরব যেমন আপনার উদ্দেশ্য সাধনের—ব্রত উদ্‌যাপনের সহায় হ'তে আমায় ডাকছে,—সেই মত কন্যার ভক্তি, শ্রদ্ধা, সেবাভিলাষ আমায় আহ্বান ক'রছে, আমার বৃদ্ধ, অর্দ্ধোন্মত্ত, মর্ম্মাহত পিতার দিকে। আমি তাঁকে ফেলে যেমন কোথাও যেতে পারব' না—তেম্‌নি আপনার পুনর্দ্দর্শন পেয়ে, আপনাকে ছেড়ে শূন্য ঘরে বাস ক'রতেও পারব' না। এ উভয় সঙ্কটের মাঝে আমায় ফেলেছেন আপনি। এখন আপনি ব্যতীত আমায় উদ্ধার করবার আর কে আছে, স্বামিন্?

বিদ্যা। সমস্যার কথা তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু—কিন্তু সুন্দরি, আমি এখন আমার নিজের কার্য্যোদ্ধারের চিন্তায় এতদূর মগ্ন, যে অন্য দিকে লক্ষ্য করবার অবসর আমার একটুও নেই। আমি এত আত্মমগ্ন, যে অন্যের ক্ষতি বৃদ্ধির প্রতি দৃক্‌পাত করাটা আমার পক্ষে এখন একরূপ অসম্ভব।

ললিতা। দেব! এ আপনি কি ব'লছেন? বিচার নয়—বিবেচনা নয়—যুক্তি নয়, শুধু স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে চ'লে যেতে চান আপনি, এই বিশাল ধরার বক্ষের উপর দিয়ে? জগন্নাথকে আপনি নিয়ে যেতে চান জগদ্বাসীর সমক্ষে এত কাঠিন্য—এত হৃদয়-হীনতার মধ্য দিয়ে? না, প্রভু না। আমি বুঝেছি, এ আপনার অন্তরের কথা নয়। আপনি এত কঠিন, এত পরুষ নন। পথশ্রম, উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগে আপনি উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়েছেন, তাই এরূপ অসংলগ্ন, অযৌক্তিক কথা আপনার মুখ হ'তে উচ্চারিত হ'য়েছে। চলুন দেব, আমাদের আশ্রমে। সেথায় গিয়ে শ্রান্তি অপনোদন ক'রে, স্থির চিত্তে ভেবে, যা কর্ত্তব্য তাই ক'রবেন।

বিদ্যা। সাধ্বি, আমি এখানে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা ক'রছি।

ললিতা। ভাল, তিনি ফিরে আসুন, তারপর আমরা সকলে একসঙ্গে যাব। আজ নীলমাধবের পরমান্ন ভোগের আয়োজন হ'য়েছে। ভোগান্তে রাজ অতিথি, স্বামী-দেবতা সবাইকে সে মহাপ্রসাদের অংশ দিয়ে আমি ধন্য হব।

বিদ্যা। পরমান্ন? কন্দ ফলেই মাধবের নিত্য পূজা হ'ত না?

ললিতা। হাঁ। কিন্তু ঠাকুর বাবার নিকট পরমান্ন আস্বাদের ইচ্ছা প্রকাশ করায়, আজই—কি আশ্চর্য্য প্রভু,—আজই সেই ভোগের আয়োজন হ'য়েছে।

বিদ্যা। আজই? বড় চমৎকার ত'! তা কিরূপে এই বালুময় মরুভূমে পরমান্নের উপকরণ সংগৃহীত হল'?

ললিতা। প্রভু! আমরা মাধবকে প্রথম দেখতে আসি ধান ছড়াতে

ছড়াতে—আপনার স্মরণ আছে বোধ হয়? আমার ভাই নীলাম্বর—

বিদ্যা। তোমার ভাই? তুমি ত' শবরপতির একমাত্র সন্তান?

ললিতা। আমার পাতান ভাই। আর বলভদ্রা, যে এইমাত্র আমার সঙ্গে ছিল, আমার বোন; বড় মিষ্টি—বড় মিষ্টি তারা। এত মাধুর্য্য, এত প্রেম, এত ভালবাসা—আর কারো নেই—কোথাও নেই।

বিদ্যা। ভাল, তারপর পরমান্নের উপকরণ কি ভাবে সংগৃহীত হ'ল?

ললিতা। নীলাম্বর বালি খুঁড়ে সেই সব ধান বার ক'রে, তা থেকে চাল ক'রেছে। অক্ষয়বট বৃক্ষে মধুচক্র ছিল, তা হ'তে মধু মিলেছে। আর দুগ্ধ মিলেছে এই ললিতার—এই আপনার সহধর্ম্মিণীর স্তন হ'তে। পরমান্নের সকল উপচার, সকল উপকরণ এই খানেই পাওয়া গেছে, স্বামিন্!

বিদ্যা। তোমার স্তনে দুগ্ধ-ধারা বইলো! আর সে এত দুধ, যার দ্বারা এতগুলি লোকের আহার উপযোগী পরমান্ন প্রস্তুত হ'তে পারে?

ললিতা। আশ্চর্য্য হচ্ছেন কেন প্রভু?

বিদ্যা। দুশ্চরিত্রা, আশ্চর্য্য হচ্ছি কেন, তা জিজ্ঞাসা ক'রছ? তোমার স্তনে দুধ, পাপিষ্ঠা, এ যে আমার কি লজ্জা—কি অপমান—কত কলঙ্কের কথা, তা তুমি বুঝতে পারছ' না? আমি তোমার স্বামী,—আমি তোমার কাছে নেই—আমার সাহচর্য্য তুমি কখনো পেলে না—আমার দ্বারা কোন সন্তানের মাতা হবার ভাগ্য তোমার হ'লো না, আর তোমার স্তনে দুধের লহর ব'য়ে গেছে, এ কাহিনী যে শুনবে, তার কি বুঝতে বাকী থাকবে,

যে গোপনে তুমি সন্তানের জননী হ'য়েছ ? আমার কুলে, আমার পূর্ব্বপুরুষগণের বদনে তুমি কলঙ্কের কালি মাখিয়ে দিয়ে, তাদের অক্ষয় স্বর্গবাসের অন্তরায় হ'য়েছ ? হায়—হায়, আমি কি কাল সর্পিণীকে—কি ভীম ভুজঙ্গিনীকে মণি-হার ভ্রমে বক্ষে ধারণ ক'রেছিলুম !

ললিতা। (স্বগতঃ) নারায়ণ ! নারায়ণ ! নীলমাধব ! এ কি কথা—এ কি নির্ম্মম বচন—এ কি বজ্র-কঠোর বাণী আমায় শোনালে ঠাকুর ! এ কি তোমার পরীক্ষা ! স্বামী আমার—দেবতা আমার—ইহজীবনের সাধনা—পরজীবনের স্বর্গ আমার—তাঁর মুখে এ কি উক্তি, মনে এ কি সংশয় ! (সরোদনে বিদ্যাপতির প্রতি) প্রভু ! দেবতা ! স্বামিন ! আপনি আমায় এত নীচ—এত হীন—এত ক্ষুদ্র ভাবছেন কেন ? সতী সাধ্বীর গর্ভে আমার জন্ম—সাধক পিতার ক্রোড়ে আমি লালিত—বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের আমি বনিতা। আমার দ্বারা কি কোন নীচ কার্য্য—কোন কু-কর্ম্ম হওয়া সম্ভব ! দেখুন দেখি প্রভু, একবার ভাল ক'রে চেয়ে আমার মুখের পানে ? হেথায় সত্যই কি কোন পাপের—কোন অনাচারের—কোন অধর্ম্মের চিহ্ন অঙ্কিত আছে ? না, না দেব—না। তা নেই—তা থাকতে পারে না।

বিদ্যা। নারী, কুহক মন্ত্রে তোমরা সিদ্ধ। সকল রকম মোহিনী বিদ্যা তোমাদের করতলগত। তোমাদের মুখে মধু, অন্তরে বিষভরা সুবর্ণ কলসী। তোমাদের আপাদ মস্তক কপটতায় ভরা। তোমরা না পার এমন কাজ জগতে নাই। তোমারই মত এক নারী ছলনায় প্রতারিত ক'রে, রামচন্দ্রকে বনে পাঠিয়ে নিজ পতির প্রাণ সংহার ক'রতে দ্বিধা করে নি ; তোমারই

মত নারীর প্ররোচনায় পূর্ণব্রহ্ম রঘুনাথ স্বর্ণ মৃগের জন্য লুব্ধ হ'য়েছিলেন; তোমারই মত নারী আমার প্রেমের ঠাকুরকে পায়ে ধরাতে, চরণতলে চূড়া বাঁশী রাখিয়ে লজ্জিত ক'রতে সঙ্কোচ করে নি। নারী, তোমাতে সবই সম্ভব, তুমি কাল নাগিনীর ন্যায় দিব্য-দর্শন—কিন্তু সেই নাগিনীর মতই বিষ-বর্ষিনী। তোমার সান্নিধ্য পরিহার আমার এখনই কর্ত্তব্য।

[প্রস্থানোদ্যত।

ললিতা। (পদধারণ করিয়া) পায়ে ধরি প্রভু, অকারণে—বিনা দোষে আমায় ত্যাগ ক'রে যাবেন না। আমি নিরপরাধ; আমায় অহেতু মর্ম্মপীড়া দিলে, সকল ন্যায় অন্যায়ের বিচারকর্ত্তা যিনি—যাঁর চক্ষে সকল কিছুই নিত্য প্রত্যক্ষ—যাঁর নিকট কোন কিছুই লুকান নাই—সেই সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বজ্ঞাতা, সর্ব্ববেত্তা নারায়ণের নিকট আপনি অপরাধী হবেন।

বিদ্যা। স্তব্ধ হও পাপীয়সী! তোমার ঐ পাপ জিহ্বায় নারায়ণের পবিত্র নাম উচ্চারণ করো না। এখনি সেই গদাধরের ভীষণ গদা তোমার মস্তকে পড়বে? চক্রপাণির চক্রে তোমার নাসা কর্ণ দেহচ্যুত হ'য়ে, তোমায় নির্লজ্জা রাক্ষসী সূর্পণখার দশা ঘটিয়ে দেবে।

ললিতা। তাই হোক্—তাই হোক্। যদি সত্যই আপনার মন আমায় কলঙ্কিনী ব'লে নির্দ্দেশ ক'রে থাকে, তা হ'লে হে সর্ব্বদেবময় স্বামিন্, আমি নিত্য নারায়ণ রূপে আপনার পূজা ক'রেছি—ধ্যান ক'রেছি, আপনি স্বয়ং স্বহস্তে আমায় বিকলাঙ্গ ক'রে আমার পাপের দণ্ড বিধান করুন।

বিদ্যা। বিকলাঙ্গ! ওঃ বিকলাঙ্গ! নারী, তোমারই মত রমণীর জন্য

শ্রীভগবান—আমার সাধের ধন—আমার হৃদের ধন—শ্রীভগবান বিকলাঙ্গ হবেন, আমায় তিনি স্ব-মুখে একথা ব'লেছেন। পাপীয়সী, তুমি—তুমিই কি সেই রমণী? ওঃ—অগ্নি—অগ্নির জ্বালা! দূর হও—দূর হও জ্বালামুখী, কালামুখী, কুলকলঙ্কিনী। আমি তোমায় পদাঘাতে বিদূরিত ক'রে, এ পাপ স্থান এই মুহূর্ত্তে পরিহার করলাম।

(ললিতাকে পদাঘাত করিয়া প্রস্থান।

ললিতা। মাগো! বসুন্ধরে, তুমি দ্বিধা হও—আমি তোমার গর্ভে লুকুই। জননি, একদিন সন্দিগ্ধ পতির সংশয়ের লজ্জা হ'তে রক্ষা ক'রতে, নিজ নন্দিনী জানকীকে তুমি অঙ্ক দিয়েছিলে। আজ আবার তোমার এই কন্যা স্বামীর নিকট অবিশ্বাসিনী ব'লে বিবেচিত হ'য়েছে। আমার এ জীবন ধারণে ফল কি মা? দাও—দাও তোমার শান্ত শীতল অঙ্কে এ কলঙ্কিনী কন্যার জন্য এতটুকু স্থান দাও মা!

লীলাধরের প্রবেশ ও গীত।

ইমণ কল্যাণ—ফেরৃতা।

লীলাধর—সজলে নয়নে ধরণী শয়নে কি ফল ভগিনী?
　　ভাসি আঁখি নীরে পাইবে কি ফিরে তারে, হা হতভাগিনী!
ললিতা—দেবতা ঠেলেছে চরণে, জুড়াইব জ্বালা মরণে,
　　শুনি নি পতির সোহাগ বচন মৃত্যু শুনাবে শান্তির রাগিনী॥
লীলাধর—মরণে মিলিবে শান্তি, কেন এ মনের ভ্রান্তি,
　　মরণে যাবে না মরম বেদনা, (শুধু) হবে কলঙ্ক-ভাগিনী॥

ধরায় এসেছ যবে কত না সহিতে হবে

তবে সে শান্তি পাবে।

তুমি কি জান না কত লাঞ্ছনা, সহি' ব্রজাঙ্গনা,

হ'লো কৃষ্ণ প্রেম সোহাগিনী ?

ললিতা—কোথা কালাচাঁদ, আছ কোথা,

ঘৃণিতা, দলিতা, অভাগী ললিতা

নিজ গুণে তারে কর তব অনুরাগিণী ॥

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

সমুদ্র-বক্ষ।

জলে দারুমূর্ত্তি ভাসমান।

সমুদ্র।

সমুদ্র। অশেষ করুণা-সিন্ধো—দীনবন্ধো—আজ তোমায় বক্ষে ধারণ ক'রে, আমার তাপিত বক্ষ শীতল হ'লো। তুমি নিজে চ'লেছ, নিজের লীলায়—নিজের খেলায়—নিজের দেহখানি হেলিয়ে দুলিয়ে, নাচিয়ে নাচিয়ে, আর জগদ্বাসী দেখছে, আমি তোমায় ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজধানী অবন্তীপুরে। চমৎকার! জগন্নাথ, তোমার এ লীলায়িত নর্ত্তন ভঙ্গি, এ অপরূপ লাস্য মাধুরী দেখে, আমার মনে মনে গর্ব্ব বোধ হ'চ্ছে, বুঝি বা আমি আজ তোমার সেই স্নেহময়ী, সুধাময়ী জননী যশোদা—যাঁর কোলে তুমি নিত্য নাচতে এমনই মোহন ভঙ্গিতে —এমনি মধুর ছন্দে! (করতালি দিয়া) নাচ—নাচ বনমালি—

নাচ। আমার করতালির তালে তালে—আমার হৃদ্-স্পন্দনের ঘাতে ঘাতে—আমার আবেগ ভরা প্রতি অঙ্গের পুলক-কম্পনে —নাচ কালাচাঁদ—নাচ নীলমণি—নাচ নীলমাধব।

[প্রস্থান।

তরঙ্গমালার গীত।

গজল্—তালফের্‌তা।

দারুবেশে যাচ্ছে ভেসে জগবন্ধু সিন্ধু জলে।
নীলমণি আজ নীল সাগরে, নীলে নীলে খেলা চলে॥
আজ ক'রেছে মোদের দেহে ভর
বিশ্বপতি বিরাট বিশ্বম্ভর,
ধরেছি আজ তাঁরে যখন, ছাড়ব' না ত' কোন ছলে।
মিটিয়ে নোব মনের যত সাধ,
কেমন ক'রে পালায় দেখি কপাট কালাচাঁদ,
ধরব' ছেঁদে গলাটী তাঁর লহর ভূজে কুতূহলে ;—
বিরাগে মুখ ফিরায় যদি, মরব' তাঁর-ই চরণ তলে।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অবন্তীপুর—বাঁকি মোহনা।

নাগরিকগণ।

১ম নাঃ। এম্‌নি ধারা হা পিত্যেস্ ক'রে, আর কতদিন সমুদ্রের ঢেউ গুণবো! নীলমাধব সমুদ্র তরঙ্গে ভেসে ভেসে এই বাঁকি মোহনায় লাগবেন—মহারাজের মুখে এই সংবাদ শুনে অবধি ত', রাজ্যশুদ্ধ লোক, দিনের পর দিন, এই জায়গায় এসে প্রতীক্ষা ক'রছে। কে জানে কতদিনে ঠাকুরের দয়া হবে।

২য় নাঃ। তুমিও যেমন দাদা! ঠাকুর আসবেন জলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে! কেন, তিনি স্থল পথে আসতে পারেন না? তাঁর পায়ে কি হয়েছে—যে হেঁটে আসতে তাঁর কষ্ট হবে? ও সব কিছু নয়; মহারাজ নীলমাধবের সন্ধান ক'রতে গিয়ে বিফল হ'য়ে ফিরে এসেছেন, এখন কি আর বলেন—রাজ্যে কেমন ক'রে মুখ দেখান—তাই ঐ রকম উদ্ভট্ একটা কথা রটিয়ে দিয়েছেন।

৩য় নাঃ। ছিঃ! অমন কথা মুখে আনিস্ নি। আমাদের মহারাজ মহাভক্ত। তিনি রাজ্য ছেড়ে—সংসার ছেড়ে বেরিয়ে গেছলেন ঠাকুরের সন্ধানে, আর তাঁর নামে এই কুৎসা রটাতে তোর লজ্জা হয় না? বিশেষতঃ এ ভাবে রাজ নিন্দা ক'রলে, তোর

নিজের প্রাণ সংশয় হওয়া অসম্ভব নয়। রাজার নফর চারি-দিকে ফিরছে জানিস্ ত'? এখনি কেউ যদি তোকে—

২য় নাঃ। হ'য়েছে—হ'য়েছে। বলে "সাচ্ কও—ত' ধাক্কা খাও"। রাজ-রাজড়ার কথা, বড় ঘরের কথা, মুখ ফুটে ব'ল্লেই—প্রাণ সংশয়। এখন তোমাদের সখ থাকে নীলমাধব দর্শন ক'রতে—এই ঠিকে রোদে তাতা বালির উপর দাঁড়িয়ে দেখ। আমি চল্লুম—গরু গুলোকে জল দেখাই গে।

[প্রস্থান।

৪র্থ নাঃ। মনে একটা সন্দেহ—একটা নিরুৎসাহের ভাব জাগে বটে। অনেক দিনই ত' এই রকম আশায় আশায় কাটলো।

৩য় নাঃ। ওহে বাপু, ভগবৎ দর্শন এত সোজা, এত সহজ নয়। তার জন্য একটু কষ্ট স্বীকার ক'রতে হয়। এ ত' আর ইন্দ্রিয়-সুখ নয়, যে ঝাঁ ক'রে লাভ হয়ে যাবে। এ যে মনের ভিতরের, অন্তরের অন্তরের ব্যাপার। আনন্দময়কে নিয়ে আনন্দ করা একটু কঠিন বৈ কি!

১ম নাঃ। তা, এ রকম চুপ চাপ্ দাঁড়িয়ে থাকলে—বাজে কথা কাটা-কাটি চ'লবে—আর মনেও সংশয় জাগতে থাকবে। তার চেয়ে এস, সবাই মিলে ঠাকুরের নামানুকীর্ত্তন ক'রে তাঁকে ডাকা যাক্।

নাগরিকগণের গীত

ভৈরবী—একতালা।

আর লুকিয়ে থাকা চলবে না। (ওহে হরি)
কাঙাল ডাকে সকাতরে তোমার আসন কি আর টলবে না॥

শুনি তুমি দীনের ঠাকুর,—আমরা অতি দীন ;
জানি না হে তোমার সাধন আমরা ভজন হীন,
তবু দেখব কেমন মোদের ডাকে থাক' উদাসীন ;—
তুমি ভক্তে শুধু ক'রবে কৃপা, মোদের ডাকে গ'লবে না ?
তবে "পতিত-পাবন" "অধম-তারণ" নাম ত কেউ আর ব'লবে না ॥
(ওহে দীনবন্ধু হরি) (ওহে কৃপাসিন্ধু হরি)

[প্রস্থান।

ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রবেশ।

ইন্দ্র। নিরঞ্জন, অনুশোচনার অন্তর্দ্দাহে আর কতদিন পোড়াবে! আমার ক্ষণিকের দৌর্ব্বল্য—নিমেষের মনশ্চাঞ্চল্য কি তোমার অনন্ত কৃপার কণামাত্র পেতে আজও সমর্থ নয়? আমার অনুতাপ কি এখনও তোমার চরণ কমল তপ্ত ক'রে তোলে নি ? লীলাময়, আর লুকিয়ে থেকো না। আমি তোমার ভক্তের প্রতি রূঢ় ব্যবহার ক'রেছি—তাঁর নিকট হ'তে তোমার ভোগার্থে সংগৃহীত দুগ্ধ সবলে কেড়ে নিতে চেয়েছি; কিন্তু এততেও কি তার শাস্তি হয় নি বনমালি ? আমার অনুরক্ত, ভক্ত-ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতিকে হারিয়েছি; রাজ্যশুদ্ধ লোক আমার প্রতি উপেক্ষা ভরে চায়,—মনে করে আমি স্তোক বাক্যে তাদের ভুলিয়ে রেখেছি। তুমি এস' দয়াময়, এস'! শান্তির স্নিগ্ধবারি সেচনে আমার তাপিত প্রাণ শীতল ক'রতে এস'; প্রদীপ্ত প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিতে আমার রাজ্য মধ্যস্থ অবিশ্বাসের অন্ধকার নাশ ক'রতে এস'। সমুদ্রের জলে ভেসে আসবে তুমি মাধব! আমি যে তৃষিত চাতকের দৃষ্টিতে প্রতিক্ষণে ঐ বিস্তৃত,

আন্দোলিত, সাগর তরঙ্গের সংখ্যা নির্ণয় ক'রে ফিরছি, দয়ানিধি। জলধি যে আমার নেত্রজলে আরও পরিপুষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। কৈ, কত দূরে—কত পথে রয়েছ' তুমি প্রাণময়! এস', কূলে এস'—আর অকূলে থেকে, আমায় অকূলে ভাসিও না।

[প্রস্থান।

গুণ্ডিচা ও জগাপাগলার প্রবেশ।

জগা। ছিঃ মা, নিরুৎসাহ হয়ো না। নিরাশা, নিরুদ্দম, নিরুৎসাহ—এ সব অন্ধকারের রূপ; অবিশ্বাস ঐ সব মূর্ত্তি ধ'রে দেখা দেয়। ভাব'—তিনি আসবেন—নিশ্চয় আসবেন। ভক্তের ডাক—এ ত' তাঁর কাছে উপেক্ষণীয় নয়। আসতেই হবে তাঁকে।

গুণ্ডিচা। বাবা, জানো ত' তুমি, রমণী স্বভাবতঃ দুর্ব্বলা—তার মন স্বতঃই চঞ্চল। তার উপর মহারাজের এই দারুণ অবস্থা,—আমি যে মনকে আমার কিছুতেই মনের মত ক'রে নিতে পারছি না বাবা!

জগা। আরে বেটী পারবি বই কি? পারবি—নিশ্চয় পারবি। তবে "আমি ক'রবো" বলে দম্ভ দেখালে হবে না। বল',—ঠাকুর তোমার দেওয়া মন, তুমি আর সব দিক থেকে ফিরিয়ে, শুধু তোমার দিকে ক'রে নাও। আমি কে? কতটুকু—কত নগণ্য! তুমি করাও করি, বলাও বলি, চলাও চলি। তুমি বাজাও আমি বাজি, তুমি নাচাও আমি নাচি; তোমার ইচ্ছা হ'লে সব হয়। হে ইচ্ছাময়, আমায় শক্তি দাও,—আমার বাসনা পূরণের শক্তি দাও।

গুণ্ডিচা। কৃপাসিন্ধু, দেখা দাও—নিজগুণে দেখা দাও—আমার বাসনা পূর্ণ কর।

সমুদ্রে দারুমূর্ত্তির আবির্ভাব।

জগাপাগলা।

গীত।

গজল্—ফেবৃতা।

আকাশ বাতাস ব্যাপ্ত ক'রে মেদুর মধুর কল্লোলে,
ঐ এলো সে নেচে নেচে নীল সাগরের হিল্লোলে।

মরি মরি মরি কি নাচ রে! কি প্রাণ মাতান, মন গলান, ভুবন ভোলান নাচ রে!—

গীত।

তুমি কি এমনি ধারা-ই
ভেসেছিলে ক্ষীরোদ জলে বট-পত্র-শায়ী,
না এমনি ধারা নাচতে তুমি যশোদার কোলে।

দেখ, দেখ মা দেখ! তুমি যত আকুল আগ্রহে অপেক্ষা ক'রছ—তার কত গুণ অধিক ব্যাকুলতায় ঠাকুর আমার তোমার পানে ধেয়ে আসছে।

গীত।

গোঠের মাঝে রাখাল সাজে
নাচতে কি হে এমনি ধাঁজে,
দোল দোল দোল এমনি তনু দুলতো কি হে হিন্দোলে।

ধর ধর—নিয়ে চল' ঐ নীলমাধবকে তোমার নির্ম্মিত দিব্য মন্দিরে, সেই বিশ্ববিশ্রুত পীঠ—সেই রত্নবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত ক'রতে।

গীত।

হে নাটুয়া! আজকে আবার
যে নাচে প্রাণ মাতাও সবার,
(যেন) এই নাচেতে ধরার বক্ষ চিরদিন দোলে।

গুণ্ডিচা। এ কি বাবা, এ কি ব'লছ তুমি? এই কি সেই নীলমাধব? এ যে একটা প্রকাণ্ড নিম গাছের গুঁড়ি। এ যে একখানা কাঠ!

জগা। দূর আবেগের বেটী! কাঠই শুধু দেখ্‌ছিস্‌, আর কিছু না? ওগো, ঐ দারুদণ্ডেই যে এই ব্রহ্মাণ্ড-পতির চারু মূর্ত্তি ফুটে রয়েছে! চোখ মেলে, মন খুলে দেখ্‌ দেখি ভাল ক'রে।

গুণ্ডিচা। ঠাকুর, এ রহস্য বুঝতে পারি না, তাই মনে সন্দেহ জাগে। ব্রহ্মাণ্ড-পতি যিনি, সামান্য কাষ্ঠ খণ্ডে তাঁর অধিষ্ঠান কেমন ক'রে সম্ভব হয়?

জগা। হয়—হয়। তুই বেটী এই ত' মানুষ;—মাত্র চোদ্দ পোয়া, লম্বেও চোদ্দ পোয়া—আর হাত দু'খানা বাড়িয়ে দিলে চওড়াও চোদ্দ পোয়া। তুই কেমন ক'রে এত বড় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটা দেখ্‌বি বল। তাই তোর জন্য, তোর শক্তি সামর্থের মত হ'য়ে, ঠাকুর আমার ক্ষুদ্র তনু, ছোট খাটটী হ'য়ে দেখা দিতে এসেছেন।

গুণ্ডিচা। ঠাকুর! ভগবান শুনেছি বিরাট—অনন্ত—অসীম। তিনি কেমন ক'রে ঐ একখানা কাঠ হ'য়ে এলেন!

জগা। ভগবানের শুধু ঐ বিশেষণ গুলোই শুনেছ ? আর কিছু শোন নি ? তিনি সর্ব্বব্যাপী—সর্ব্বময়—সর্ব্বেশ্বর, এ সব বুঝি শোন নি ? তিনি যে সর্ব্বশক্তিমান ! তাঁর কি শুধু বড় হবার, বিরাট হবার শক্তি রে পাগলী ! তিনি "সর্ব্ব" শক্তিমান। এই 'সর্ব্ব" কথাটার অর্থ কি ? তিনি বড়—অতি বড় মহতোমহীয়ান—গরীয়তোগরীয়ান হবার শক্তি ধরেন : আবার ছোট—অতি ছোট—অনু-পরমাণু হতেও পারেন। তাই না জগৎ স্মরণাতীত কাল হ'তে সেই বিরাট-পুরুষ, অচিন্ত্য, অনন্ত-রূপ, বিশ্ব-ভূপকে ছোট্ট পটে, ক্ষুদ্র ঘটে, মৃৎপিণ্ডে, দারুদণ্ডে, শিলাখণ্ডে অধিষ্ঠিত দেখে আসছে। তাই না সেই মায়াতীত পরমাত্মাকে যশোদা দড়ি দিয়ে বেঁধেছিল, রাখালে উচ্ছিষ্ট খাইয়েছিল, গয়লার মেয়ে পায়ে ধরিয়ে কাঁদিয়েছিল।

গুণ্ডিচা। বাবা, এ পাপিষ্ঠাকে তুমি এত ক'রে বোঝাচ্ছ, তবুও আমার মনে কি যেন সংশয় উদয় হচ্ছে।

জগা। সন্দেহ, সংশয়, অবিশ্বাস—ও সব মন থেকে সরিয়ে দাও মা। তিনি আসব' ব'লেছিলেন, এসেছেন। কি মূর্ত্তিতে—কি রূপে, সে সব ভাববার দরকার কি ? রবি, শশী, গ্রহ, তারা, জল, স্থল, মরুৎ, ব্যোম, সারা জগৎ ব্যাপ্ত ক'রে আছেন সেই এক অবিচ্ছিন্ন, অনন্ত-চিন্ময় সত্তা। ঐ দারুদণ্ডে অধিষ্ঠিত জেনে নিয়ে চল' মা তাঁকে তোমার সেই সাধের মন্দিরে, যা লক্ষ লক্ষ ভাস্কর এতদিন ধ'রে নির্ম্মাণ ক'রেছে—যা শিল্প-সম্পদে, শোভার বৈভবে, আয়তনের বিশালত্বে—জগতে অতুলনীয়। নিয়ে চল' মা, নিয়ে চল'।

জনতা সহ ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রবেশ।

জনতা। জয় মহারাজ! জয় মহারাণী!

ইন্দ্র। আর মহারাজ, মহারাণীর জয় নয়, বৎসগণ। জয় দাও সেই রাজার রাজা বিশ্বরাজের। আমার অনুতাপ—অনুশোচনা—আত্মগ্লানি সব বিদূরিত ক'রতে, আজ তিনি এসে উদয় হয়েছেন আমার সামান্য রাজধানী'ত। সকলে তাঁর জয়গান ক'রে পৃথিবী প্রকম্পিত ক'রে তোল।

মন্ত্রী। কৈ কৈ! মহারাজ, কোথায় সেই ঠাকুর নীলমাধব?

ইন্দ্র। ত' জানি না। আমার চক্ষু এখনও সে বিগ্রহ দর্শনের সৌভাগ্য পায় নি কিন্তু বিকসিত পুষ্প পল্লবে লীন থাকলেও, তার গন্ধেই তার সংবাদ জগতে প্রচারিত হয়। আমি তাঁর চরণ কমলের আঘ্রাণ পাচ্ছি। অন্তর আমার ব'লছে, তিনি এসেছেন—এসেছেন।

জগা। দেখতে পাচ্ছ না, মন্ত্রী মশায়? ঐ যে ঠাকুর আমার সাগর তরঙ্গে নেচে নেচে সবাইকে মাতিয়ে তুলছে।

মন্ত্রী। কি—ঐ কাঠটা?

জগা। ছিঃ! তোমারও মুখে ঐ কথা? কাঠ কি? বল "দারুব্রহ্ম"।

মন্ত্রী। মহারাজ মহারাণীকে দেখছি তুমিই সারবে ঠাকুর। ভগবানের কি খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তাই তিনি তোমার ভক্তির গুঁতোয় কাঠ হ'য়ে এসে হাজির হ'লেন?

১ম নাঃ। মানুষ ত' ভয়েই কাঠ হয়—ভগবান কি ভক্তিতেও কাঠ হন নাকি?

জগা। ওহে হন—হন। তিনি সবই হন। এই তুমি সে দিন, তোমার নাতির আব্দার রাখতে, ঘোড়া হ'য়ে তাকে পিঠে

নিয়েছিলে না? তা তোমার মত আঁকুড়া মন্দ—রাজ দরবারের একজন হোমরা চোমরা ধনুর্দ্ধর—যদি নাতির জন্যে ঘোড়া হ'য়ে লাগাম পরতে, চাবুক খেতে পারে, ত' ভক্তের মনোরঞ্জনের জন্য—তার প্রবোধের জন্য ভগবান একটা রূপ পরিগ্রহ ক'রতে পারেন না? খুব পারেন—নিশ্চয় পারেন। রাজা, রাজা, আর অবথা কাল-ব্যাজে লাভ নেই। লোক লস্কর ডাক, তারা এসে ঠাকুরকে তুলে নিয়ে যাক্। কতক্ষণ আর প্রভু আমার এখানে প'ড়ে থাকবেন?

২য় সভাঃ। লোক লস্করের অভাব নেই—এই ত' একদল নাগরিক। ওদের দিয়ে তুলিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক্ না।

ইন্দ্র। ভাল, তুমি ব্যবস্থা কর' ভাই।

[২য় সভাসদের প্রস্থান।

মন্ত্রী। কাঠখানা পেল্লায় বড়; অল্প লোকের সাধ্য নয় যে ওকে তোলে।

১ম সঃ। এ কি! ওরা যে এক পা-ও নড়াতে পারলে না ঐ কাঠখানাকে।

ইন্দ্র। তাই ত', কি আশ্চর্য্য ব্যাপার।

২য় সভাসদের পুনঃ প্রবেশ।

২য় সভাঃ। নগর শুদ্ধ লোক ভেঙ্গে পড়েছে ঐ দারু দণ্ডটী তুলে নিয়ে যেতে, কিন্তু কি অদ্ভুত ব্যাপার মহারাজ, সে কার্য্য সমাধা কিছুতেই হ'চ্ছে না। কাষ্ঠ খণ্ডকে কেশ পরিমিত স্থানও নড়ান যায় নি।

গুণ্ডিচা। বিচিত্র কথা! রাজ-বাহিনীর সমস্ত হস্তী ও অশ্ব নিয়ে ভদ্র, তাদের সমবেত শক্তিতে ঐ কাষ্ঠ স্থানান্তরিত কর।

জগা। মা, শারীরিক শক্তি—দৈহিক বলের কর্ম্ম নয়। ভক্তির জোরে ভগবানকে নিয়ে যেতে হবে। ভক্তি-বিহ্বল চিত্তে তুমি আর রাজা ধর, তা হ'লেই ঠাকুর আমার হাসতে হাসতে যেতে থাকবেন।

গুণ্ডিচা। বাবা, তোমার উপদেশ শুনেও আমার মন সংশয়-পাশ হ'তে মুক্ত হ'তে পারে নি। আমি ঐ কাষ্ঠ খণ্ডে শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান এখনও কল্পনা ক'রতে পারছি না। আমার অন্তরে ভক্তি কৈ, যে আমি ওকে ধরতে যাব বাবা ?

জগা। বটে। আর তুমি রাজা ?

ইন্দ্র। ভাই, আমি আপনার দোষে সে পথ রোধ ক'রেছি। শ্রীভগবানের নিজের মুখের বাণী—তিনি আমার মত দাম্ভিকের সঙ্গে যাবেন না।

জনতা। সেই ক্ষেপা বামুন ফিরেছে। বিদ্যাপতি ঠাকুর আসছে। বিদ্যাপতি—

বিদ্যাপতির প্রবেশ।

বিদ্যা। জগবন্ধু, কোথা তুমি! আমি যে অন্তর্দ্দাহে দগ্ধ হচ্ছি। শান্তিময়, আমার হৃদয় শান্ত কর'—আমায় শান্তি দাও।

গুণ্ডিচা। এই যে পুত্র আমার। নিষ্ঠাবান, ভক্তিপরায়ণ-দ্বিজ, তুমি চেষ্টা ক'রলেই এ বিপদ হ'তে আমরা উদ্ধার পাই। তুমি নিয়ে চল', তোমার ভক্তির রজ্জু আকর্ষণ ক'রে, ঐ দারুরূপী বিশ্বম্ভরকে।

বিদ্যা। কৈ, কৈ সে জগন্নাথ ? আমি যাব, তাঁরে আমার বুকে ধ'রে তুলে নিয়ে।

জগা। গীত।

সাহানা মিশ্র—লোফা।

তুই কাণাকে পথ দেখাবি কি, তোর নিজেরই যে চক্ষু বোজা।
পরের বোঝা বইবি কি তুই, তোর ঘাড়ে আছে মস্ত বোঝা॥
তুই নিভাবি কি বাইরের আগুন,
তোর বুকে জ্বলছে চিতা তার যে শত গুণ,
তুই আঁধার দেখে আঁৎকে উঠিস্ কেমন ক'রে হ'বি ওঝা॥
কেমন ক'রে ধরবি তরীর হাল,
তুফান দেখে নিজেই যে তুই হয়েছিস্ বেহাল;
এই আঁকা বাঁকা মন নিয়ে তোর সোজা পথ কি দেখা সোজা॥

বিদ্যা। সত্যই ত'। আমি এত দুর্ব্বল, এত অবসন্ন হ'য়ে গেলুম কেন? হস্ত পদ যে অসাড়, অনড় হ'য়ে গেছে। এ কি হলো! এ আমার কি হলো!

জগা। ঠাকুর, বুঝতে পারছ না—কেন? তুমি যে দম্ভের বশে, অজ্ঞতার আতিশয্যে, তোমার নিজের শক্তিকে অবজ্ঞা ক'রে—লাঞ্ছিতা, অপমানিতা ক'রে চ'লে এসেছ'। শক্তি তোমার আর থাকবে কেন? তুমি যে তাকে পদাঘাতে দূর ক'রে দিয়েছ'।

বিদ্যা। আপনি কি ক'রে জানলেন—আমি আমার শক্তির অমর্য্যাদা ক'রেছি?

জগা আমি জানি। মা যে আমার কেঁদে কেঁদে ফিরচে। তার রোদনের স্বর যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের আকাশ বাতাস ব্যাপ্ত ক'রে দিয়েছে। নিষ্ঠুর, তোমার নির্ম্মম ব্যবহার যে তোমার আপাদ মস্তক কলুষিত ক'রে দিয়েছে। তুমি তোমার

সহধর্ম্মিণীকে, সেই সরলা সুশীলা ভক্তির মূর্ত্ত-প্রতিমাকে কেন অকারণে মর্ম্ম-পীড়া দিয়ে এলে, দম্ভের অবতার ?

বিদ্যা। সে যে ভ্রষ্টা—কুলটা—পাপীয়সী। তাই তাকে পদাঘাতে দূর ক'রে, তার পাপের সমুচিত শাস্তি দিয়ে এসেছি।

জগা। না—না—না। সতী-সাধ্বী সাবিত্রী সে, তাকে লাঞ্ছনা করে তুমি তোমার নিজের পাপের পথ প্রশস্ত ক'রেছ। এখন বুঝতে ত' পারছ, শক্তি তোমার দেহে আদৌ নাই। যাও ভ্রান্ত, দর্পান্ধ, মূঢ়—যাও তুমি তোমার সেই সহধর্ম্মিণীর নিকট, আমার জননীর নিকট, তোমার কৃতকর্ম্মের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা ক'রতে। তার মার্জ্জনা ব্যতীত তোমার গতি নাই।

বিদ্যা। সত্য কি ? এক নীচ শবর কন্যা—তার এত ক্ষমতা ?

জগা। নারীর ক্ষমতা। জান না তুমি ব্রাহ্মণকুমার, আদ্যাশক্তি রমণী মূর্ত্তিতে জগতের গৃহে গৃহে পূজিতা। মহাশক্তি মা কুচের ঘরে কুচ-রমণী হ'য়েছিলেন। গোয়ালিনী রূপে গোপের গৃহে বিরাজ ক'রতেন গোবিন্দ-প্রিয়া, বিশ্বারাধ্যা রাধিকা। জগতে সকল শক্তির প্রতীক যে নারী।

বিদ্যা। সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ, আপনি যথার্থ ব'লেছেন। আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে এখনি চল্লাম—সেই লাঞ্ছিতা, উপেক্ষিতা শবর-দুহিতার শরণ গ্রহণে।

গুণ্ডিচা। বৎস, আমাদের উপায় কি হবে ? আমার শ্রীমন্দির শূন্য প'ড়ে র'য়েছে ; তুমি ভিন্ন কে তা'তে নীলমাধবকে বসাবে ?

ইন্দ্র। বন্ধু, আমার দুর্ভাগ্য আজ নানা বাধা বিঘ্নের মূর্ত্তি ধ'রে আমার উদ্দেশ্য সাধনের অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। এ সেই নীলমাধবের অমোঘ বাণীর প্রতিক্রিয়া।

জগা। না হে, না। নীলমাধবের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে, কেন নিজেকে মন্দভাগ্য মনে ক'রছ? তুমি পরম ভাগ্যবান, তা'তে সন্দেহ নাই। তবে তোমার রাজ্যে সংশয়, সন্দেহ, অবিশ্বাস রাজত্ব ক'রে বেড়াচ্ছে; তাই এই অন্ধকার পুরে আমার ঠাকুর আসতে প্রস্তুত নয়। তুমি এ রাজ্য ব্যাপী অপ্রত্যয়, অবিশ্বাস দূর কর'—দেখবে, সে ঠিক আসবে—আসবে—আসবে।

ইন্দ্র। তাই কি—তাই কি?

মন্ত্রী। ও পাগলের পাগলামী, মহারাজ।

দৈববাণী।

দৈব। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন, ব্রাহ্মণ উন্মাদ নয়। তোমার রাজ্যে আমার প্রবেশের বাধা কি, তা উনি যথার্থ নির্ণয় ক'রেছেন। সংশয়, সন্দেহ যেখানে, সেখানে আমি মুহূর্ত্তের তরেও যাই না।

ইন্দ্র। এ সংশয়ের পাশ আপনি ভিন্ন কে ছিন্ন ক'রবে প্রভু?

দৈব। ভক্তবীর বিশ্বাবসু। রাজন্, তুমি তাকে সত্বর তোমার রাজধানীতে নিয়ে এস। তার ভক্তির প্রবাহে এ রাজ্য-ব্যাপী অবিশ্বাস দূর হবে। আর সেই অকপট বিশ্বাসী মহাপুরুষের স্পর্শ ব্যতীত, আমার ঐ দারুময় কলেবর স্থানান্তরিত হবে না। তুমি তাকে দিয়ে, এই কাষ্ঠ খণ্ড রাণী গুণ্ডিচার নব-নির্ম্মিত-মন্দিরে নিয়ে গিয়ে আমার বিগ্রহ প্রস্তুত করিও।

জগা। শুনলে ত', রাজা? এখন লোক পাঠাও সেই ভক্ত-সাধক বিশ্বাবসুর কাছে। তুমি নিজে গিয়ে কাজ নেই—এখানের কাজের ভার অনেক তোমার উপর র'য়েছে। কে যায়?

বিদ্যা। মহাপুরুষ, আমি যাব। আমি যাব, সেই উপেক্ষিতা—লাঞ্ছিতা—পদাহতা শবর-কন্যার নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা ক'রতে! চিরদিন রমণীর উপর বিদ্বেষপরায়ণ হ'য়ে যে অন্যায় ক'রেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে! আর আমার সেই ভক্তিমতি ভার্য্যার ক্ষমার বাস্তব নিদর্শন রূপে আনতে—এই অবন্তীপুরে, সেই পরম ভক্ত, সেই বিশ্বাসের মূর্ত্ত-অবতার, সেই শবরোত্তম—বিশ্বাবসুকে।

জগা। সাবাস্ সাবাস্! আর কি মহারাজ, এই ত' যাবার ঠিক লোক পাওয়া গেছে। যাও, যাও বেরিয়ে পড়'—শ্রীহরি স্মরণ ক'রে বেরিয়ে পড়'।

বিদ্যা। শ্রীহরি—শ্রীহরি—

[প্রস্থান।

জগা। ও ত' চ'লে গেল। তোরা এখানে দাঁড়িয়ে কি ক'রবি। আয় সকলে মিলে সমস্বরে তাঁর করুণা ভিক্ষা করি। সকলে ডেকে তাঁকে চঞ্চল ক'রে তুলি। ও রে তোরাও আয়—আয়, এই আহ্বানে যোগ দিবি আয়।

নাগরিকগণের প্রবেশ ও গীত।

শুদ্ধ টোড়ি—ঠুংরি।

পঙ্গু জনে শক্তি দাও, অন্ধে দেখাও আলো।
তাপিত তৃষিত কণ্ঠে তুমি প্রেম-সুধা ঢালো॥
সংশয়ের পারাবার!
তুমি পারে লও তার;
অবিশ্বাসী, আঁধার হৃদে তোমার আলোক জ্বালো॥

বিপথে ধরিয়া হাত
চল তুমি সাথে সাথ ;
রাঙা হ'য়ে উঠুক্ তোমার পরশে যত কিছু আছে কালো।
ফুল হ'য়ে ফুটুক্ কঠিন কাঁটা, মন্দ যত হোক্ ভালো॥

[সকলের প্রস্থান।

যমের প্রবেশ।

যম। তবু ভাল। নিরাশ হৃদয়ে তবু ক্ষীণ আশার সঞ্চার হ'য়েছে। এই ভাবে রাণী গুণ্ডিচার মনে সংশয়ের অবিশ্বাস বদ্ধমূল হ'লে, ভাব-রূপী ভগবানের আবির্ভাব সুদূর পরাহত হবে নিশ্চয়। তা হ'লেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। তা হ'লেই আমার উদ্বেগ — আশঙ্কা— সব লোপ পাবে। তা হ'লেই মর্ত্ত্যলোকে আমার আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকবে। সে যা হোক—যাতে রাণীর এই সন্দিগ্ধ মন কিছুতে আর বিশ্বাসের আলোক দেখতে না পায় —যাতে তার হৃদয় হ'তে শ্রদ্ধা ভক্তির নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়— বিহিত বিধানে আমায় সেই চেষ্টা ক'রতে হবে। সর্ব্ব প্রযত্নে আমায় সেই কার্য্যে তৎপর হ'তে হবে। "বিশ্বাসে মিলয় বস্তু, তর্কে বহুদূর।" এই বিশ্বাসহারা ক'রে, রাজ্ঞীর অন্তরে বিবিধ কু-তর্কের সৃষ্টি ক'রে, আমায় স্বকার্য্য সাধন ক'রতে হবে। দেখি এবার সফল-কাম হ'তে পারি কি না!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নীলাচল।

ললিতা ও বলভদ্রা।

বল। এমন সর্ব্বনাশ সাধ ক'রে কি কেউ করে দিদি! অমন সোণার অঙ্গ পুড়িয়ে নষ্ট ক'রেছ?

ললিতা। ঠিক ক'রেছি। যে রূপ আমার স্বামী-দেবতার সেবায় লাগলো না, বরং যা দেখে তাঁর মনে সন্দেহের সঞ্চার হ'ল, সে সর্ব্বনেশে রূপের এই-ই যথার্থ পরিণাম।

বল। সে বামুন পাগল। পাগলামী ক'রে সে একটা কি ব'লেছে, কি ক'রেছে, তার জন্য তোমার এতটা করা ভাল হয় নি।

ললিতা। বোন, থাম' তুমি। "পাগলের পাগলামী—" "সামান্য কি একটা"—এ সব আমিও ভাবতে চেষ্টা ক'রেছিলুম। কিন্তু বল' দেখি বোন, রমণীর সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া—সত্যই কি "সামান্য ব্যাপার"? স্বামীর উপেক্ষা, কটূক্তি, পদাঘাত—পাগলের পাগলামী হ'লেও, নারীর প্রাণে সে সব কত আঘাত করে। তা ছাড়া আমি ত' ভুলতে চেয়েছিলুম; যথাসাধ্য—না সাধ্যাতীত চেষ্টাও ক'রেছিলুম; কিন্তু শান্তিসদন মধুসূদন যে আমার মনের অশান্তি দূর ক'রলেন না—আমায় যে সে অপমান, সে লজ্জার কথা এক নিমেষের তরেও ভুলতে দিলেন না।

বল। তাই ব'লে দিন রাত এই পোড়া-ঘায়ের জ্বালা সহ্য ক'রতে হ'চ্ছে ত'?

ললিতা। বোন, যে অন্তর্দ্দাহে আমি নিশিদিন দগ্ধ হচ্ছি, তার কাছে

এ জ্বালা কত সামান্য—কি নগণ্য, তা আমি বই বুঝবার ভাগ্য আর যেন জগতে কারো না হয়। তাই ভেবেছিলুম, রূপের মুখে আগুন দিতে পারলে, বাইরের দেহের যন্ত্রণার ফলে আমি অন্তরের যন্ত্রণার হাত হ'তে নিষ্কৃতি পাব। কিন্তু এখন দেখছি —না, বাইরের জ্বালা বাইরেই জুড়িয়ে যায়, অন্তর্দ্দাহে সে এতটুকুও প্রলেপ দিতে পারে না। তবু—তবু বোন, আমার মনে এখন একটা সান্ত্বনার আশা জাগছে।

বল। কি, কি দিদি?

ললিতা। একবার—একবার যদি আমি তাঁর দর্শন পাই—তা হ'লে —তা হ'লে তাঁকে আমি দেখিয়ে দিই, যে এই দেহটাই আমার সর্ব্বস্ব নয়,—এটা নষ্ট হ'য়ে গিয়েও, এর মধ্যে যেটা বর্ত্তমান আছে—সেইটাই যথার্থ আমি। সেটা নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, জ্যোতির্ম্ময়। আর এইটা যদি তাঁকে আমি একবার ঠিক্ মত বোঝাতে পারি, তা হ'লে আমার এ অন্তর বাইরের সব জ্বালা তাঁ'তে সংক্রামিত হবে নিশ্চয়। তখন যত জ্বল্‌তে থাকবেন তিনি, আমার জ্বালাও শীতল হ'তে থাকবে ততখানি, বোন।

নীলাম্বরের প্রবেশ।

নীলা। দূর পাগলী, তাও কি কখনো হয়? জ্বালায় কি কখনো জ্বালা নিভোয়? বাড়ে—বরং বাড়ে। তোমার জ্বালা যদি জুড়োতে চাও, ত' যার যেখানে যে ব্যথা, যে জ্বালা আছে সব জুড়িয়ে দিতে চেষ্টা কর, দেখবে তোমার সব জ্বালা যন্ত্রণা জুড়িয়ে জল হ'য়ে যাবে।

ললিতা। কি ব'লছ' তুমি, বাতুল?

নীলা। আমি বাতুল? সাবাস্! আমি দেখছি তুমিই ত' জ্ঞানহারা —বুদ্ধিহারা—ভক্তিহারা। সত্যিই যদি কেউ বাতুল থাকে—সে তুমি।

ললিতা। কি রকম?

নীলা। তোমার সেই রূপ, সেই দুধে আলতায় গোলা রং, সেই নিটোল নধর গঠন, সেই চাঁদপানা মুখ, সেই টানা টানা চোখ সব তুমি নষ্ট ক'রলে, কেন বল' দেখি?

ললিতা। "কেন" সে কথা ব'লে প্রকাশ করবার নয়। সে কথার সঙ্গে আমার কুল, শীল, মান, মর্য্যাদা, ইহকাল, পরকাল সব জড়িত আছে। সে কথা আমি ব'লতে পারব' না।

নীলা। ভাল, নাই পারলে। কিন্তু সেই রূপ নষ্ট করবার তোমার অধিকার কি? তোমার রূপ কি তুমি নিজে রোজগার ক'রেছিলে? সে কি তোমার নিজের ইচ্ছায়, কি চেষ্টায় তোমার দেহে এসেছিল? সে ত' আর একজনের দেওয়া সামগ্রী—গচ্ছিত ধন, তুমি তাকে নষ্ট ক'রলে কোন্ আক্কেলে?

ললিতা। কি ব'লছ তুমি, নীলাম্বর?

নীলা। ওগো, রূপ ত' বিশ্বরূপের দান—তাঁর অযাচিত করুণার উজ্জ্বল নিদর্শন। তুমি সে রূপ পুড়িয়ে ছাই করবার কে?

ললিতা। তাই ত'।

নীলা। এতে তুমি শুধু নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দাও নি, নিজের শান্তির পথ হেলায় রোধ ক'রেছ। "শান্তি দাও" বল্লেই কি শান্তি পাওয়া যায়, দিদি? শান্তিময়ের উপর বরাৎ দিয়ে, তাঁর দেওয়া সকল কিছুই মাথায় তুলে নিতে পারলে, তবে না শান্তি। মান সম্ভ্রম যাঁর সৃষ্টি, নিন্দা ঘৃণাও যে তাঁরই গড়া। আলোক

যাঁর তৈরী, অন্ধকারও যে তাঁরই রচা। এটা চাই না, ওটা চাই, এ ব'লে হাতড়ালে কি কিছু মেলে? তিনি যা দেন তাই নাও, দেখবে মজা কত। ও দিদি, তিনি শিং দিলে মাথা পেতে নিতে হয়, ঘৃণা উপেক্ষা দিলে নিতে হবে না?

ললিতা। ভাই, ভাই, আমার অন্ধকার যেন কেটে আসছে। আমি আমার মোহ—দুর্ব্বলতা—ভ্রান্তি সব বুঝ্‌তে পারছি। সত্যই ত' আমি মনের দুর্ব্বলতায়—নিমেষের উন্মাদনায় কি সর্ব্বনাশই না ক'রেছি। আমার স্বামী আমায় অবজ্ঞা ক'রেছেন, তা'তে আমার কি ক্ষতি হ'য়েছিল! আমি কেন বুঝি নি, অপকলঙ্ক কখনও চিরস্থায়ী হয় না। কেন ভাবি নি, যদুপতি জনার্দ্দন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকেও মণিহরণের কলঙ্কভাগী হ'তে হ'য়েছিল; কিন্তু সে মিথ্যা রটনা ক'দিন লোক মুখে শ্রুত হ'য়েছিল! ভাই, ভাই, আমার জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলনকারী মহাপুরুষ, আমার অপরাধ হ'য়েছে—শ্রীভগবানের চরণে অপরাধ হ'য়েছে। তুমি আমার প্রায়শ্চিত্তের বিধান কর—আমার মুক্তির যুক্তি দাও।

নীলা। বটে, প্রায়শ্চিত্ত পিপাসা তোমার অন্তরে জেগেছে! ভাল, ভাল। আচ্ছা মনে কর, যদি তোমার স্বামী, সেই বিদ্যাপতি এখানে এসে উপস্থিত হয়, তা হ'লে তুমি তাকে নিয়ে কি কর?

ললিতা। তুমি ব'লে দাও কি ক'রব?

নীলা। আমি ব'লে দোব কি? তোমার মন কি ক'রতে চায়? তোমার বাসনা কি বল' না?

ললিতা। আমি ত' তাঁর সেই রূঢ় আচরণ, সেই নির্ম্মম কঠোর

বচন এখনও উপেক্ষা ক'রতে পারছি নি। তাই আমার মন প্রাণ ত' এখনও তাঁকে ক্ষমার চক্ষে দেখতে পারবে না, ভাই!

নীলা। পারতেই হবে। ক্ষমা তাকে ক'রতেই হবে। ক্ষমা করা চাই। তোমার অন্তরে এখনও রিষের বিষ জমে আছে, তাই না এ কথা ব'লছ'। কিন্তু পাগলী দিদি আমার, তাঁকে ডাক না—তাঁকে বল না—"ঠাকর তোমার কৃপায় কালসাপের বিষ মৃত-সঞ্জীবনী সুধায় পরিণত হয়, আর আমার এ রিষের বিষ, এই অন্তরের হলাহল কি মুছবে না"। জানাও—জানাও দেখ্‌বে তাঁর কৃপায় সব সম্ভব হবে।

ললিতা। হে হরি, হে সর্ব্বতাপ—সর্ব্বজ্বালা—সর্ব্বব্যাথাহারী হরি, আমার অন্তরের তাপ, প্রাণের ব্যথা, মনের সন্তাপ দূর কর কৃপানিধি। তোমার কৃপায় সব হয়। আমার প্রতি—এই দীনা, হীনা, কাঙ্গালিনীর প্রতি কৃপা বিতরণে বিমুখ থেকো না নিরঞ্জন।

লীলাধরের প্রবেশ।

লীলা। বড় জ্বালা—জ্বলে গেলুম—পুড়ে গেলুম। দিদি, দিদি—জ্বলে পুড়ে খাক্ হ'য়ে গেলুম যে। ওঃ এ কি তাপ—অন্তরে বাইরে এ কি নিদারুণ যন্ত্রণা!

ললিতা। ভাই, ভাই, এ তোমার কি হ'ল ভাই? তোমার অন্তরে বাইরে জ্বালা? তুমি জ্বলে পুড়ে যাচ্ছ? সে কি, কেন ভাই?

নীলা। ধরা প'ড়ে গেলে ভাই। লুকিয়ে থাকতে পারলে না। এক আঁচড়েই চেনা দিয়ে ফেল্লে?

লীলা। রোদের তাতে দেহ আমার পুড়ে যাচ্ছে—তাই আমি জ্বলে যাচ্ছি। তুমি কি সব বক্ বক্ ক'রচ'?

ললিতা। দীনবন্ধো, আর ছলনা ক'র না। আমার জ্বালা যে সব জুড়িয়ে গেল। আমি যে অন্তরে বাইরে শান্তির শীতল স্পর্শ অনুভব ক'রছি দয়াময়! আমার জ্বালা যে তুমি নিজের বরাঙ্গে ধারণ ক'রে, আমার গৌরব বাড়িয়ে দিতে এসেছ' লীলাময়! আর ত' তোমার লুকিয়ে থাকা চ'লবে না। আমিও যে তোমায় চিনে ফেলেছি, চিন্তামণি!

লীলা। বলভদ্রা, বোনটী আমার কি অবাক্ হ'য়ে দেখছিস্ রে? এরা সব বলে কি? কাকে কি ব'লছে দেখ। আমি এলুম রোদের তাতে আধ পোড়া হ'য়ে একটু জুড়োবার জন্যে, তা দিদি আমায় একটা কেষ্ট বিষ্টু ঠাওরে কত কি ব'লে যাচ্ছে দেখ না। চল্ বোন, আমরা এখান থেকে পালাই চল। বুঝতে পারছিস্ নি, বাপে ঝিয়ে এরা এইবার আমাদের তাড়াতে চায়, তাই ঠাকুর দেবতার কথা ব'লে আমার অকল্যাণ ক'রছে।

[প্রস্থানোদ্যত।

ললিতা। (হস্ত ধরিয়া) না, না—যেও না।

লীলা। (হাত ছাড়াইয়া) ছাড়।

ললিতা। হাত ছিনিয়ে যাবে, যাও। কিন্তু প্রাণ থেকে যাবার শক্তি কোথা তোমার, প্রাণময়?

লীলা। পারলুম না, দিদি—পারলুম না। তোমার কাছ ছাড়া হ'তে পারি না—পারবার যো নেই। তুমি যে আমায় আষ্টে পিষ্টে বাঁধন দিয়ে বেঁধেছ। কিন্তু একবার যে আমায় যেতে হবে দিদি।

ললিতা। কোথায় যাবে?

লীলা। অবন্তীপুরে। আমি একা যাব না। আমার সঙ্গে যাবে বুড়ো-বাবা—বিশ্বাবসু।

ললিতা। কেন?

লীলা। তার বিশ্বাসের—তার ভক্তির বলে, আমার মূর্ত্তি জগৎ সমক্ষে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে। যাবে না বুড়ো-বাবা আমার সঙ্গে দিদি?

ললিতা। ঐ যে বাবা এদিকে আসছে, তাকে ব'লে দেখ না।

বিশ্বাবসুর প্রবেশ।

বিশ্বা। কি ব'লবে? তুমি যা ব'লবে সেই ত' বলা—তুমি যা ক'রবে তাই ত' করা। আবার কে কি ব'লবে? আমায় যেতে হবে, না? রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজধানীতে, না? তা তোমার যখন ইচ্ছা হ'য়েছে, তখন আর অন্য কথা কি—চল্লুম। কিন্তু যাবার আগে একবার তোমায় জিজ্ঞাসা ক'রব কি লীলাধর, আমাকে দিয়ে সেই গোড়ে কাঠ তোলাবার তোমার এত সাধ কেন?

লীলা। কেন, তা কি জান' না, বৃদ্ধ? ভক্তির বল, সব চেয়ে বড় বল; তার কাছে ধন বল, জন বল, শারীরিক বল, মস্তিষ্কের বল, কোন বলই প্রবল নয়—এইটাই না জগতে দেখাবার জন্য আমার এই লীলার অবতারণা। ভক্ত, তোমায় যেতে হবে—জগতে ভক্তির মহিমা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য—পাপী তাপীর সন্তপ্ত অন্তরে ভক্তির নির্ঝর বহাবার জন্য।

ললিতা। বাবা কি একাই যাবে ভাই?

বিশ্বা। পাগলী বেটী, একা কি রে? একলা কি কেউ থাকে—না থাকতে পারে? সবার সঙ্গে—সর্ব্বদাই যে আছে আমার লীলাধর—চিরসঙ্গী হ'য়ে, চিরন্তন সাথীরূপে। তুই বেটী বুঝি

এখনও আমায় একলা দেখ্‌ছিস্ ? না—না—আমি একা নই, একাকী নই। আমার দোসর আছে—আমার সঙ্গী আছে—আমার চির সহচর ঐ দাড়িয়ে আছে—মোহন ঠামে, বিনোদ-বেশে। চল, চল লীলাধর।

বিদ্যাপতির প্রবেশ।

বিদ্যা। যাবার আগে আমার একটা গতি ক'রে দিয়ে যাও, বাবা।

বিশ্বা। কে—বিদ্যাপতি ? বাঃ—বাঃ—এ আবার তোমার কোন্ লীলা, লীলাধর ? শুভ যাত্রার উদ্যোগে আবার এ কি পরীক্ষা ক'রতে চাও তুমি ?

লীলা। বেশ ত'। তোমার জামাই এসেছে—তার যত্ন কর' না আগে, তারপর না হয় রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজধানীতে যেও।

বিশ্বা। কপটী, এত ছলনাও জান'! এখনও পরীক্ষা ক'রবে ? এখনও মায়ার ফাঁসে—মোহের ফাঁদে আমায় বেঁধে রাখতে চাও ? জামাই—জামাতা—কি কথাই শুনালে গো। যাও—যাও—আমি ও বাঁধন আর সেধে পরব' না। জামাই কে,—তুমি—তুমি—তুমিই আমার সব—সর্ব্বস্ব।

বিদ্যা। (স্বগতঃ) ভগবতি বসুন্ধরে, দ্বিধা হও—বজ্র, প্রলয় হুঙ্কারে গর্জ্জে উঠে সব শব্দ ঢেকে দাও—এ পাপ কথা যেন কারো কাণে না পশে।

নীলা। কি ঠাকুর, থ হ'য়ে গেলে যে! অনার্য্য বুড়োটার আস্পর্দ্ধা দেখেছ! তোমার সামনেই আবার জামাই ঠিক ক'রে নিচ্ছে।

বিদ্যা। এ কি! আগুন জলে উঠলো যে। জ্বালা—চারিদিকে জ্বালা। আমায় এ ভাবে অপমানিত করবার জন্যই কি আমাকে এখানে এনেছ, জগন্নাথ!

নীলা। হা রে অন্ধ! দেখ দেখি দিদির আমার মুখপানে চেয়ে—ওখানে কি কোন কালিমার রেখা আছে? এই দিদিকে আমার তুমি এখনও কলঙ্কিনী ভেবে বিষের দাহ বুকে পুষে রেখেছ?

বিদ্যা। ভদ্র, সারা পথ নিজ কর্ম্মের জন্য অনুশোচনা ভরা বুকে, ওঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার আগ্রহে ছুটে এসেছি। কিন্তু এ আমার কি হলো—আমি এখানে এসে উপস্থিত হবা মাত্র, আমার নির্ব্বাণোন্মুখ অন্তরাগ্নিতে ফুৎকার দিয়ে, বৃদ্ধ শবরপতি আমার সুপ্ত সন্দেহকে জাগিয়ে দিলে। আমি যে আর সে প্রাণের আবেগে ক্ষমা চাইতে পারছি না।

ললিতা। কিন্তু না চাইলেও আমি তোমায় ক্ষমা ক'রেছি, স্বামীন্। এ আমার মৌখিক ক্ষমা নয়—লৌকিক শিষ্টাচার নয়—আমি সত্যই সর্ব্বান্তকরণে তোমায় মার্জ্জনা ক'রছি। আর প্রার্থনা ক'রছি, যেন তোমার ভ্রান্তমতি সুনিয়ন্ত্রিত হয়—সংশয় দগ্ধ হৃদয় শান্ত হয়—প্রাণে তোমার শান্তি ফিরে আসে; যেন তুমি এই নবীন কিশোর—নবজলধর—পীতাম্বর—লীলাধরকে চিন্তে পার; যেন আমার সঙ্গে—সবার সঙ্গে ওঁর কি সম্বন্ধ—তা বুঝতে তোমার বিলম্ব না হয়।

বিদ্যা। সাধ্বি, সহধর্ম্মিনি,—ব্রাহ্মণী আমার, তোমার কৃপায় আমার জ্ঞান-চক্ষু ফুটেছে। আমি মোহ মালিন্যের অন্ধকার হইতে মুক্ত হ'য়ে, ক্রমে সত্যের আলোক দেখতে সক্ষম হচ্ছি। এই যে—এই যে সম্মুখে আমার আনন্দময় স্বরূপ—বৃন্দারণ্য-মধুপ—মধুময়-রূপ—অখিল বিশ্বভূপ!

"অধরং মধুরং বদনং মধুরং
নয়নং মধুরং হসিতং মধুরং

হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং।"

বিশ্বা। সাবাস্ বেটা। এই ত' চাই। নাও ঠাকুর, আর দেরী নয়, চল'। তোমার আশা-পথ চেয়ে রাজাটা কত আকুল হ'য়ে উঠেছে, তা ত' আর তোমার বুঝতে বাকী নেই। আর কেন জগন্নাথ, জগৎ সমক্ষে আত্মপ্রকাশ ক'রবে চল'।

নীলা। ভক্তের বাঞ্ছা কোন দিনই অপূর্ণ থাকে না—আজও থাকবে না। দিদি, তোমার অন্তরের সাধ—এই ক্ষেপা ঠাকুরের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি—তা লোককে জানাও, না? তা চল', আমরাও যখন যাচ্ছি, তুমিই বা আর একলাটী কোথায় থাকবে। চল',—বাবা, তুমি, ক্ষেপা ঠাকুর সবাই মিলে আজ যাই চল'।

বল। আমরা কি এখানে প'ড়ে থাকব' দাদা? আমি না হয় তোমার চক্ষুঃ শূল—কিন্তু নীলাম্বর দাদাকেও কি ছেড়ে রেখে যাবে?

নীলা। অভিমানিনী বোনটী আমার—তোকে ডাকি নি বোলে অভিমান হয়েছে? ওরে তুই ত' যাবি সবার আগে—তোকে মধ্যে নিয়ে আমরা দুই ভাই সাগরতীরে বিরাজ ক'রবো—এই যে আমার প্রতিজ্ঞা সমুদ্রের কাছে দিদি, ভুলে গেছিস্? চল।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বাঁকী মোহানা।

দেবদাসীগণের প্রবেশ ও গীত।

খাম্বাজ—ঠুংরি।

আজ বাসর সাজা ওলো নাগরী।
কালাচাঁদ আসছে লো তোর, ও গোরচনা-গোরী॥
এসেছে বাঁশরী রব, অঙ্গের সৌরভ,
মলয়ের শিহরণে পরশ তাহার হয় যে অনুভব,
পিয়াসায় মরিস্ নি আর, আস্‌ছে সুধার গাগরী॥
মুছে ফেল তোর নয়নের লোর,
আঁখি তলে আঁক্ উজর কাজর,
অধরে জাগা হাসি, বাঁধ্ বিনোদ কবরী,
কাঁচলী এঁটে, ক'সে পর্ রঙিন্ ঘাঘরী॥

[প্রস্থান।

উৎসবচন্দ্রের প্রবেশ।

উৎ। ঠাকুর, দয়াল ঠাকুর, আজ না কি তোমার আবির্ভাব হবে! নিশ্চয়, নিশ্চয়, আজ তুমি আসবে—আসবে। আর কতদিন—কতদিন এমন ক'রে সকলকে কাঁদাবে? তোমার পথ চেয়ে চেয়ে যে চোখ ঠিক্‌রে যাবার যোগাড় হ'য়েছে। তবু কি তোমার দয়া হবে না? হবে—হবে—নিশ্চয় হবে। তা না হ'লে কেন এমন ক'রে সকলকে মাতিয়ে তুলেছ—কেন সবাইকে আর সব ভাবনা ভুলিয়ে, কেবল তোমার চিন্তায় মগ্ন রেখেছ?

সকলের সংসার ত' আর আমার মত শ্মশান নয়—সকলের ঘরে ত' আমার মত চামুণ্ডা বাস করে না। তবে কেন তাদেরকে সব ছাড়িয়ে, এই সাগর তীরে আনিয়েছ? দয়া তোমার হ'তেই হবে, নইলে ছাড়বে কে?

গীত।

বেহাগ খাম্বাজ—লোফা।

দেখি কতদিনে দয়া তোমার হয় দরদী!
নয়ন জলের ঝরণা ঝ'রে ব'হে যাক্ না নদী॥
চেয়ে রব তোমার আশা পথ,
দেখি কত দিনে পূরে মনোরথ,
তোমায় মরণেও পাব না কি,—
জীবনেতে না পাই দেখা যদি॥

বিম্বাধরার প্রবেশ।

বিম্বা। কার গলার স্বর! ঠিক তার মত—ঠিক তার মত! পাপিষ্ঠা, এখনও তোর মনে আশা আছে, তুই তার দেখা পাবি! হা হতভাগিনী, তোর এ শুধু মরীচিকার পেছনে দৌড়ে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা। সে কি আর আছে? সে তোর হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্ম মরেছে—মরেছে।

উৎ। (স্বগতঃ) এ কি! নারায়ণ—নারায়ণ! এ যে আমার ব্রাহ্মণী! এর এ কি মূর্ত্তি—এ কি বেশ—এ কি পরিবর্ত্তন!

বিম্বা। (স্বগতঃ) ঐ যে কে একজন গেরুয়া-পরা—দাড়িওয়ালা মিন্‌সে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। যা থাকে অদৃষ্টে, একবার

াসা ক'রে দেখি না! (প্রকাশ্যে) ঠাকুর, তোমার—আপনার বাড়ী কোথা গা?

উৎ। (স্বগতঃ) কণ্ঠস্বরেরও কি পরিবর্ত্তন।

বিম্বা। কথার জবাব দাও না, ঠাকুর! (স্বগতঃ) মরণ আর কি—ঠ্যাকারে মাটীতে পা দেন না। (প্রকাশ্যে) বলি নাগা ঠাকুর, কাণের মাথাটী খেয়েছ আপনি?

উৎ। সন্ন্যাসীর রমণীর সহিত বাক্যালাপ নিষেধ।

বিম্বা। আমি রমণী নই। আমার মামাতো ভাইয়ের বোয়ের নাম ছিল রমণী,—তা সে ত' অনেক দিন মারা গেছে, নাগা ঠাকুর।

উৎ। আমি নাগা নই—সন্ন্যাসী।

বিম্বা। হ্যাঁ হ্যাঁ—তা জানি। তবে কি ক'রব ঠাকুর—আমার ও নামটা ধরতে নেই। আমার বড় মামাশ্বশুরের—

উৎ। তা সে যা হোক্, তুমি যাও। আমাদের কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলার নিয়ম নেই।

বিম্বা। কেন?

উৎ। এই আমাদের আশ্রমের নিয়ম।

বিম্বা। আশ্রমে তুমি ত' এখন নেই ঠাকুর, তুমি ত' এখন পথে দাঁড়িয়ে আছ। যখন আশ্রমে যাবে, তখন না হয় মেয়েমানুষ দেখলে ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকো,—এখন আমার কথার জবাব দাও।

উৎ। কি কথা?

বিম্বা। তোমার বাড়ী কোথা?

উৎ। সন্ন্যাসীর আবার বাড়ী কি? যেথায় থাকি সেথায়-ই বাড়ী।

বিম্বা। বলি ঠাকুর, ঐ—ঐ তুমি পাট-নাশি হবার আগে—

উৎ। পাট-নাশি ?

বিম্বা। কি আপদ মা ! ব'ললুম না—ঐ নামটা আমার ধ'রতে নেই—মামাশ্বশুরের নাম। তা তুমি পাট-নাশি হবার আগে থাকতে কোথা ?

উৎ। হরিপুরে।

বিম্বা। ফরিপুর ? কোন্ ফরিপুর ?

উৎ। (স্বগতঃ) এই ধ'রে ফেল্লে রে।

বিম্বা। ফক্কিকান্তপুরের উত্তরে যে ফরিপুর—সেইখানে ? দাঁড়াও দাঁড়াও ! তুমি ঠাকুর ভাল ক'রে আমার দিকে চাও দেখি !

উৎ। রমণীর দিকে চাওয়া—

বিম্বা। ওগো আমি রমণী নই—আমি বিম্বাধরা। দেখি—হ্যাঁ ঠিক্ চিনেছি। আমায় লুকিয়ে থাকবে তুমি ? রোস' ত'—রোস' ত', এই যে নাকের কাছে আঁচিলটাও ঠিক আছে। তবে—এইবার ত' তোমায় ধ'রে ফেলেছি, পাট-নাশি।

উৎ। নারায়ণ—নারায়ণ ! বিম্বা, আর কেন আমায় মিছে বাঁধন দিয়ে বেঁধে রাখতে চাও ? আমি অনেক চেষ্টায় যে ফাঁস কাটিয়ে এসেছি—আরও কেন সেই ফাঁসে আমায় জড়াতে চাও !

বিম্বা। ওগো, সে কথা হবে পরে। কিন্তু ক'দিনই বা বাড়ী ছেড়েছ, এরই মধ্যে এমন নাচ হাত লম্বা দাড়ী ক'রলে কি ক'রে ? পরচুলো নয় ত' ?

[আকর্ষণ।

উৎ। আঃ—ছাড়' লাগে। দেখ বিম্বা, আমি তোমার মিনতি ক'রছি—ব্যগ্রতা ক'রে জানাচ্ছি—তুমি আমার আশা ত্যাগ কর'। আমি তোমার সংসারের মোহ কাটিয়ে, যখন একবার বেরিয়ে

প'ড়েছি—তখন আমাকে আবার সংসারী ক'রে, আমার পরকালের পথে কাঁটা দিও না।

বিম্বা। ও কর্ত্তা! কে-ই বা তোমায় সংসারী হ'তে ব'লছে, আর কে-ই বা তোমার পথে কাঁটা দিতে চাচ্ছে। সংসার! ঝাঁটা মারি সংসারের মুখে—সংসারের সুখের মুখে। তুমি পুরুষ বেটা-ছেলে, তুমি যখন রাজার দেওয়া ধন সম্পত্তি এক কথায় ছেড়ে চ'লে গেলে; তখন আমি মনে ক'রলুম, বয়েই গেল আমার, আমি ঐ সব সোণা, দানা, হীরে, জহরৎ নিয়ে সুখে দিন কাটাব। এই না ভেবে, আমার বুকটা ফাল্লাদে দশ হাত হ'য়ে উঠলো। তাই ঠ্যাকারে—অহঙ্কারে তোমার খোঁজ খবর নিলুম না। তারপর দু'দিন না যেতে যেতেই, পাড়ার নাচ বেটা বেটীর নজর প'ড়লো আমার সেই অগাধ সম্পত্তির উপর। কি করি, একা প্রাণী—মেয়ে মানুষ—খালি বাড়ী। তাই আমার ভায়েদের আনিয়ে বাড়ীতে রাখলুম। কিন্তু সেই ভায়েরা—আমার মায়ের পেটের ভায়েরা ভাজেদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, আমায় মেরে ফেলে, আমার বিষয় হাতাবার মৎলব ক'রলে। একদিন সত্যি সত্যি দুধের সঙ্গে কি মিশিয়ে, আমার মেজভাজ আমার সামনে ধ'রে, কত সোহাগ ক'রে আমায় খেতে অনুরোধ ক'রলে। আমি একটা অছিলে ক'রে সে দুধটা না খেয়ে, ফেলে দিলুম। একটা বেড়াল এসে সে দুধের বাটীটা চাটতে লাগলো, আর সঙ্গে সঙ্গে তেউড়ে বেঁকে মরে গেল। এই না দেখে, সংসারের পায়ে দণ্ডবৎ ক'রে, বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে প'ড়েছি। তুমি ব্যস্ত হয়ো না, আমি এতদিন তোমায় জালিয়েছি ব'লে চিরদিন আর জালাব না।

তুমি আমার স্বামী—দেবতা—ইহকালের সুখ—পরকালের স্বর্গ। তোমার চরণ ছেড়ে আমার কোথাও শান্তি নেই। তাই শান্তিময় হরি, তোমার চরণ তলায় আমায় আবার এনে দিয়েছেন।

উৎ। চমৎকার! তুমি এক নিশ্বাসে এত কথা ব'লে ফেল্‌লে কি ক'রে! তা দেখ বিম্বামণি, আমি বাড়ী ছেড়ে এসে পর্য্যন্ত "মানুষ" হবার জন্য মধুসূদনের কাছে প্রার্থনা ক'রছিলুম। দয়াময় ঠাকুর আমায় এইবার "মানুষ" হবার অবকাশ দিয়েছেন। তিনি আমায় পরীক্ষা ক'রতে চান। আমি তোমায় মার্জ্জনা ক'রে, তোমার সকল অপরাধ—সব দোষ ক্ষমা ক'রে, নিজের মনুষ্যত্বের পরিচয় দোব। আর—আর আজ আকাশ বাতাস ব্যাপ্ত ক'রে আমার প্রভুর আবির্ভাবের যে আগমনী সুর বেজে উঠেছে, সে সুরে যোগ দিয়ে—সেই ছন্দে মেতে—চল' বিম্বা, আমরা দু জনে যাই—আমার সেই পরম প্রভুর দর্শন লাভে ধন্য হবার জন্য।

বিম্বা। ধন্য আমি—ধন্য আমি! আজ আমি ধন্য—আমার জীবন ধন্য—জনম ধন্য! আর ধন্য তুমি ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু হরি!

(নেপথ্যে শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি ও "জয় জগন্নাথ" রব)

উৎ। কি—কি হল'? কিসের এ উল্লাস বিম্বা? এত শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি—এত জয় জগন্নাথ রব?

বিম্বা। কিছু ত' বুঝতে পারছি না ঠাকুর!

উৎ। (দেখিয়া) বুঝতে পারছ না, বুঝতে পারছ না? আমি পেরেছি। বিম্বা, বিম্বা, ঐ দেখ', ঐ দেখ' প্রভু বিশ্বম্ভর শবর-কুলোত্তম বিশ্বাবসুর কোলে উঠে, ঐ চ'লেছেন রাণী-মাকে

শ্রীমন্দিরে। ঐ দেখ,—মহারাজ, মহারাণী, উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী সব, পাগলবেশী মহাপুরুষ যজ্ঞেশ্বর, আর প্রজাবৃন্দ সবাই চলেছে সেই শবর-রূপী মহাত্মার অনুসরণ ক'রে, সেই বিশ্ববিশ্রুত মন্দির অভিমুখে। বিম্বা, চল' আমরাই বা আর কেন এখানে দাঁড়িয়ে অযথা কাল হরণ করি। চল, আমরাও ঐ মহোৎসব—ঐ আনন্দ প্রবাহে যোগ দিতে ছুটে যাই।

বিম্বা। চল' প্রভু, চল' নাথ। আজ আমার নারী জন্ম সার্থক! আজ হৃদয়-নাথকে পেয়েছি—এইবার জগন্নাথকে দেখি গে, চল'।

উভয়ে। জয় জগন্নাথ স্বামী, জয় জগন্নাথ স্বামী।

[প্রস্থান।

গীত গাহিতে গাহিতে একদল নাগরিকের প্রবেশ।

রামকেলী—একতালা।

ঐ চলে যায় জগৎ-চিন্তামণি।
(ভক্তের কোলে হেলে দুলে)
যেন যশোদার কোলে নীলমণি॥
ধন্য তুমি ধন্য ভগবান, কৃপার তোমার নাইক' পরিমাণ,
তুমি এম্‌নি ক'রে বাড়াও ভক্তের মান—
বিশ্বম্ভর হও কুসুম-লঘু,—
বিশ্বরূপ হও স্নেহের দুলাল যাদুমণি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

শ্রীমন্দির।

বিশ্বাবসু, ইন্দ্রদ্যুম্ন, গুণ্ডিচা, জগাপাগলা, ললিতা ও বিদ্যাপতি।

ইন্দ্র। মহাভাগ, আপনার অনুকম্পায় আজ আমি কৃতার্থ। আপনার অসামান্য, অনন্য-সাধারণ ভক্তির বলে জগদ্বাসী ধন্য। আপনার অতুল গৌরবে দিঙ্‌মণ্ডল সমুজ্জ্বল। আপনি আজ যে অসাধ্য সাধন ক'রলেন, তার জন্য আমায় চির দিনের মত দুশ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতার পাশে বদ্ধ ক'রে রাখলেন।

বিশ্বা। ছিঃ, মহারাজ, অত ক'রে কি বলে! আমি কি ক'রেছি! আমার শক্তি কতটুকু—সামর্থ কতটুকু! আমি কি ক'রতে পারি! যাঁর কাজ তিনিই ক'রেছেন। ভাগ্যবান তুমি মহারাজ, তাই ভগবান তোমায় স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন—তাঁর শ্রীমূর্ত্তি নীলাচলের গুপ্ত কন্দর হ'তে আনিয়ে জগদ্বাসীর সমক্ষে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে আদেশ দিয়েছিলেন। আবার আজ তোমার সৌভাগ্য পূর্ণ মাত্রায় পরিস্ফুট করাতে, তিনিই এসেছেন তোমার রাজ্যে—তোমার মহীয়সী রাজ্ঞীর নির্ম্মিত মহান্ মন্দিরে। আমি ত' শুধু উপলক্ষ্য, মহারাজ। এর জন্য আমার এত প্রশংসা ত' সঙ্গত নয়।

ইন্দ্র। নরোত্তম, আমার মন আজ যেমন আনন্দে নেচে উঠতে চাচ্ছে নীলমাধবের আগমনের জন্য, তেম্‌নি সঙ্কুচিত হ'চ্ছে আপনার সম্মুখে দাঁড়াতে—আপনার সঙ্গে এ ভাবে আলাপ ক'রতে। ছিঃ ছিঃ, আমি কি কাণ্ডজ্ঞান হীন পাপিষ্ঠের মত

আপনার সঙ্গে ব্যবহার ক'রেছি! আমি আপনাকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ক'রতে বিন্দু মাত্র দ্বিধা বোধ করি নি।

বিশ্বা। মহারাজ, আজ আনন্দময় এসেছেন, আজ শুধু আনন্দ—আনন্দ কর; অতীত কথার উল্লেখ ক'রে এ আনন্দ স্রোতে বাধা দিলে অপরাধী হ'তে হবে। মুছে ফেল' রাজা, হৃদয় থেকে অতীতের জ্বালাময়ী স্মৃতি—দূর কর মন থেকে ভবিষ্যের অজ্ঞাত, অনির্দ্দিষ্ট ছবি। এস'—এই উজ্জ্বল বর্ত্তমানকে জড়িয়ে ধ'রে আমরা শুধু মেতে যাই সেই লীলাময়ের লীলার রঙ্গে, তাঁর আবির্ভাবের আনন্দে, তাঁকে পাওয়ার পরিতৃপ্তিতে।

জগা। হেঁ—হেঁ—এমন নইলে হয়। ঠিক্—ঠিক্—ঠিক্ বলেছ' তুমি শবরপতি! এমনি ক'রেই ত' সব ভুলে—সব ফেলে—মেতে যেতে হয় আমার প্রভুর লীলায়—তাঁর খেলার মেলায়। তা নইলে কি এই বেটী চাল্‌তা-মুখীর মত মুখ গোম্‌ড়া ক'রে থেকে, জোর ক'রে তাঁর আনন্দ-লহর হ'তে নিজেকে দূরে রাখা ভাল?

গুণ্ডিচা। বাতুল, সাবধান। তুমি কার সম্বন্ধে কথা ব'লছ, তা স্মরণ রেখ'। মনে রেখ'—আমি এ রাজ্যের রাণী।

জগা। ওরে বাবা, এ যে' কাল নাগিনীর মত ফোঁস্ ক'রে উঠলো। এত অভিমান—এত অহঙ্কার—এত দম্ভ নিয়ে তুমি এসেছ আমার প্রেমময়—রসময়—মধুময় ঠাকুরের শ্রীমন্দিরে! হারে গর্ব্বিতা রমণী, তুমি কি জান না, যে ঠাকুর আমার দীনবন্ধু! দীন কাঙ্গালই যে তাঁর কৃপার পাত্র। রাজ্ঞীর মাৎসর্য্য—সম্রাজ্ঞীর অহঙ্কার, তাঁর নিকট হ'তে—তাঁর চরণ সান্নিধ্য হ'তে তোমায় কেবল দূরেই নিয়েই যাবে। তাই না তুমি এতদিন শুধু অন্ধকারে অন্ধকারেই বেড়িয়েছ। এ রাজ্যবাসী সকলেই

যাতে শ্রীভগবানের সত্ত্বা দেখে নিজেদের ভাগ্যবান বোধ ক'রলে, তুমি এই জন্যই না তাকে শুধু কাষ্ঠ ব'লে উপেক্ষা ক'রে এসেছ ?

গুণ্ডিচা। স্থির হও উন্মাদ! আমি তোমার প্রলাপ বাক্য শুনতে এখানে আসি নি।

ইন্দ্র। এ কি মহারাণী! এ কি তোমার উদ্ধত বচন ?

গুণ্ডিচা। উদ্ধত বচন নয় মহারাজ—স্পষ্ট উক্তি। সত্য কথা চিরদিনই কিছু শ্রবণ-কটু হয়।

ললিতা। (বিদ্যাপতির প্রতি) নাথ, এই কি এ রাজ্যের নারীর নিদর্শন ? এত উগ্রা—এত মুখরা—এমন দাম্ভিকা নারী আমি কোনও দিন কল্পনাও ক'রতে পারি নি।

বিদ্যা। (জনান্তিকে) না সুন্দরি, এ স্থান পুণ্যময় স্থান। এ রাজ্যের রমণীর শ্রী-সম্পদের জন্য, এ ক্ষেত্রের অপর নাম "শ্রীক্ষেত্র"। চরিত্রের মাধুর্য্যে—স্নেহের প্রাবল্যে—গৃহিণীর গরিমায়—সেবার মহিমায়—এ রাণী গুণ্ডিচাই আমার মাতার মহিমাময় সিংহাসন অধিকার ক'রেছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য প্রিয়ে, আমি আজ ওঁর এ পরিবর্ত্তন দেখে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হ'য়ে যাচ্ছি।

ইন্দ্র। বন্ধু, তুমি অসন্তুষ্ট হয়ো না। রাজ্ঞী হয় ত' কোন আকস্মিক্ কারণে এরূপ অপ্রকৃতিস্থা হ'য়েছেন।

জগা। আরে রাম রাম!

গুণ্ডিচা। না মহারাজ, না। আমি জানি আমার মত স্থির-মস্তিষ্ক উপস্থিত এ রাজ্যে কেহই নাই। আমি যা ব'লেছি সে সব কথাই সুচিন্তিত। আমি কি বুঝি নি, যে তুমি আমাকে স্তোকবাক্যে প্রবোধ দিয়ে, নিজের অকৃতকার্য্যতা লুকোবার জন্য,

এই উন্মাদবেশী চতুরের সঙ্গে পরামর্শ স্থির ক'রেছ। আমি কি বুঝি নি, যে তোমরাই চক্রান্ত ক'রে এক খণ্ড কাষ্ঠ সাগর জলে ভাসিয়ে এনে, আমায় অনন্ত-রূপ ভগবানের স্বরূপ ব'লে বিশ্বাস করাতে চেয়েছ! আমি কি বুঝি নি, যে তোমরা সেই প্রকাণ্ড কাষ্ঠ খণ্ডকে, এই যাদুকর কর্ত্তৃক কোন ইন্দ্রজাল প্রভাবে বহিয়ে এনে, আমার বহু আয়াস-অর্থ-শ্রম-নির্ম্মিত মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট ক'রেছে।

ললিতা। আমার পিতাকে যাদুকর ব'লে অবমানিত ক'রলে, আমার প্রাণে যে ব্যথা লাগবে, মহাদেবি।

গুণ্ডিচা। কে তুমি?

বিদ্যা। আমার ধর্ম্মপত্নী—আমার ব্রাহ্মণী—এই শবরপতির দুহিতা ললিতা। মা, আমি নীলাচলে নীলমাধবের জন্য বারবার তিন বার যাতায়াত করি। সৌভাগ্য আমার মা, আমি এবার ফিরেছি তাঁকে—সেই নীলমাধবকে নিয়ে; এই শবররূপী ভক্ত-বীরকে নিয়ে; আর ওঁর সুশীলা, সুধীরা কন্যা—আমার বনিতাকে নিয়ে। মা, আমি আমার পিতৃ-পিতামহের দেশে—আমার সাধের জন্মভূমিতে ফিরেছি, কত আশা—কত আকাঙ্ক্ষা বুকে ধ'রে, আর তুমি কি অন্তরে অন্তরে এই অবিশ্বাসের ছবি আঁকড়ে ধ'রে আমায় এখান হ'তে আবার নির্ব্বাসন দিতে যাবে?

গুণ্ডিচা। বিদ্যাপতি! আমার সন্তান—আমার স্নেহের নন্দন! এই ত'—এই ত' তোমার সাকার বিগ্রহ, জগন্নাথ! এই তোমার বাস্তব মূর্ত্তি! এই আমার পুত্র—এই আমার ননীর গোপাল! নীলমাধব, জগন্নাথ, তুমি মায়ের ছেলে হওয়ার চেয়ে আর

কি বড় রূপ—কি মধুর মূর্ত্তি—কি সুন্দর কলেবর ধারণ ক'রতে পার ? বৎস, বৎস, বিদ্যাপতি আমার, চল'—চল' আমরা এখান হ'তে পালাই চল'। এ স্থান ছলনায় পূর্ণ—এ স্থান পাপে পঙ্কিল। চল', আমরা এ স্থান ছেড়ে, বাইরের মুক্ত বায়ুর মাঝে, উদার আকাশের তলে যাই চল'। ওরে তোরা সব শাঁখ বাজা, আমার পুত্র ফিরেছে—বধূমাতাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরেছে, তোরা সব শাঁক বাজা—শাঁক বাজা।

[বিদ্যাপতি ও ললিতাকে লইয়া গুণ্ডিচার প্রস্থান।

ইন্দ্র। উন্মত্ততার লক্ষণ ব'লে বোধ হ'চ্ছে। জগন্নাথের আগমনে আনন্দের আতিশয্যে রাজ্ঞী কি জ্ঞানহারা উন্মাদিনী হ'য়ে গেলেন !

জগা। না মহারাজ, না। আমার মঙ্গলময় ঠাকুরের আনন্দ-প্রবাহে মাতলে মানুষ জ্ঞানও হারায় না, উন্মাদও হয় না। বরং তাঁর সে আনন্দে যোগ দিতে না পারলেই—জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক সব হারিয়ে মানুষ অমানুষ হ'য়ে যায়। রাণী-মার ও কি হ'য়েছে জান ? বিকার—ঘোর বিকার। অবিশ্বাস, সংশয়, সন্দেহ, সব তাঁর মনের মধ্যে এমন গোড়া গেড়ে ব'সেছে, যে তাদের চাপে সব চাপা প'ড়ে গেছে ; তাই তিনি কেবল অন্ধকারই দেখছেন। এ সেই অন্ধকারের প্রতিক্রিয়া। অন্ধকারে থেকে যার দিন কেটেছে, সে হঠাৎ আলো দেখলে কাণা হ'য়ে যায়।

বিশ্বা। তোমায় দেখে—তোমার রূপ দেখে অন্ধকার ঘোচে না, এ কেমন তোমার লীলা, লীলাধর ? তোমার আগমনে রাজ্যে যে আনন্দের ঢেউ খেলে যাচ্ছে—শুধু এ অভাগিনী রমণীই কি তা হ'তে দূরে প'ড়ে থাকবে, আনন্দময় ?

জগা। সে কি মশায়, ও কি কথা? আনন্দময়ের এ আনন্দের মেলা। এতে সবাই ত' যোগ দেবেই। এ যে আনন্দ বাজার,—হেথায় যদি রাণী-মা না বসেন, তা হ'লে এর যে অঙ্গহানী হবে। তবে কি জানেন, ঠাকুরটী আমার নিজেই বাঁকা কি না, তাই চির দিনই বাঁকা রাস্তায় চ'লতে ভালবাসেন, সোজা পথ বড় একটা পছন্দ করেন না,—তাই ও বেটীকে একটু ঘুরিয়ে নাক দেখাতে চাচ্ছেন। রাজা, তুমি ভেব না; রাণী-মার এ অন্ধকার কেটে যাবে। তিনি সেই দারু দণ্ডটীতে আমার ঠাকুরের কোন রূপ কল্পনা ক'রতে না পেরেই, এই বিপদে প'ড়েছেন। তুমি সেই দারুদণ্ডে তাঁর এক ভুবন মোহন রূপ গড়িয়ে, রাণী-মার সামনে ধর, দেখবে তিনি আবার প্রকৃতিস্থা হবেন।

বিশ্বা। সত্য কথা। অরূপের মাঝে বিশ্বরূপকে কল্পনা করা কষ্টসাধ্য বটে। সকলের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাই প্রতীকে প্রতিমায় তাঁর পূজার ব্যবস্থা চিরদিন আছে। রাজন, তুমি সত্বর ঐ দারু দণ্ড হ'তে ব্রহ্মাণ্ড-পতির বিগ্রহ প্রস্তুত করবার উদ্‌যোগ কর।

ইন্দ্র। আমি কি উদ্‌যোগ ক'রব! ঐ দারু দণ্ডকে অঙ্গুলি মাত্র স্থান নড়ান' রাজ্য শুদ্ধ লোকের সমবেত শক্তির অতীত,—আর কে এমন শিল্পী আছে, যে ঐ মহৎ কাষ্ঠ খণ্ড হ'তে শিল্প কৌশলে শ্রীভগবানের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'রতে সক্ষম হবে? তবে আপনি মহাপুরুষ, আপনি যদি অনুগ্রহ ক'রে সে ভার গ্রহণ করেন, তা হ'লে শুধু আপনার দ্বারায় সে কার্য্য সমাধা হওয়া সম্ভবপর ঘটে।

বিশ্বা। আমি বিগ্রহ নির্ম্মাণ ক'রব কি? আমি ত' কাষ্ঠ শিল্পের

কিছুই জানি না। হ্যাঁ, তবে পারি, তাঁর কৃপা হ'লে সব পারা যায়। আমি কেন? তাঁর কৃপায় যে কেউ সে কার্য্য সম্পন্ন ক'রতে পারে। কিন্তু ঠাকুর—লীলাধর— দয়ানিধি, আর আমায় ও ভার দিও না এইটুকু অনুগ্রহ আমায় কর।

ইন্দ্র। কেন মহাভাগ, আপনি ও কার্য্য হ'তে নিজেকে বিরত রাখতে চাচ্ছেন?

বিশ্বা। কেন? লীলাধর, বল ত' কেন? বল ত' আমি নিজেকে কেন দূরে রাখতে চাচ্ছি ঐ গৌরবময় কার্য্য হ'তে! বল ত'!

জগা। রাজা, এটা বুঝতে পারছ না! জগন্নাথ এত দিন গুপ্ত ছিলেন নীলাচলে। এবার যখন তিনি জগতের সমক্ষে প্রকাশ হ'তে প্রস্তুত হয়েছেন, তখন তাঁর সেই প্রকট লীলায় চারি বর্ণের নিজস্ব ছাপ থাকা চাই। হেথায় মিলেছে ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতির কঠোর তপস্যা, ক্ষত্রিয় ইন্দ্রদ্যুম্নের দুর্ব্বার শক্তি, শূদ্র বিশ্বাবসুর ঐকান্তিক সাধনা; অবশিষ্ট আছে বৈশ্যের শিল্প কৌশল; সেইটা হ'লেই না হেথায় চারি বর্ণের সমবেত চেষ্টায়—তাদের অকপট প্রাণের নৈবেদ্য নিতে—জগৎবাসীর সমক্ষে এসে দাঁড়াবেন জগবন্ধু জগন্নাথ।

ইন্দ্র। যথার্থ ব'লেছ তুমি, বন্ধু। তোমার কথায় আমার কৌতূহল দূরে গেল—অন্তর আবার এই মহাপ্রাণ শবররাজের চরণে ভক্তিতে লুটিয়ে প'ড়তে চাচ্ছে।

বিশ্বা। নারায়ণ—নারায়ণ! সে কথা থাক মহারাজ। এখন চেষ্টা দেখ, এমন নিপুণ শিল্পী—এমন ভক্তিমান বর্দ্ধকী—বৈশ্য কুলের এমন উজ্জল রত্ন কে কোথায় আছে, যে তোমার অভি-লষিত মূর্ত্তি নির্ম্মাণে সক্ষম হবে।

বৃদ্ধ বৰ্দ্ধকী বেশে বিশ্বকর্ম্মার প্রবেশ।

বৰ্দ্ধ। আমি আছি মহারাজ! যদি অনুমতি করেন ত' আমি ঐ কাষ্ঠ হ'তে দারুব্রহ্মরূপ নির্ম্মাণ ক'রতে পারি।

ইন্দ্র। তুমি? শীর্ণদেহ, স্থবির বৰ্দ্ধকী, তুমি এই কাজ ক'রতে স্বেচ্ছায় এসেছ? আমি তোমার এ উদ্যম—এ উৎসাহের প্রশংসা ক'রছি, কিন্তু আমি তোমায় এ কার্য্যের ভার দিতে পারব' না, বৃদ্ধ।

বৰ্দ্ধ। কেন মহারাজ! এই বৃদ্ধ শবরপতিই ত'—আপনার রাজ্য শুদ্ধ সকলে সমবেত চেষ্টায় যা পারে নি, তাই ক'রেছেন। বার্দ্ধক্য আমার দেহকে অধিকার ক'রেছে সত্য, কিন্তু আমার মন এখনও নবীন। উৎসাহে—উদ্যমে আমি কোন যুবক অপেক্ষা হীন নই। তা ছাড়া আমার এত দীর্ঘ দিনের শিল্প-সাধনা, আমার ভূয়োদর্শন, আমায় আপনার অভীপ্সিত কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ক'রে তুলেছে, রাজন্!

বিশ্বা। মহারাজ, সূত্রধর হৃদয়বান তাতে সন্দেহ নাই। ওঁর প্রাণে আগ্রহ আছে যথেষ্ট। আর আগ্রহ যেখানে, অনুরাগ যেখানে, আমার ঠাকুরের অজস্র কৃপাও সেইখানে।

ইন্দ্র। বৃদ্ধ, তুমি কত দিনে শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'রতে পারবে ব'লে বিবেচনা কর?

বৰ্দ্ধ। তিন সপ্তাহে মহারাজ।

ইন্দ্র। মাত্র তিন সপ্তাহে?

বৰ্দ্ধ। হ্যাঁ প্রভু! তিন সপ্তাহ সেই মূর্ত্তিত্রয় নির্ম্মাণের পক্ষে যথেষ্ট সময় ব'লেই আমি বিবেচনা করি।

ইন্দ্র। মূর্ত্তিত্রয়? এর তাৎপর্য্য কি শিল্পী?

বৰ্দ্ধ। আমার ঠাকুর আদেশ ক'রেছেন, ঐ বৃক্ষকাণ্ড হ'তে তিনটী

মূর্ত্তি প্রস্তুত ক'রতে হবে। অনন্তরূপী বলরাম বামে, মধ্যে বিশ্বধাত্রীরূপা সুভদ্রা, দক্ষিণে জগৎগতি জগৎপতি জগন্নাথ। এই সম্মিলিত মূর্ত্তিতে তিনি সমুদ্রতীরে বিরাজ ক'রতে সাগরের নিকট প্রতিশ্রুত।

জগা। বটে! তুমি আদিষ্ট হ'য়ে এসেছ আমার প্রভুর নিকট হ'তে? তবে আর কি, তোমার ত' তা হ'লে চাপ্‌রাশ মিলে গেছে। তুমি লেগে যাও তবে আজ থেকেই।

বর্দ্ধ। আমি কাজে লাগলে মহারাজ, আমার একটী সর্ত্ত আপনাকে পালন ক'রতে হবে। আর সেই সর্ত্ত পালিত না হ'লে আমি এ কাজে হাত দিতে পারব' না।

ইন্দ্র। কি সর্ত্ত?

বর্দ্ধ। যতদিন না আমার কার্য্য সমাধা হয়—অর্থাৎ এই তিন সপ্তাহের জন্য আমি—মাত্র আমি একা এই মন্দির মধ্যে থাকব। আপনি বাহিরে এ মন্দিরের রুদ্ধ দ্বারে অপেক্ষা ক'রবেন। আর তিন সপ্তাহ পরে এসে দ্বার মুক্ত ক'রে মন্দিরে প্রবেশ ক'রবেন। তার পূর্ব্বে আপনি বা অন্য কেউ-ই যদি হেথায় প্রবেশ করে, আমি তদ্দণ্ডেই কার্য্য বন্ধ ক'রে দেবো।

ইন্দ্র। ভাল, তাই হবে! কিন্তু বৃদ্ধ, তুমি যে প্রতিমা প্রস্তুত কার্য্যে ব্যাপ্ত আছ, তা লোকে কেমন ক'রে জানবে?

বর্দ্ধ। আমি তা জানি না। আমি জানি আমার নিজেকে, আর আমার কার্য্যকে—কর্ত্তব্যকে। আমি নিযুক্ত থাকব' আমার কর্ত্তব্যের সাধনায়—শিল্পের সাধনায়। বাইরে কে কি ভাববে, তা দেখবার আমার অবসর ও আবশ্যকতা কিছুই থাকবে না।

জগা। সাবাস্‌। এই ত' চাই। শিল্পকলার একনিষ্ঠ সাধক এই ত'

তোমার উপযুক্ত কথা। তুমি ক'রে যাবে তোমার কর্ত্তব্য—তোমার প্রাণের অর্ঘ্য তুমি ঢেলে দেবে কলা-লক্ষ্মীর চরণ প্রান্তে। তাতে কে কি ব'লবে—কি ভাববে, সে দিকে ভ্রুক্ষেপ ক'রবে না। এই ত' প্রকৃত সাধনা। রাজা, আর কাল ব্যাজ নয়, এঁকে এখুনি পান গুয়া দিয়ে বরণ ক'রে কার্য্যে নিয়োগ কর।

ইন্দ্র। তাই হবে ভাই! এস শিল্পী, আমি তোমায় যথাযোগ্য বরণ ক'রে আমার ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য নিয়োগ ক'রব এস'।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

গুণ্ডিচার প্রকোষ্ঠ।

বলভদ্রা ও লীলাধর।

বল। আর কতদিন অভাগিনী রাণীকে নিয়ে এ ভাবে রঙ্গ ক'রবে দাদা! ভিতরে বাইরে অন্ধকার দেখে হতভাগিনী যে দিন দিন শ্রীহীন, শান্তিহীন, অস্থির হ'য়ে উঠছে।

লীলা। শুধু কি তাই রে দিদি! তার উপর লোক চক্ষে সে এখন কৃপার পাত্রী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যার কণামাত্র করুণা পাবার জন্য রাজ্যস্থ সকলে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকত', সেই রাজ্যেশ্বরী আজ বিশ্বাসহারা—ভক্তিহারা হ'য়ে সকলের বিরাগ ভাজন হ'য়েছে।

বল। তা ত' দেখছি। কিন্তু এমনি ক'রে তাকে অন্ধকারে রেখে,

সবার বিরাগ ভাজন ক'রে তোমার লাভ কি? আহা! যে মহিয়সী ললনাকে দেখে এ রাজ্যের প্রজারা সাক্ষাৎ ভক্তি ঠাকরুণ ভেবে সম্ভ্রমে মাথা নত ক'রতো, আজ তার অন্তর হ'তে শ্রদ্ধা ভক্তির নাম পর্য্যন্ত মুছে গেছে। চক্রী, তোমার এ চক্রান্ত করবার উদ্দেশ্য কি?

লীলা। ব'লেছি না কতবার তোমায়, বোন্—"লীলা"! এ আমার লীলা। এই আমার সখ—আমার খেয়াল।

বল। ভারি মজার খেয়াল ত'? এক জনের মাথায় পা দিয়ে জলে ডুবিয়ে ধরা—আর সে কেমন আঁক্ পাঁক্ ক'রতে থাকে, তাই দেখে আহ্লাদে আট খানা হওয়া। না দাদা, তোমায় এ খেলা শেষ ক'রতেই হবে। রাণী গুণ্ডিচার এ হীনাবস্থা আমি দেখতে পারছি না, দাদা। কি—মুখ টিপে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসি হচ্ছে যে?

লীলা। দয়াময়ী বোনটী আমার, কারো এতটুকু দুঃখ সইতে পার না তুমি, তা জানি। কিন্তু কি ক'রবো দিদি, আমি যে বড় দায়ে প'ড়েছি।

বল। সে কি?

লীলা। ভক্তের মান রাখ্‌তে হবে—মুখ রাখ্‌তে হবে। বিদ্যাপতি ঠাকুরের স্বপ্ন সত্যে পরিণত ক'রতে হবে আমাকে। সেই জন্যই ত' এই খেলার অবতারণা ক'রে ব'সেছি।

বল। কি রকম—কি রকম?

লীলা। অত ব্যস্ত হ'স্ নি। সময় আসুক সব দেখ্‌তে পাবি। ঐ মহারাণী গুণ্ডিচা এই দিকে আসছে।

গুণ্ডিচার প্রবেশ।

গুণ্ডিচা। কে তোমরা ?

লীলা। আমরা মা, তোমার বৌমা ললিতার সঙ্গে এসেছি। আমি তার ছোট ভাই, লীলাধর—আর এ আমার বোন, বলভদ্রা।

গুণ্ডিচা। বেশ! তা কি ক'রতে এখানে এসেছ ?

লীলা। তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য দেখবার জন্য মা! দুঃখী গরীবের ছেলে মেয়ে আমরা। আমরা ত' এত সোণা দানা, হীরে জহরৎ, একসঙ্গে দেখি নি। তুমি রাজার রাণী—মহারাণী, তোমার ধন দৌলত কত। ওঃ বাবা! আমাদের একেবারে তাক্ লেগে গেছে।

গুণ্ডিচা। শুধু আমার ঐশ্বর্য্যই দেখেছ, না আর কিছু দেখেছ ?

লীলা। আর দেখেছি এই রাজবাড়ী। ওরে বাপরে! এরই বা কি বাহার; কত বড়—কেমন সাজান'—কি সুন্দর! আর দেখেছি মা, তোমার তৈরী ঐ নূতন মন্দির। রাণী মা, ধন্যি মেয়ে তুমি বাছা! এমন মন্দির পৃথিবীতে আর নেই। কত বড়—কত উঁচু—কত চিত্র বিচিত্র করা। সবই যেন তুলি দিয়ে আঁকা। কোন মানুষের সাধ্য নেই অমন মন্দির তৈরী করে। হ্যাঁ রাণী মা, তুমি কেমন ক'রে এমন মন্দির তৈরী করালে ?

গুণ্ডিচা। সে আমার শক্তির জোরে। কত অর্থ, কত লোক খেটেছে তবে না হ'য়েছে। ওরে বাপু, আমি হচ্ছি রাণী। আমার সঙ্গে কি কারো তুলনা!

লীলা। তা ত' বটে—তা ত' বটে!

গুণ্ডিচা। কিন্তু জানো লীলাধর,—লীলাধরই বুঝি তোমার নাম, না ? আমি অত কষ্ট ক'রে, অত অর্থ ব্যয় ক'রে জগন্নাথকে বসাতে

যে মন্দির তৈরী করালুম, সেই মন্দিরে ওরা সব একটা শুক্‌নো কাঠের গুঁড়ি বসিয়ে আমায় প্রতারিত ক'রতে চায়—বলে এই জগন্নাথ। আরে তাও কি হয়? কাঠ হবে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ!

বল। কেন হবে না মা! ক্ষুদ্র শিলাখণ্ডকে তুমিই ত' নারায়ণ জ্ঞানে সংগ্রহ ক'রেছ। এক লক্ষ সেইরূপ ক্ষুদ্র শীলার সমষ্টি ক'রে তোমার মন্দিরের বেদী নির্ম্মাণ করিয়েছ।

গুণ্ডিচা। থাম্ মুখরা বালিকা। সে কি জানিস্—এতদিন অন্ধকারে ছিলুম, লোক মুখে শুনে শুনে,—আবাল্য আচরিত সংস্কারের বশে মনে করেছিলুম, ঐ শিলাখণ্ড গুলোই বুঝি নারায়ণ। আরে নারায়ণ ত' এক অনাদি অনন্ত সত্ত্বা—একেশ্বর। তাঁর আবার অমন লক্ষ লক্ষ মূর্ত্তি হ'তে গেল কোথা থেকে?

লীলা। কি জানি মা, অত শত বুঝি নি আমি, বাছা। তা ছাড়া, তুমি হ'চ্ছ রাণী—মহারাণী। তোমার বুদ্ধির চেয়ে কি আর কারো বুদ্ধি বেশী! তুমি যা বোঝ—সেই ত' ঠিক বোঝা, তুমি যা কর' সেই ত' ঠিক করা।

বল। (স্বগতঃ) একে মন্‌সা—তা'তে ধুনোর গন্ধ। দাদা দিলে—দিলে একেবারে বেচারীকে গোল্লায় দিলে।

লীলা। তা চল্ বোন, আমরা ঘুরে ঘুরে এ রাজ্যের কত ঐশ্বর্য্য—কত সম্পদ সব দেখি গে চল্। ক'দিন এসেছি—তা এ রাজ্যের এক কোণও আমাদের দেখা হয় নি। আসি মা, আবার আসব 'খন।

গুণ্ডিচা। এস।

[বলভদ্রা ও লীলাধরের প্রস্থান।

বেশ ছেলেটী—দিব্যি ছেলে। কেমন মিষ্টি কথা—কেমন হাসি

হাসি মুখ। মেয়েটা কিন্তু বড় চোয়াড়—বড় মুখরা। ওর বোন্ —আমার বৌমা ললিতা ত' অমন নয়। সে ঠিক তার ভাইটার মত—শান্ত-শিষ্ট, লক্ষ্মীটী। তবে তার বাপ—সেই শবর বুড়োটা না কি মস্ত যাদুকর। অবশ্য এ কথায় বৌমা আমার ক্ষুণ্ণ হন বটে। কিন্তু সত্যের গলা টিপে ত' তাকে চেপে রাখা যায় না। শবর বিশ্বাবসু যে যাদুকর তা'তে কারো সন্দেহ নেই। নইলে সেই গুঁড়িটা—যা নড়াতে রাজ্য শুদ্ধ লোক পারে নি—সে একা তুলে নিয়ে গেল কেমন ক'রে? বলে ভক্তির জোরে। আরে ভক্তি আমাদেরই কি নেই—না তার জোর নেই। ও সব মিথ্যা—ধাপ্পাবাজী।

পূজারীবেশে যমের প্রবেশ।

যম। মা, নির্ম্মাল্য গ্রহণ করুন গোবিন্দজীর।

গুণ্ডিচা। কে? বৃদ্ধ পূজারী। তুমি আজ স্বয়ং নির্ম্মাল্য নিয়ে এসেছ যে?

যম। মা, আমি শুনেছি, আপনি নির্ম্মাল্যে না কি ভক্তি হারিয়েছেন। তাই তা প্রত্যক্ষ ক'রতে আসাই আমার উদ্দেশ্য।

গুণ্ডিচা। ব্রাহ্মণ! আমি শুধু নির্ম্মাল্যের উপর ভক্তি হারায় নি। যার নির্ম্মাল্য সেই গোবিন্দজীর উপরও ভক্তিহীনা।

যম। সে কি? কেন মা?

গুণ্ডিচা। ব্রাহ্মণ, আমি বুঝেছি—সব শঠতা, মিথ্যাচার, ধাপ্পাবাজী। কে? গোবিন্দজী কে? একটা কৃষ্ণ প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি বই ত' নয়। কে বল্‌লে সেই পাষাণ পুত্তলিকা—জগৎপতি জগদীশ্বরের মূর্ত্তি? আর সেই প্রস্তর মূর্ত্তির সমক্ষে, কতক গুলো ভোজ্য ধ'রে

এক দণ্ড চোখ বুজে তুমি ব'সলেই, বিশ্বপতি জগন্নাথের আহার করা হ'য়ে গেল? না—না ব্রাহ্মণ, ও সব মিথ্যা—কপটতা। আমি ও সব ভণ্ডামী হ'তে নিজেকে দূরে রাখতে চাই।

যম। সত্যই ত' মা! এ কথা ত' আমার এত দিন মনে আসে নি—যে একটা প্রস্তরখণ্ড কেমন ক'রে নিখিল ব্রাহ্মণ্ডেশ্বর ব'লে পরিগণিত হ'তে পারে। আপনি আমার চক্ষু ফুটিয়ে দিলেন। সত্যই ত'—কেমন ক'রে একটা নিথর পাথর হবে এই চরাচর স্বামীর প্রতিরূপ! হারে অদৃষ্ট! আমি এতদিন এই সহজ কথাটা বুঝি নি। হায়—হায়! আমি এতকাল পৌরহিত্য ক'রে, ঐ প্রাণহীন স্পন্দনহীন শিলা-মূর্ত্তি পূজা ক'রে বিশ্বপতিকে উপহাস ক'রেছি—সঙ্গে সঙ্গে নিজে প্রতারিত হ'য়েছি ও আপনাদিগকে প্রতারিত ক'রেছি। মা—মা এই আমি ফেলে দিচ্ছি—দূরে ফেলে দিচ্ছি আপনার জন্য আনা এই নির্ম্মাল্য। কারণ এ কিছু নয়—কিছু নয়। এ রকম ভোজ্যের রাজ সংসারে অভাব নেই। (নির্ম্মাল্য নিক্ষেপ) আর মা, আমি আপনার মহিমায়, আপনার উপদেশে যে দিব্য-চক্ষু পেয়েছি, সেই চোখে চেয়ে দেখছি এ রাজ্যে একা আপনিই যথার্থ ভক্তিমতী আছেন। আর কেউ নয়—কেউ নয়। কিন্তু মা, আপনাকে বলি—মহারাজ যে আজ কয়দিন ধ'রে নীলমাধবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণের প্রতীক্ষা ক'রছেন, সেটাও আপনার প্রতিরোধ করা কর্ত্তব্য। কেননা শিলায় বা কাষ্ঠে কখনও জগদীশ্বরের মূর্ত্তি হওয়া সম্ভব নয়।

গুণ্ডিচা। ব্রাহ্মণ, নীলমাধবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য মহারাজ প্রতীক্ষা ক'রছেন কি? আমি ত' এর কিছুই জানি না।

যম। আজ চতুর্দ্দশ দিন হ'ল, এক বৃদ্ধ—অতি বৃদ্ধ—জরাজীর্ণ, শীর্ণ,

ক্ষীণ, মরণোন্মুখ বর্দ্ধকী—যে কাঠটা সমুদ্রে ভেসে এসেছিল, তা হ'তে নীলমাধবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'রে দেবে ব'লে, আপনার মন্দিরে ঢুকে দ্বার রুদ্ধ ক'রছে। মহারাজ এই চোদ্দ দিন দরজায় হা পিত্যেস্ ক'রে ব'সে আছেন—কবে সেই মূর্ত্তি দেখে তিনি চক্ষু সার্থক ক'রবেন।

গুণ্ডিচা। বটে! সে বৃদ্ধ আজ চোদ্দ দিন রুদ্ধ-দ্বার মন্দিরে অবস্থান ক'রছে?

যম। ক'রছে বই কি মা। তবে তার যে অবস্থা দেখা গেছলো, তা'তে সে যে এতদিন না খেয়ে না দেয়ে বেঁচে আছে, তা বোলে বোধ হওয়া কঠিন।

গুণ্ডিচা। ঠিকই ত'। বৃদ্ধ স্থবির—জরাজীর্ণ! মন্দির মধ্যে তার মৃত্যু হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। তা হ'লে আমার মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট হওয়াও অসম্ভব নয়।

যম। সত্যই ত' মা। মন্দির পবিত্র স্থান, সেথায় মৃতদেহ—

গুণ্ডিচা। তুমি কি নিশ্চিত জান' যে, সে বর্দ্ধকী মন্দির মধ্যে মরেছে?

যম। তা কেমন ক'রে ব'লব জননি! তবে আমি প্রত্যহ মন্দিরের দ্বারে কান দিয়ে শোনবার চেষ্টা ক'রেছি, যে ভিতর হ'তে কোন শব্দ আসে কি না। যাই হোক্ একটা সূত্রধর কার্য্য ক'রছে ত'। কিন্তু মা তক্ষন কার্য্যের কোন শব্দই আমার কানে আসে নি।

গুণ্ডিচা। তুমি একাই শুনতে পাও নি—না—আর কেউ—

যম। রাজ্যশুদ্ধ লোক মা,—সকলেই আমার মত কোন শব্দই শুনতে পায় নি।

গুণ্ডিচা। বটে! ওঃ কি অমানুষিক অত্যাচার। একজন স্থবির,

পক্বকেশ, জরাগ্রস্ত হতভাগ্যকে এক রুদ্ধ-দ্বার কক্ষে আবদ্ধ রেখে, খাদ্যাভাবে শুকিয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে মৃত্যুকে বরণ করবার এই নির্ম্মম ব্যবস্থা—দেবতার দোহাই দিয়ে, অবাধে সংশাধিত হ'চ্ছে আমার রাজ্যে। আর তার প্রধান প্রশ্রয়দাতা আমারই স্বামী—যাঁর হাতে রাজ্যবাসী প্রত্যেক প্রজার জীবন মরণের দায়িত্ব নির্ভর ক'রছে।

যম। অমানুষিক অত্যাচার তা'তে আর সন্দেহ নাই। আপনি মা, রাজলক্ষ্মী! আপনি এ পাপ অনুষ্ঠান হ'তে মহারাজকে বিরত না ক'রলে রাজ্যে অকল্যাণ হওয়ার সম্ভাবনা। তাই মা আমার বিনীত নিবেদন আপনি সত্বর সেই মন্দির-দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দেখুন, সে হতভাগ্য সূত্রধর কি ভাবে মৃত্যুর কোলে স্থান পেয়েছে।

গুণ্ডিচা। নিশ্চয় নিশ্চয়। আমি এখনই মহারাজকে ব'লে সে দ্বার খোলবার ব্যবস্থা ক'রব।

যম। কিন্তু, মহারাজ কি তা'তে সম্মত হবেন? বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁর না কি কথা হ'য়েছিল—তিন সপ্তাহ দ্বার-বন্ধ থাকবে।

গুণ্ডিচা। কেন, তিন সপ্তাহ কেন?

যম। বৃদ্ধ স্বেচ্ছায় মৃত্যু কামনা ক'রেই আপনার মন্দিরে এসেছিল। হতভাগ্য হয় ত' ভেবেছিল, দেবস্থানে মরণে তার সদ্‌গতি হবে। আর সেই জন্য মন্দির মধ্যে তিন সপ্তাহ প্রয়োপবেশন ক'রে আত্মজীবন নাশের সঙ্কল্প ক'রেছে। কারণ সাধারণ লোকের ধারণা অনাহারে মানুষ একুশ দিন পর্য্যন্ত বাঁচতে পারে। তাই সে রাজাকে ঐ সময় উত্তীর্ণ হবার পর দ্বার খুলতে অঙ্গীকার করিয়েছে।

গুণ্ডিচা। তা হ'লে আজও তার মৃত্যু না হওয়াও অসম্ভব নয়। কি বল', পূজারী?

যম। বেঁচে থাকাও সম্ভব বটে।

গুণ্ডিচা। তা হ'লে আর বিলম্ব নয়। এখনি—এখনি সে দ্বার খোলাবার ব্যবস্থা হোক্। এখনি দেখা হোক্, সে বৃদ্ধ বর্দ্ধকী বেঁচে আছে কি না—আমার পবিত্র দেব-আয়তন সেইরূপ পবিত্র আছে কি না।

যম। হ্যাঁ মা, আর বিলম্ব নয়; আপনি এখনি মহারাজকে দিয়ে দ্বার খোলাবার ব্যবস্থা করুন। কি আশ্চর্য্য মা, মহারাজ আজ চতুর্দ্দশ দিন সেই মন্দিরের সম্মুখেই কাটালেন—একদণ্ডের জন্য সে স্থান ছেড়ে অন্য কোথাও যান নি। যেন দ্বারে প্রহরা দেবার—দ্বার রক্ষা করবার লোক রাজ্যে আর কেহই নাই।

গুণ্ডিচা। সব বিষয়েই তাঁর কিছু বাড়াবাড়ি দেখছি।

যম। আপনি স্বয়ং গিয়ে সে দ্বার খোলাবার ব্যবস্থা করুন। নতুবা তিনি কারো কথায় কর্ণপাত ক'রবেন না। আমি মা আসি! আপনার অনেক মূল্যবান্ সময় অপচয় করিয়েছি—ক্ষমা ক'রবেন। (স্বগতঃ) আর কি,—এইবার ত' রাণী গুণ্ডিচা আমার সম্পূর্ণ আয়ত্তে এসেছে। এখন ওকে দিয়ে দ্বার খোলাতে পারলেই জগন্নাথের বিগ্রহ চিরতরে লোক চক্ষের অন্তরেই থেকে যাবে।

[প্রস্থান।

গুণ্ডিচা। পূজারীর বেশ জ্ঞান বুদ্ধি আছে। অথচ কেমন মিষ্টভাষী। কিন্তু কি অত্যাচার! একজন নিরীহ লোককে রুদ্ধ কক্ষে আবদ্ধ রেখে তার মৃত্যুর পথ প্রস্তুত করা! এ কি নৃশংসতা! আর

এই সব অবাধে সাধিত হ'চ্ছে ধর্ম্মানুষ্ঠানের নামে। সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে—ভিতরের আলো জ্বালার সময় এগিয়ে এলো। কে গান গাচ্ছে! সেই লীলাধর না? এই যে এই দিকেই আসছে।

গীত গাহিতে গাহিতে লীলাধরের প্রবেশ।

কীর্ত্তন—লোফা।

ওমা গো ধূলি জালে ভরিল গগন প্রকোষ্ঠ।
এলো গো তোমার আদুরে গোপাল সঙ্গে করিয়া গোষ্ঠ॥
বাজায়ে বেণু চরায়ে ধেনু ক্লান্ত তনু তার,
ওমা দেখ দেখ একবার!
শ্রম-বারি ঝরে এলাইয়ে পড়ে শুকায়েছে রাঙা ওষ্ঠ॥
ওমা কোলে নাও তারে আদরে, চুমায় বদন দাও ভ'রে,
তুলে দাও রাশি মুখে সর ননী তাইতে গোপাল তুষ্ট॥

গুণ্ডিচা। সুন্দর গান তোমার লীলাধর।

লীলা। আমি এই গান গেয়ে গেয়েই বেড়াই, মা।

গুণ্ডিচা। আরো সুন্দর তোমার মুখে এই মাতৃ-সম্বোধন। যেন কত মধুমাখা।

লীলা। আমার কিন্তু বড় ভাল লাগে তোমার মা, এই সব স্নেহভরা কথা গুলি। যেন কত জন্ম-জন্মান্তর হ'তে তোমাতে আমাতে চেনা শোনা।

গুণ্ডিচা। লীলাধর, আমি একটা বিশেষ কার্য্যে একবার মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে যাব। অবশ্য আমি এখুনই ফিরে আসব।

তুমি তারপর আমার সঙ্গে দেখা ক'র ত'। তোমার সঙ্গে দু'টো কথা কইলে যেন কেমন হ'য়ে যাই। ভারি মিষ্টি তোমার কথা গুলি।

লীলা। বেশ ত' বেশ ত', তুমি মা মহারাজের সঙ্গে দেখা ক'রে এস', আমি ততক্ষণ এদিক সেদিক একটু বেড়িয়ে নি গে।

গুণ্ডিচা। (যাইতে যাইতে সহসা ফিরিয়া) আচ্ছা লীলাধর, তুমি ব'লতে পার, বিশ্বাসটা অন্ধ না চক্ষুষ্মান্?

লীলা। ও বাবা, ও কি কথা গো! আমি ওর কিছুই বুঝলুম না।

গুণ্ডিচা। তা বটে, তুমি কি ক'রে বুঝবে। সামান্য বালক তুমি, পিতাও তোমার সামান্য শবর বই ত' নয়। আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার।

[উভয়ের প্রস্থান।

শ্রীমন্দির দ্বার।

নাগরিক-নাগরিকাগণ, ইন্দ্রদ্যুম্ন ও জগাপাগলা।

নাগরিক ও নাগরিকাগণের গীত।

তিলোক কামোদ—ঠুংরি।

পুরুষগণ—কালিন্দী-তট-বিপিন-বিলাসী, কজ্জল-কালো রূপ।
স্ত্রীগণ—আভীর-নারী-বদন-কমল-আস্বাদ মধুপ॥
সকলে—হে জগন্নাথ স্বামী, হও নয়ন-পথগামী!!

পুরুষগণ—বর্হাপীড়, নয়ন-মোহন, মঞ্জু-গুঞ্জা-মালী।
স্ত্রীগণ—বিম্ব-অধর-চুম্বিত বেণু, মণি-কুন্তল-শালী॥
সকলে—হে জগন্নাথ স্বামী, হও নয়ন-পথগামী !!
স্ত্রীগণ—খঞ্জন-বর-গঞ্জন-আঁখি, হৃদি-রঞ্জন হাস।
পুরুষগণ—শিঞ্জত পদে কনক নূপুর, কটি তটে পীতবাস॥
সকলে—হে জগন্নাথ স্বামী, হও নয়ন-পথগামী !!

ইন্দ্র। মাতৃগণ, আমার প্রাণ-তুল্য-প্রিয় প্রজাগণ, ডাকো—এইভাবে আকুল আগ্রহে, প্রাণের ব্যাকুলতায় ডাকো তোমরা সেই জগদানন্দ-নিদান জগন্নাথকে। তোমাদের আহ্বান কখনো ব্যর্থ হবে না—বৃথায় যাবে না। পুত্রগণ, তোমরা আজ এক পক্ষ কাল অবিশ্রান্ত ভাবে—অবিরাম কণ্ঠে যে আবাহন গান গাইছ, সে গান তাঁর আগমন না হওয়া পর্য্যন্ত যেন বন্ধ না হয়। এক পক্ষ কাল কোথা দিয়ে কেটেছে—কেমন ক'রে অতিবাহিত হ'য়েছে, তা বোঝা যায় নি। এইভাবে আর এক সপ্তাহ কাটাতে পারলেই সিদ্ধি নিশ্চিত। বৃদ্ধ বর্দ্ধকী মাত্র তিন সপ্তাহের সময় নিয়েছে আমার কাছ হ'তে।

জগা। বাঃ বাঃ সাবাস্। এমনি ক'রে জেগে থাকো—জাগিয়ে রাখ' সবাইকে। মেতে যাও—মাতিয়ে দাও তাঁর নামানুকীর্ত্তনে। তা হ'লেই আসবেন তিনি নিশ্চয়—আসতেই হবে তাঁকে। ওরে তোরা সব গান থামালি কেন? গা—গা—আবার গা।

গীত।

পুরুষগণ—বদন জিত-শারদ-ইন্দু, কুন্দ-ধবল রদন।
স্ত্রীগণ—নিখিল-জগত-প্রাণ-বন্ধু, অখিল শান্তি সদন॥
সকলে—হে জগন্নাথ স্বামী, হও নয়ন-পথগামী !!

জনতা। মহারাণী, মহারাণী! রাণী-মা আসছেন—রাণী-মা আসছেন।

ইন্দ্র। রাজ্ঞী আসছেন। কি আনন্দ! আজ আনন্দময়ের শ্রীমন্দিরে স্বেচ্ছায় উপযাচিকা হ'য়ে আসছেন মহারাণী স্বয়ং। কি আনন্দ! জগন্নাথ ধন্য তুমি! তোমার কৃপায় আবার মহিষী আমার পূর্ব্ব জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন। তোমার জয় হোক্!

জগা। কি!—ভাবছ' কি? রাণী-মা আসছেন, তাই প্রাণটা তোমার আহ্লাদে নেচে উঠছে, না? বাবা, যে উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি! আমার ত' ঐ মূর্ত্তি দেখে চক্ষুঃস্থির হ'বার উপক্রম হ'য়েছে। আমার মুরলীধর যে মাধুর্য্যের ঠাকুর,—তাঁর কাছে কি অত উগ্র মূর্ত্তিতে, অমন চামুণ্ডার মত আসতে হয়।

গুণ্ডিচার প্রবেশ।

গুণ্ডিচা। মহারাজ! যথেষ্ট হ'য়েছে। ধর্ম্মের নামে—দেবতার নামে যথেষ্ট অধর্ম্মাচরণ করা হ'য়েছে। এইবার নিরস্ত হও। আর সত্বর এই মন্দির-দ্বার মুক্ত করবার জন্য আদেশ দাও।

ইন্দ্র। সে কি? কেন রাজ্ঞী?

গুণ্ডিচা। "কেন"—সে কথা বলবার অবসর পর্য্যন্ত নাই। তুমি আগে দ্বার উন্মুক্ত হবার ব্যবস্থা কর, তারপর সব কথার উত্তর দেব আমি।

ইন্দ্র। এ কি তোমার বালিকোচিত অস্থিরতা, মহারাণি? মন্দির-দ্বার তিন সপ্তাহের জন্য রুদ্ধ হ'য়েছে, আজ চতুর্দ্দশ দিন—মাত্র এক পক্ষ কাল গত হবে। এখনও এ দ্বার খোলবার জন্য এক সপ্তাহ্ অপেক্ষা ক'রতে হবে।

গুণ্ডিচা। জানি মহারাজ। এক নিরীহ, জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে এই পবিত্র

মন্দির মধ্যে আবদ্ধ রেখে, তিন সপ্তাহ প্রয়োপবেশনে তার মৃত্যুর নির্ম্মম ব্যবস্থা তুমি ক'রেছ। ছিঃ! এত উন্মাদনা—এমন অন্ধত্ব তোমার জন্মেছে এই ধর্ম্মের নামে, স্বামীন্? তুমি না রাজা? তোমার উপর না প্রত্যেক প্রজার জীবন মরণের দায়িত্ব নির্ভর ক'রছে? তুমি অবাধে এই নৃশংসতার প্রশ্রয় দিয়েছ কেমন ক'রে?

জগা। ওরে বাবা! এ যে মায়ের চেয়ে দরদী মাসী গো।

ইন্দ্র। মহিষী,—বৃদ্ধ বর্দ্ধকী জগন্নাথের শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'রতে মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হ'য়ে, রুদ্ধ দ্বারে তার শিল্প সাধনায় শ্রীমন্নারায়ণের আরাধনায় মগ্ন আছে।

গুণ্ডিচা। চমৎকার! ভগ্ন-স্বাস্থ্য—রুগ্ন—স্থবির বর্দ্ধকী, সেই বিশাল বিপুল আয়তন কাষ্ঠ খণ্ড হ'তে মূর্ত্তি প্রস্তুত ক'রবে, এ ধারণা—এ বিশ্বাস তোমার মনে স্থান পেলে কি কোরে? তুমি কি জান না, সেই প্রকাণ্ড কাষ্ঠকে অঙ্গুলি পরিমিত স্থান নড়ান-ও তার সাধ্যের অতীত। আর সে একা, কোন সহকারী ব্যতি-রেকে—সে একাকী সেই কাষ্ঠ হ'তে এক মূর্ত্তি গঠন ক'রে তোমার উপহার দেবে? চমৎকার! ক্ষুদ্র বালকেরও যা প্রত্যক্ষ, তুমি দেবতার নামে এত অন্ধ হ'য়েছ যে, তা তোমার দৃষ্টিকে অতিক্রম ক'রে আছে। তুমি কি একবার ভেবেছ মহারাজ, সে অভাগা খাদ্য পানীয়ের অভাবে এই পক্ষকাল জীবিত আছে কি না?

জগা। আরে তা ভাববার দরকার কি? খাদ্য পানীয়ের তার অভাব হবে কেন?

গীত।

রামকেলী মিশ্র—একতালা।

যে জীবন দিয়েছে।
জীবন ধারণ করবার উপায় সেই ত' ক'রেছে ॥
মাতৃ গর্ভে শিশু থাকে
সেই আহার্য্য যোগায় তাকে,
(তার) জন্ম হ'তেই মায়ের বুকে সুধার কলস ভরিয়েছে ॥
সাগর তলে, মাটীর নীচে,
সে জন ফিরে জীবের পিছে,
গিরি গুহায়, গাছের গোড়ায়, সেথায়ও তার দৃষ্টি আছে ;
করুণায় তার ভুবন ভরা তাই ত' সবাই আছে বেঁচে ॥

[প্রস্থান।

গুণ্ডিচা। সারহীন উক্তি—বিচারবিহীন যুক্তি। রাজন্, বাক্ বিতণ্ডায় আমি কর্ত্তব্য ভুলব না। তুমি খোলাও এই দণ্ডে এই মন্দিরের রুদ্ধ দ্বার। আমি দেখতে চাই সে বৃদ্ধ জীবিত আছে কি না!

ইন্দ্র। রাজ্ঞী, নিরস্ত হও—কথা রাখ'। বৃদ্ধ তিন সপ্তাহ অন্তে মন্দির-দ্বার খুলতে আমায় অঙ্গীকার করিয়েছে।

গুণ্ডিচা। হায় স্বামীন্, এখনও ভ্রান্তি? এখনও দুর্ব্বলতা? বৃদ্ধ যে মন্দির মধ্যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'রেছে। তার প্রেতাত্মা যে তোমায় অহর্নিশ অভিসম্পাৎ ক'রছে। তার মৃত দেহের দুর্গন্ধে যে এ স্থানের বাতাস ভারি হ'য়ে উঠছে। পাচ্ছ না, পাচ্ছ না তুমি সে পুতি গন্ধ আঘ্রাণ ক'রতে?

ইন্দ্র। কই—না। আমি—ত' পুষ্প চন্দনের মধুর গন্ধ—ধূপ ধুনার পূত সৌরভ সর্ব্বদাই পাচ্ছি, মহাদেবি।

গুণ্ডিচা। বটেই ত'। তুমি সেই গলিত শবের দুর্গন্ধকে রোধ করবার জন্য, বাহিরে এই গন্ধ পুষ্পের সম্ভার সাজিয়ে রেখেছ যে। কিন্তু রাজন্, তুমি পাও আর নাই পাও—আমি তীব্র ভাবে পাচ্ছি! গলিত শবের গন্ধে আমার শ্বাস রোধ হবার উপক্রম হ'য়ে এলো।

ইন্দ্র। অভাগিনী, এ তোমার নিজের অন্তর নিহিত নরক কুণ্ডের পূতি গন্ধ! হায় মহিষী।

'গুণ্ডিচা। নিরস্ত হও, স্বামীন্। আমি এখনি দ্বার খুলিয়ে দেখতে চাই —সে বেঁচে আছে কি না। কি আশ্চর্য্য! তোমরা সকলেই এমন জ্ঞানহারা যে, ভিতরে একজন সূত্রধর কাষ্ঠ তক্ষণে রত আছে, অথচ তার কার্য্যের কোন শব্দ বাহিরে শ্রুত হ'চ্ছে না— এ বুঝেও নিশ্চেষ্ট আছ? তোমারা কি বধির, না বিচার-বুদ্ধি-শূন্য?

জনতা। তাই ত' মহারাজ, তাই ত'! কোন শব্দ ত' শোনা যায় নি। সবই ত' নিস্তব্ধ, মহারাজ!

ইন্দ্র। সত্যই ত'! কোন শব্দ ত' আমার কর্ণে প্রবেশ করে নি এই কয়দিন যাবৎ! বৃদ্ধ কি কার্য্য ক'রছে মন্দির অভ্যন্তরে!

গুণ্ডিচা। তুমি কাল বিলম্ব না ক'রে মন্দির দ্বার উন্মুক্ত হবার আদেশ দাও, মহারাজ! আমি আর কিছুতেই স্থির হ'তে পারছি না।

জনতা। দরোজা খোলান, মহারাজ। রাণী-মা যথার্থ বলেছেন। ভিতরে বৃদ্ধ ম'রেছে। দুর্গন্ধে মরে গেলুম রে বাবা! দ্বার খুলে এখনি দেখুন, ভিতরে কি ঘটনা ঘটেছে।

ইন্দ্র। কি অদ্ভুত! সকলের মু'খে একই কথা। সবাই চায় দ্বার খোলাতে। জগন্নাথ, তুমিও কি এই ইচ্ছায় প্রশ্রয় দাও?

গুণ্ডিচা। কি মহারাজ, কিছু উত্তর পেলে? তোমার অন্তরস্থিত আত্মারাম কোন উত্তর দিলে? তা ত' দেবে না। এ যে তোমার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধ কাজ। কিন্তু প্রভু, এ কাজ তোমায় ক'রতেই হবে। রাণী আমি এ রাজ্যের—আমার সম্মুখে তোমার এ অধর্ম্মাচরণ, প্রজাদের এই অনিষ্ট সাধন আমি কিছুতেই হ'তে দেবো না। আমি মিনতি ক'রছি, অনুনয় ক'রে ব'লছি, তুমি মন্দির দ্বার খোলাও। কি এখনও নীরব? তবে আমি আদেশ দিচ্ছি। প্রজাগণ, আমি এ রাজ্যের রাণী— তামাদের জননী, আমি আদেশ দিচ্ছি— তোমরা সকলে জোর ক'রে এ দ্বার ভেঙ্গে ভূমিসাৎ ক'রে দাও।

জনতা। তাই কর' তাই কর'। এস' সকলে মিলে দ্বার খুলি। মার ধাক্কা—ঠেল জোরে—সকলে একসঙ্গে লাগো। এই—ই—ই—

(দ্বার উন্মুক্ত করণ)

দৃশ্যান্তর—মন্দির-গর্ভ।

গুণ্ডিচা। কই—কই সে হতভাগ্য বর্দ্ধকী? দেখ' পুত্রগণ, সন্ধান কর' কোথায় তার মৃতদেহ প'ড়ে আছে।

জনতা। তাই ত' কোথাও ত' তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, কোথা গেল সে বৃদ্ধ। বাপরে কি ঘুট্ ঘুটে অন্ধকার—কিছুই দেখা যায় না—তা বুড়োকে পাওয়া যাবে কি!

(জনতার অপসরণ)

গুণ্ডিচা। কি মহারাজ! অবাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে কেন? খোঁজ সে বৃদ্ধকে। এই অন্ধকার মন্দির-গর্ভ হ'তে বার কর' সে হতভাগ্যের প্রাণহীন তুষার-শীতল দেহ। আঁধার দেখে ভয় পেও না রাজন্!

ইন্দ্র। হা অভাগিনী! তুমি শুধু অন্ধকারই দেখছ? আর কিছু না? ঐ যে—ঐ যে সব অন্ধকার—সকল আঁধার উজল ক'রে বিরাজ ক'রছেন, আমার আলোর আলো—দীপ্ত-তনু—জ্যোতির্ম্ময় জগন্নাথ। রাজ্ঞী, কি মন্দভাগ্য নিয়েই তুমি আজ মন্দির মধ্যে প্রবেশ ক'রেছ। তাই তুমি দেখতে পাচ্ছ না—ঐ রত্নবেদীর উপর ব'সে আছেন আমার প্রভু—কি অপরূপ রূপের ছটা ছড়িয়ে দিয়ে।

গুণ্ডিচা। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! বর্দ্ধকী মন্দির মধ্যে নাই, অথচ অসমাপ্ত, অসম্পূর্ণ-গঠন তিনটী মূর্ত্তি ঐ বেদীর উপর অধিষ্ঠিত। মহারাজ, মহারাজ, এ কি অদ্ভুত ব্যাপার—এ কি বিচিত্র ঘটনা! তবে কি সেই সূত্রধর সত্যই এই স্থানে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যাপ্ত ছিল।

ইন্দ্র। হ্যাঁ ছিল। সত্যই সে তার সাধনায় নিযুক্ত ছিল। বিশ্বাস বিহীনা রমণী, তুমিই তার সমাধি ভঙ্গ ক'রে, তার সাধনায় বাধা দিয়ে, শ্রীভগবানের এই অঙ্গ হীন বিকল অবয়ব জগদ্বাসীর সমক্ষে উপস্থাপিত ক'রলে। তোমার মন্দির দ্বার মুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে, সে শিল্পকলার একনিষ্ঠ সাধক এ স্থান ত্যাগ ক'রে অন্তর্হিত হ'য়েছে।

গুণ্ডিচা। বিচিত্র কথা! আমি কি তবে সত্য সত্যই কোন কুহকীর কুহকে আচ্ছন্ন হ'য়েছি? আমার চক্ষু কি প্রকৃতই সত্য বস্তুর দর্শন পাচ্ছে না?

ইন্দ্র। রাজ্ঞি, রজনী প্রভাত হ'য়ে এল'—উষার আলোক দেখা দিয়েছে—শীতলবায়ু ধরণীর ললাট স্পর্শ ক'রছে; চল' বাহিরে চল'—উত্তপ্ত মস্তিষ্ক স্থির ক'রতে মুক্ত বাতাস প্রয়োজন।

গুণ্ডিচা। (একান্তে) রাত্রি প্রভাত হ'য়ে এল'—আলোক দেখা দিয়েছে—আমিই বা আর অন্ধকারে থাকি কেন ?

লীলাধরের প্রবেশ।

লীলা। রাণী মা, বেশ বাছা তুমি! আমায় আসতে ব'লে, তুমি মহারাজের সঙ্গে দেখা ক'রতে এলে, আর সেই পথ। আমি বাট চেয়ে চেয়ে সারা রাতটা কাটিয়ে দিলুম, তোমার আর দেখা নেই। শেষে নিজেই এলুম তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে।

গুণ্ডিচা। লীলাধর? তুমি, তুমি এ সময় এসেছ? আমার যেন চোখের ঘোর কেটে যাচ্ছে। আমি যেন কি একটা জ্যোতির ছটা দেখতে পাচ্ছি, আর সেই জ্যোতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছ তুমি। কেন—কেন—এমন হ'চ্ছে—লীলাধর ?

ইন্দ্র। কেন, তা বুঝতে পারছ না, প্রেয়সী? লীলাধরের পরিচয় তুমি পাও নি—কিন্তু আমি পেয়েছি। এই লীলাধরই—লীলাময় শ্রীধর।

গুণ্ডিচা। চতুর, আর আমাকে তুমি ভুলিয়ে রেখেছিলে? হাতের কাছে থেকেও আমায় ধরা দাও নি—চোখের উপর ভেসেও দেখা দাও নি ?

লীলা। ধরা দিতে এসে তোমায় যে খুঁজে পায় নি মা! তুমি যে তখন তোমাতে ছিলে না। নইলে আমি যে সবার কাছে ধরা প'ড়তে, বাঁধা থাকতে সদাই ব্যস্ত।

গুণ্ডিচা। কপটী, আমার সঙ্গে তোমার এই ছলনা! কেন, তোমার ইচ্ছা হ'লে কি আমি প্রাণ দিয়ে তোমায় আঁকড়ে ধ'রতে পারতুম না, ইচ্ছাময়? তুমি না চাপালে, আমার ঘাড়ে

সন্দেহের—অবিশ্বাসের ভূত চেপেছিল কেন? নিষ্ঠুর, আমি না তোমার মা! তুমি না আমার মাতৃ-সম্বোধনে আনন্দ পেতে?

লীলা। কি ক'রব মা—আমি নাচার! ভক্তের জন্তই আমাকে এই ক'রতে হ'য়েছে। ভক্ত বিদ্যাপতি রমণী কর্তৃক আমার দেহ অঙ্গহীন হ'য়ে থাকবার স্বপ্ন দেখেছিল। আমি তার সে স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করবার জন্তই তোমার সঙ্গে এই ব্যবহার ক'রেছি।

গুণ্ডিচা। ওঃ—নির্দ্দয়! তুমি আমাকে নিমিত্তের ভাগী ক'রে তোমার ভক্তাধীন নাম সার্থক ক'রলে—আর আমি রইলুম জগতের চক্ষে শুধু ঘৃণা, উপেক্ষা আর অনুকম্পার পাত্রী হ'য়ে, কলঙ্কের ভাগী হ'তে? ধন্য—ধন্য তুমি! লীলাময়, তোমার লীলার এ অংশটী অভিনয় করবার জন্য কি, এত বড় ভূমণ্ডলে আর কোন রমণী ছিল না? আমি তোমার মা—আমাকে দিয়ে তুমি এই কাজ করালে?

লীলা। জননি, জগতের সকল রমণীর সঙ্গেই যে আমার একটা-না-একটা সম্বন্ধ বর্ত্তমান। কোথাও স্নেহের—কোথাও প্রেমের—কোথাও সখ্যের সম্বন্ধ। আমি কাকে ছেড়ে কাকে ধ'রব, মা?

গুণ্ডিচা। না, আর ও সম্ভাষণ নয়। আর আমি তোমার মাতৃ-সম্বোধনে ভুলছি না বঞ্চক। আমি বুঝতে পেরেছি—তুমি যাকেই মা ব'লেছ, তারই প্রাণে ব্যথা দিতে—বুকে শেল মারতে দ্বিধা কর নি। পরশুধারী তুমি—হেলায় মাতৃ-শিরে কুঠার হেনেছ; রাজ্যাভিষিক্ত তুমি—গর্ভধারিণীকে কাঁদিয়ে বনে চ'লে গেছ;

নীলমণি তুমি—কংস কারাগারে শৃঙ্খলিতা জননীর বুকে পাষাণ-ভার দেখেছ ; যশোদার দুলাল তুমি—মায়ের স্নেহের পাশ ছিন্ন ক'রে অবলীলাক্রমে তাকে নয়ন জলে ভাসিয়েছ। তোমার মা হওয়া একটা বিড়ম্বনা—একটা সাঙ্ঘাতিক মর্ম্ম-পীড়াকে নিমন্ত্রণ দেওয়া। তাই আজ হ'তে আমি নিষেধ ক'রছি,— আমার এ ওড্ররাজ্যে কোন রমণীই যেন নিজের গর্ভজাত সন্তান ব্যতীত, কারও মা ডাকে না ভোলে। কারণ—কে জানে কবে তুমি আবার কি ভাবে কোন অভাগিনীকে এম্‌নি ধারা বঞ্চনা ক'রবে।

লীলা। ভাল, আজ হ'তে আর তোমায় আমি "মা" বোলে না ডেকে, "মাসী" ব'লে ডাকব'। আর তোমার এ কলঙ্ক অপনোদের জন্য আমি স্বীকার ক'রছি—বৎসরে এক সপ্তাহ কাল তোমার গৃহে—তোমার কোলে ব'সে—নিভৃতে—নিরালায়—একান্তে তোমার সঙ্গে কাটাব। তুমি আমায় আদর দিও—স্নেহ দিও—ভক্তি দিও—পূজা দিও। লক্ষ লক্ষ, কোটী কোটী নরনারী আমাকে তোমার প্রকোষ্ঠে প্রতি বৎসর সাদরে নিয়ে যাবে। আর তোমার মন্দিরে গমনকালে আমায় যে রথারূঢ় দেখবে, সে আর কখনো ধরাবাসের—জন্ম-পরিগ্রহের কষ্ট পাবে না।

গুণ্ডিচা। বাঃ—বেশ ভুলিয়ে দিলে ত'! চমৎকার! এই ত' তোমার বাহাদুরী! কিন্তু তোমার এ বিরাট বিগ্রহের কি হবে?

লীলা। বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত এ মূর্ত্তি—

গুণ্ডিচা। বিশ্বকর্ম্মা?

লীলা। হ্যাঁ বিশ্বকর্ম্মা! বৃদ্ধ সূত্রধরের ছদ্মবেশে এ মূর্ত্তি নির্ম্মাণে ব্যাপৃত

ছিল—বিশ্বের সকল শিল্পের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা—সকল শিল্পীর আদি গুরু—দেব-শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা। এ মূর্ত্তি কি অমনি প'ড়ে থাকতে পারে? এর সেবা ক'রবে শবরপতি বিশ্বাবসু।

বিশ্বাবসুর প্রবেশ।

বিশ্বা। আমায় দিচ্ছ সেবার ভার? আমি সেবার কি জানি? মন্ত্রহীন—ক্রিয়াহীন—শৌচহীন—অস্পৃশ্য শবর আমি; আমি তোমার কি সেবা ক'রব? তুমি পরমান্ন ভোগ খাবে—আমি কি ক'রে রাঁধব'?

লীলা। ঐ যে তার লোক আসছে।

ললিতা ও বিদ্যাপতির প্রবেশ।

এই দিদি রান্নাবান্নার যোগাড় দেখবে—তুমি বাবা আমার ভোগ দেবে। হ'লেই বা তুমি শবর—তুমি আমার "সওয়ার" পাণ্ডা ব'লে পরিচিত হবে। পাগলা ঠাকুর, আমার কি ক'রতে চাও তুমি?

বিদ্যা। আমি আবার কি ক'রব লীলাময়? আমার জীবন ধন্য—জনম সার্থক ক'রতে তুমি আমাকে দিয়ে তোমার লুকান মোহন-রূপ জগৎ-সমক্ষে প্রকটিত ক'রলে। আমার স্বপ্ন সত্যে পরিণত কর্ত্তে মহারাণীকে মহা ঘোরে আচ্ছন্ন ক'রলে: আমার গৌরব বাড়াতে তুমি আর কি বাকী রেখেছ দয়াময়, যে আমি তাই ক'রতে যাব।

লীলা। দুটো ফুল দিয়েও কি আমার ঐ মূর্ত্তিটা সাজাতে তোমার ইচ্ছা নেই?

বিদ্যা। তুমি বল্লে, আছে বই কি—খুব আছে। তোমার যখন ইচ্ছা, তখন আমি তোমার "শৃঙ্গার" রচনার জন্যই রইলুম বনমালি!

লীলা। দিদি, একটীও কথা কইবে না তুমি? অভিমান ক'রেছ বুঝি?

ললিতা। অভিমান ক'রব কেন, ভাই? আমি নীরব আছি—এই মনের কষ্ট যে আজকের এই আনন্দের দিনে নীলাম্বর ভাই, আর বলভদ্রা বোনটী কেন তোমার সঙ্গে নেই? কেন তোমাদের ঐ অসম্পূর্ণ দারু বিগ্রহ তিনটীর পরিবর্ত্তে, আমি তোমাদের তিনটীকে সাকার দেখতে পাচ্ছি না।

লীলা। ওঃ—হো। তাই বটে! কিন্তু দিদি এইবার হাস'! ঐ দেখ নীলাম্বর দাদা বলভদ্রা বোনটীকে সঙ্গে নিয়ে এইখানেই আসছে।

নীলাম্বর ও বলভদ্রার প্রবেশ।

নীলা। দিদি, তুমি ডেকেছ'—আর অমনি ছুটে এসেছি। তোমার ডাক কি না শুনে থাকা যায়। কাণে গেলেই ছুটে আসতে হয়। আয় ভদ্রা, আমাদের মাঝখানে দাঁড়া—দু'ধারে আমরা দুটী ভাই—মাঝখানে তুই। কেমন মহারাজ, এই ভাবে অবস্থিতিই না তুমি স্বপ্নে দেখেছিলে?

ইন্দ্র। এই ভাবেই বটে। এমনি প্রাণ মাতান—মন ভুলান ভঙ্গি—এমন সুন্দর মোহন ঠাম। বাঞ্ছা কল্পতরু, আমার বাঞ্ছা পূর্ণ ক'রে আজ তুমি নিজ নামের সার্থকতা সম্পাদন ক'রেছ। এইবার আমায় ঐ পদরজে স্থান দিয়ে, আমাকে সকল বাসনার পাশ হ'তে মুক্ত কর।

জগাপাগলার পুনঃ প্রবেশ।

জগা। আরে কর্ম্মময়ের জগৎ—এখানে কর্ম্ম না শেষ ক'রে কি যেতে পারা যায়। রাজা, তোমার কার্য্য শেষ হয় নি যে এখনো। তুমি এরই মধ্যে মুক্তি চাও কি ?

ইন্দ্র। কি কাজ আর অবশিষ্ট আছে ভাই ?

জগা। ঐ যে তিনটে আধ-গড়া মূর্ত্তি রইল প'ড়ে—ও গুলো কি এম্‌নি গড়াগড়ি যাবে ?—ঐ গুলো নাও—রাঙাও—বসন ভূষণে সাজাও—তারপর ঐ বেদীতে স্থাপনা ক'রে কাজের শেষ কর।

ইন্দ্র। কি রঙে রঙাব' ?

বিশ্বা। সত্যের কঠোর বিগ্রহ বলদেব—শঙ্খশুভ্র বর্ণে সত্যের নির্ম্মলতা প্রকাশ করুক্। মঙ্গলময়ী শুভদা সুভদ্রা—গোরচনা গৌরবর্ণে মাঙ্গল্যের প্রতিকৃতি হোক্। আর সকল শোভার আধার, সমস্ত রূপ বৈভবের নিদানভূত কালশশী আমার—ঘনশ্যাম কলেবরে কজ্জল-কৃষ্ণরূপে বিরাজ করুক্ সমস্ত সৌন্দর্য্যের প্রতীক হ'য়ে। এই বর্ণ-বৈচিত্র্যেই জগৎবাসী বুঝ্‌বে যে, ঐ বেদীর উপর বিরাজ ক'রছে "সত্য—শিব—সুন্দর"। তারা আকুল আগ্রহে ছুটে আসবে, ঐ খানে মাথা নত ক'রে সকল দম্ভ অহঙ্কার হ'তে মুক্ত হ'তে। ঐ যে তর আর সইলো না। এরই মধ্যে যে সবাই এলো ছুটে রে। সবাই যে হাঁকছে —জয় জগবন্ধু—জয় জগন্নাথ স্বামী।

নাগরিকগণের প্রবেশ।

নাগঃ গণ। জয় জগবন্ধু—জয় জগন্নাথ স্বামী।

সমবেত গীত।

আশা ভৈরবী—একতালা।

জনম সফল হ'লো রে আজ হেরে জগবন্ধু!
হৃদয়-চকোর উঠছে মেতে দেখে ও মুখ-ইন্দু॥
বইছে রে আজ প্রেমের বন্যা, ধরণী তাই হ'ল ধন্যা,
আয় রে ছুটে দীন ভিখারী, সে প্রেমের নে এক বিন্দু;
তোর ঘুচবে জ্বালা মুছবে মলা, রাখবে পদে দীনবন্ধু॥

সমাপ্ত